তটিনীর বিচার

সামাজিক নাটক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩২০

পাঁচসিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

'তটিনীর বিচার' নাটক

যাঁরা অভিনয় দিয়ে

ফুটিয়ে তুলেচেন,

'তটিনীর বিচার'

তাঁদেরই করকমলে

অর্পণ করলাম।

অল্‌-ইণ্ডিয়া-রেডিওর (কলিকাতা ষ্টেশন) নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই নাটকের নামকরণ করেছেন।

এই নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভবপর করেছেন কল্যাণীয় শ্রীমান বিদ্যাধর মল্লিক।

এই নাটকের গান রচনা করেছেন সু-কবি শৈলেন রায়; গানে সুর সংযোজনা করেছেন সুরশিল্পী তুলসী লাহিড়ী, নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন নৃত্যশিল্পী ললিত গোস্বামী।

এঁদের সকলের সাহায্য নাটকখানিকে সাফল্য দান করেছে। সকলের কাছেই আমি ঋণী রইলাম।

বিনীত
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৮৪।১।২ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

—চরিত্র—

ডক্টর ভোস	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
বসন্ত	শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমর	শ্রীজহর গাঙ্গুলী
প্রসিকিউসন কাউন্সেল	শ্রীসন্তোষ সিংহ
শৈলেশ	শ্রীতারা ভট্টাচার্য্য
ডিফেন্স কাউন্সেল	শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী
জজ	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
টক্সিকোলজিষ্ট	শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী
পুলিশ ইন্স্পেক্টর	শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়
প্রভাত	শ্রীবেচু সিংহ
সৌরীণ	শ্রীনবদ্বীপ হালদার
হেমেন	শ্রীজ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
অমর	শ্রীসুধাংশু মিত্র
হরিশ	শ্রী[illegible]তীন দাস
তটিনী	শ্রীমতী রাণীবালা
ললিতা	শ্রীমতী পদ্মাবতী
কৃষ্ণভামিনী	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (বড়)
হরমোহিনী	শ্রীমতী সুহাসিনী
কলিকা	শ্রীমতী ঊষা দেবী
প্রতিভা	শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী
নলিনী	শ্রীমতী জ্যোতিঃ
হিমানী	শ্রীমতী গৌরী দেবী

তটিনীর বিচার

প্রথম পর্ব্ব

সাহেবী ধাঁচের একটি হোটেলের নিভৃত কামরা। গ্রাউণ্ড গ্লাসের পার্টিশান। সুইং হ্যাঙ্গডোর। দেয়ালে ছবি। মাঝে খাবার টেবিল। ধবধবে টেবিল ক্লথ। টেবিলের ওপরে ভাসে ফুল। চারিদিকে [illegible]র। দুয়ার ঠেলিয়া একটি তরুণ প্রবেশ করিল—তাহার পিছনে একটি তরুণী। তাহার হাতে একখানা বই আর একখানা খাতা। তরুণের সাহেবী পোষাক, তরুণীটির বাঙালী পরিচ্ছদ। তরুণের নাম বসন্ত আর তরুণীর তটিনী

বসন্ত। বেশ নিরিবিলি ঘরটি। মন খুলে কথা কওয়া যাবে। দাও তোমার বই আর খাতা।

তটিনীর হাত হইতে বই আর খাতা লইল

মালিক সমেত এগুলো আজ রাত নটা অবধি আমার কাছেই থাকবে।

তটিনী। ওগুলো তুমি চিরদিনের মত রেখে দিতে পার—কিন্তু মালিককে মাত্র একটি ঘণ্টা।

বসন্ত। Fixed up for the rest of the night, eh?

তটিনী। হাঁ!

তটিনী আর্শির সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া কেশ বেশ ঠিক করিতে লাগিল। বসন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাহার দিকে ফিরিল।

মা আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে বলেচেন।

বসন্ত তটিনীর চিবুক নাড়িয়া কহিল।

বসন্ত। এখনকার খুকীদের মায়ের কথা শুনতে নেই।

তটিনী। জানি, তা না শুনলে খোকারা খুবই খুসী হয়।

বসন্ত। সত্যি তটিনী, মায়ের আঁচল যতদিন তোমাদের ঢেকে রাখবে···

তটিনী। ততদিন তোমরা বেপরোয়া আমাদের অপমান করতে পারবে না। না?

বসন্ত। ও অপবাদ দিয়ো না তটিনী। আমরা তোমাদের পূজারী। পূজো করতে পেলেই ধন্য হই।

তটিনী। হুঁ।

তটিনী চেয়ারে বসিল

তটিনী। শৈলেশ সেনকে চেন?

বসন্ত। কে শৈলেশ সেন?

তটিনী। আমাদের সঙ্গে পড়ে।

বসন্ত। হাঁ, হাঁ, চিনি বৈকি! Is that lucky dog your latest fancy?

তটিনী। সে আজ আমায় অপমান করেচে।

বসন্ত। শৈলেশ আমারো বন্ধু। কিন্তু তোমার জন্যে তার সঙ্গেও আমি ডুয়েল লড়তে পারি।

তটিনী। তাকে বোলো যে, নোংরামো আর রসিকতা এক নয়। দুয়ের প্রভেদ যখন বুঝবে, তখন যেন রসিকতা করতে এগিয়ে আসে।

বসন্ত। কিন্তু শৈলেশ তো খাসা ছেলে।

তটিনী। A vulgar buffoon. I hate him!

বসন্ত। আমায় তুমি বড্ড বেশী খুসী করলে তটিনী!

তটিনী। মানে?

বসন্ত। তোমার দু-চোখে যত তরুণের ছায়া পড়বে সবাই যাতে তোমার ঘৃণার পাত্র হয়, তাইত আমি চাই।

তটিনী। কেন?

বসন্ত। বিনা দ্বন্দ্বে তোমাকে জয় করতে পারব বলে।

তটিনী। Dont be too sure!

বসন্ত। তাহলে?...

তটিনী। বল তাহলে?

বসন্ত। তাহলে এমন কেউ আছে যাকে তুমি ঘৃণা কর না?

তটিনী। থাকতেও পারে!

বসন্ত। দেখতে কেমন?

তটিনী। তোমার মতো সুন্দর নয়।

বসন্ত। টাকা পয়সা?

তটিনী। তোমার তুলনায় কিছুই নেই।

বসন্ত। বিদ্যে বুদ্ধি?

তটিনী। ইংরিজিও ভাল জানে না।

বসন্ত। তাহলে প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামন—তার ধৃষ্টতা কেন?

তটিনী। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলা তো যায় না। হয়ত তাকেই বিয়ে করতে হবে।

বসন্ত। Never! কোনমতেই আমি তা হ'তে দোব না।

বসন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল

তটিনী। দান করবার যাঁর অধিকার আছে, তিনিই দেবেন। তোমার মতামত বিবেচ্যও নয়, বিচার্য্যও নয়।

বসন্ত। But I can stab him, I can shoot him, I can send him to the dogs!

উত্তেজিত হইয়া টেবিল চাপড়াইতে লাগিল। তটিনী খিলখিল করিয়া হাসিল

তটিনী। দেখলে কত সহজে তুমি তেতে ওঠ।

বসন্ত। যুদ্ধের ঘোড়া বাজনা শুনলেই মেতে ওঠে। আর আমরা তেতে উঠি প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান পেলে।

দূরে সরিয়া গেল

তটিনী। হাঁ, ছায়ার সঙ্গে লড়তে চাও, এম্নি বীর তোমরা!

বসন্ত। ছায়া! তাহলে ব্যক্তিটির অস্তিত্বই নেই বল?

তটিনী। আজও চোখে দেখিনি।

বসন্ত। My God! তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছিলে! বয়!

বয় প্রবেশ করিল

হুইস্কি!

বয় চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বসন্ত ছুটিয়া ধরিয়া নীচু গলায় কহিল

দেখো, আউর লিকার।

বয় চলিয়া গেল। তটিনীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিল

আমি তোমাকে বলে রাখচি তটিনী, ঠাট্টা করেও তুমি এ সব কথা বলো না। মোরিয়া হয়ে কোনদিন হয়ত ভয়ানক একটা কিছু আমি করে ফেলব।

তটিনী। মোটেও ভয় পেলুম না।

বয় প্রবেশ করিল। হুইস্কি ও সোডা মিশাইয়া দিল। ছোট গ্লাসে লিকার ঢালিল। লিকারের গ্লাসটি বসন্ত হাতে তুলিয়া লইল।

বসন্ত। কেন?

তটিনী। ভয়ানক কিছু করবার মত সাহস তোমার নেই।

বসন্ত। যাকগে, একটুখানি লিকার। তটিনী?

তটিনী। আমি কি ওসব খাই ?

বয় চলিয়া গেল

বসন্ত। But this is specially meant for Ladies.

তটিনী। আমি লে-এ-ডি নই !

বসন্ত। কিন্তু তুমি প্রগতিশীলা। You should have no scruples.

তটিনী। থাম, থাম, অত বাজে বোকো না।

বসন্ত লিকারের গ্লাসটি উঁচু করিয়া ধরিল

বসন্ত। It is a pity you refuse it ! আমি যখুনি এই লিকার দেখি, তখুনি আমার মনে হয়…

তটিনীর দিকে চাহিয়া চুপ করিল

কি মনে হয় জান তটিনী ?

তটিনী। তোমার মনের খবরে আমার কি কাজ ?

বসন্ত। মনে হয় কোন তরুণীর গোলাপী অধর নিংড়ে যেন এ বার করা হয়েচে। তাই এর স্বাদ মিষ্টি, এর রঙ গোলাপী, এর নেশায় গোলাপী আমেজ !

তটিনী। Excuse me. I must be off now !

বলিতে বলিতে তটিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। বসন্ত তাহার হাত ধরিল

বসন্ত। You must not !

তটিনী। আমি এসব দেখতে অভ্যস্থ নই।

উঠিয়া তটিনীকে বসাইয়া দিল

বসন্ত। আহা! বোস, বোস। জান, তোমার জন্য এ-সবই আমি ছাড়তে পারি? বয়!

তটিনী বসিল। বয় প্রবেশ করিল। বসন্ত গ্লাস দেখাইয়া কহিল

Drink নেহি মাংতা হ্যায়। লে যাও। I shall go dry!

বয় চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

দেখো দোঠো আইসক্রীম! গোলাপীওয়ালা।

বয় চলিয়া গেল

Now, pray, look nice. তুমি যা পছন্দ করো না, আমি তা কোন কালেও করব না।

তটিনী। চল এবার উঠি!

বসন্ত। বাঃ আইসক্রীম আনতে গেছে যে। আইসক্রীমের রঙ গোলাপীও হয়, স্বাদও মিঠে বটে; কিন্তু স্পর্শটা ঠাণ্ডা বলে আমেজ আনে না···Excuse me Tatini, এক শ্রেণীর মেয়েও ঠিক ওই রকম।

তটিনী। কি রকম?

বসন্ত। সুহাসিনী, সুমধুরভাষিনী, but cold, as cold as ice—বরফের মত ঠাণ্ডা তাদের প্রকৃতি আর সেই কারণে যেন তাদের পরশও।

তটিনী। তাই নাকি!

বসন্ত। দুএকটীর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

তটিনী। এখন?

বসন্ত। এখন সব সাইডিংয়ে পড়ে রয়েচে। শুধু মেইন লাইনটা খোলা রেখেচি তুমি আসবে বলে।

তটিনী। বলতে একটুও লজ্জা হচ্ছে না?

বসন্ত। I have been always frank with yon, কোন কথাই তোমার কাছে লুকোতে পারি না।

তটিনী। আইসক্রীম তো খাওয়া হোল। এবার চল।

বসন্ত। কেন, এত তাড়া কিসের?

তটিনী। আমায় যে আজ দেখ্‌তে আসবে!

বসন্ত। মানে!

তটিনী। মা আমার বিয়ে দিচ্ছেন।

বসন্ত। Really!

তটিনী। হাঁ। হবু বরের বাপ আজ এসে আমাকে দেখে যাবেন।

বসন্ত। Then I must order for a cocktail! বয়!

উঠিয়া দরজার দিকে যাইতে উদ্যত হইল।

তটিনী। একটু আগেই যে বল্লে ওসব আর ছোঁবে না।

বসন্ত ফিরিয়া আসিয়া কহিল

বসন্ত। ও। ভুলে গিয়েছিলুম তটিনী। সত্যি এরই মাঝে তা ভুলে গিয়েছিলুম।

তটিনী। এমনি ভুলের পর ভুলই ত চলবে? চল, এবার যাই।

বসন্ত। বোস, বোস। এ বিয়ে ফস্কে গেলেও তোমাকে চিরকুমারী থাকতে হবে না।

তটিনী। কে জানে?

তটিনী উঠিয়া কয়েক পা আগাইয়া গেল। বসন্ত কুর্ণিশ করিয়া কহিল:

বসন্ত। আমি আগে থেকেই আর্জ্জি পেশ করে রাখচি।

তটিনী। Pooh!

তটিনী একদিকে সরিয়া গেল। বসন্ত দৌড়াইয়া তাহার কাছে গেল।

বসন্ত। কেন, আমাকে বুঝি পছন্দ হয় না?

তটিনী। যাকে পছন্দ হবে, তাকেই বিয়ে করতে হবে?

বসন্ত। তাই করাই উচিত। কেননা এ-ব্যাপারে পোষাকী আর আটপৌরে ছুই-ই চলে না।

তটিনী। চালাতে জানলেই চলে!

বসন্ত। তাই নাকি!

তটিনী। তোমার যখন সন্দেহ রয়েচে, তখন তুমি মোটেও মডার্ণ

নও। বৃথাই হ্যাটকোট পর, মিছেই বান্ধবীদের নিয়ে হোটেলে এস! তোমার মনে চেপে রয়েচে অতীতের জগদ্দল পাথর। কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে তুমি এগুতে পারবে না।

বসন্ত। কিন্তু আমি যা পারি তা আরও চমকপ্রদ।

তটিনী। কি পা'র, শুনি?

বসন্ত। এখান থেকে সোজা তোমাকে আমার বাড়ী নিয়ে যেতে পারি। বলতে পারি, বৌ এনেচি, বরণ করে ঘরে তোল!

তটিনী। তা তুমি পার না।

বসন্ত। কেন?

তটিনী। তুমি বামুণ আর আমরা কায়েত।

বসন্ত। দেহের ব্যবধান ঘোচাতে পারি আর জাতের ব্যবধান পারি না?

তটিনীকে বাহুপাশে বাঁধিল। তটিনী মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল।

বসন্ত। অমন করে কি দেখচ? কি ভাবচ?

তটিনী। ভাবচি, you are irresistible! দুর্ণিবার তোমার আকর্ষণ।

বসন্ত। স্বীকার করচ!

তটিনী। হাঁ। তোমাকে ধরা না দিয়ে উপায় নেই।

বসন্ত আনন্দে অধীর হইয়া দুবাহু উর্দ্ধে তুলিল :

বসন্ত। হুররে! হুররে!

বাহিরে বহুকণ্ঠে 'হুররে, হুররে' প্রতিধ্বনিত হইল। দরজা ঠেলিয়া চারজন তরুণ ও দুইজন তরুণী প্রবেশ করিল।

প্রভাত। বাজী মাৎ। আমারই জিৎ। খাইয়ে দাও। খাইয়ে দাও।

পরেশ। আমিও বলেছিলুম। দাও খাইয়ে।

নলিনী। তটিনীর নাকি বাড়ীতে জরুরী কাজ ছিল!

প্রভাত। এই ত জরুরী কাজ।

কলিকা। বসন্তবাবুও শুনেছিলুম রোজ সন্ধ্যেয় বিলিয়ার্ড খেলেন।

বসন্ত। আজ্ঞে অভিযোগটা না শুনলে অপরাধ কবুল করি কি করে বলুন।

নন্দ। বাবা, ডুবে ডুবে জল খাও তুমি!

বসন্ত। ডুবে জল খেলে ফুলে ঢোল হ'য়ে ভেসে উঠতে হয়। তাই সজ্ঞানে সে কাজ আমি করব না। তবে প্রেম-পারাবারে হাবু-ডুবু খেতে খেতে একটি মুক্তোর সন্ধান আমি পেয়েচি।

নলিনী। বসন্তবাবুর সেই মুক্তোটি দেখবার সৌভাগ্য কি আমাদের হবে?

বসন্ত। আজ্ঞে না। দেখলেই হয়ত নোলক করে নাকে পরতে চাইবেন, নলিনী দেবী।

কলিকা। আমরা কি সেকেলে মেয়ে যে নাকের ডগায় নোলক ঝুলিয়ে পুরুষের চিত্ত দুলিয়ে দিতে চাইব?

বসন্ত। ঠিক, ঠিক, কলিকা দেবী। চিত্তের চেয়ে বিত্তের দিকেই যে আপনাদের ঝোঁক বেশী, তা আমি জানি। কিন্তু সে-কথা থাক। অসময়ে এই অভিযানের অর্থ কি?

প্রভাত। আমরা ছটার শো'তে মেট্রোয় গেছলুম। পথে বেরিয়ে আমাদের তর্ক হোলো তোমাকে নিয়ে। আমি বল্লুম তুমি এখানেই আছ, ওরা বল্লে, না। পূরো পেট ডিনার বাজী।

পরেশ। আমিও তোমাকে সমর্থন করেছিলুম।

প্রভাত। কৈ হে ডিনারের অর্ডার দাও।

পরেশ। And some drink.

বসন্ত। তাহলে তোমরা ডিনারে বোস। আমাদের বিদায় দাও।

প্রভাত। তা হয় না। তোমাদেরও খেতে হবে।

বসন্ত। আমরা এইমাত্র খেয়ে উঠ্‌চি।

নন্দ। আবার খাবে।

বসন্ত। পাগলামো কোর না। এস তটিনী।

নলিনী। তটিনীকে আমরা তো ছেড়ে দিতে পারচিনে।

তটিনী। আমার ভাই বাড়ীতে জরুরি কাজ আছে।

কলিকা। ডুটিতে বেশ ত বসেছিলে। আমরা এলুম বলেই না চলে যাচ্ছ। ললিলতাকে খবরটা পৌঁছে দোব?

তটিনী। ললিতা! ললিতা আবার কে?

কলিকা। বসন্তবাবু, তটিনীকে ললিতার কথা বলেন নি?

প্রভাত। আমি ভেবেছিলুম এখানে বসন্তর পাশে ললিতাদেবীকেই দেখতে পাব।

বসন্ত। ললিতার আর থাকবার অধিকার নেই—কেননা তটিনী আর আমি we are engaged—engaged for marriage.

হেমেন। Engaged!

পরেশ। This is a news!

হেমেন। বড় সুখী হলুম তটিনী দেবী।

নন্দ। তাহলে ডিনারটা ওরাই দিচ্ছেন।

নলিনী। Congratulations Tatini.

কলিকা। Congratulations বসন্তবাবু।

প্রভাত। আমরা তাহলে আজ থেকে এখন থেকেই উৎসব সুরু করে দি।

হেমেন। A dance, Nalini, let's have a dance!

নন্দ। তটিনী-বসন্তর মিলন শুভ হোক্।

নলিনী। সুন্দর হোক্।

কলিকা। সার্থক হোক্।

নাচের বাজনা বাজিল

প্রভাত। ওই ওদের নাচের বাজনা বেজে উঠল, আমরাই কি দাঁড়িয়ে থাকব? Pray, dont keep us waiting Nalini.

পরেশ। এই টেবিলে।

নন্দ। হাঁ, হাঁ, নলিকে ওই টেবিলে তুলে দাও। টেবিলে তুলে দাও।

১ম ও চতুর্থ নলিনীর দুইবাহু ধরিয়া টেবিলে তুলিয়া দিল। নলিনী সেই টেবিলের ওপরই নাচিতে লাগিল।

হেমেন। গান! একখানা গান!

পরেশ। তটিনী দেবী গাইবেন কি?

তটিনী। মাপ করবেন, আমাকে এখুনি যেতে হবে।

নলিনী। আমিই গাইব। কিন্তু you must join the chorus

নলিনী গান স্থরু করিল।

নলিনীর গান

পুষ্পধনুর ইঙ্গিতে হায়, হারাণো হিয়ার বনে
মন দেয়া-নেয়া খেলা চলে নিরজনে !
মায়ামৃগ যেন রচিতে ছলনা ছায়া,
বাঁধা প'ল নিজে একি রে প্রেমের মায়া।

কোরাস { দুজনে রচিল মিলন-স্বর্গ ধূলিতলে রমণীয়,
দুজনার কাছে বন্দী দুজনে প্রিয়তমা আর প্রিয়॥

আঁখির মিলনে সারাদিনযামী ক্লান্ত না হয়ে আঁখি
আঁখির কুলায়ে চলে গো আঁখির পাখী
দুজনে কূজনে একটি গানের কলি
অনাহত স্থরে বারে বারে যায় বলি

কোরাস { দুজনে রচিল মিলন-স্বর্গ ধূলিতলে রমণীয়,
দুজনার কাছে বন্দী দুজনে প্রিয়তমা আর প্রিয়॥

তটিনীর ঘর

কৃষ্ণভামিনী বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন, ঘড়িতে রাত
এগারটা বাজিল। তটিনী প্রবেশ করিল। কৃষ্ণভামিনী
বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

কৃষ্ণভামিনী। কোথায় যাস, কি করিস, কিছুই আমি বুঝি না।

তটিনী। তোমাকে কি বোঝাব মা, আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারি না।

তটিনী টেবিলের ওপর বই আর খাতা রাখিল।

কৃষ্ণভামিনী। তারা তোকে দেখতে এসেছিল। ফিরে গেল।

তটিনী। বয়েই গেল।

কৃষ্ণভামিনী। ছিঃ ছিঃ ছেলের বাপ নিজে এসেছিলেন। মেয়ের এখন বিয়ে দোব না বলে বিদেয় করে দিলুম। ডেকে এনে অপমান করলুম!

তটিনী। ভালোই হয়েছে। এমুখো আর কখনো হবে না।

কৃষ্ণভামিনী। ছেলেটি বড় ভালো ছিল।

তটিনী। ঢের ভালো ছেলের সাথে আমার আলাপ আছে, মা।

কৃষ্ণভামিনী। তাই নাকি?

তটিনী। হ্যাঁ।

কৃষ্ণভামিনী। গ্যাখ খুকী, আর পড়াশুনোয় তোর কাজ নেই।

তটিনী। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কি করব, শুনি ?

কৃষ্ণভামিনী। কেন, বে-থা করে ঘর-সংসার করবি ?

তটিনী। কাকে বিয়ে ক'র্ব ?

কৃষ্ণভামিনী। শোন কথা। রোজ কত ভালো ভালো ছেলের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

তটিনী। বাঁদরের খবর পাওয়া যাচ্ছে, মা, বরের নয়। বিয়ে আমি করব না।

কৃষ্ণভামিনী। বিয়ে তুই করবি নে ?

তটিনী। না।

কৃষ্ণভামিনী। বিয়ে করবি নে আর রাত দিন একপাল ছেলের সঙ্গে হৈ—হৈ করে ফিরবি ?

তটিনী। ওদের সঙ্গে যত মিশচি মা, ততই ত বুঝতে পারচি ওদের কাউকে বিয়ে করলে কি দুর্ভোগেই দিন কাটাতে হবে।

কৃষ্ণভামিনী। আমিও বলি না ওদের কাউকে তুই বিয়ে কর।

তটিনী। তাহলে কাকে বিয়ে করব বল! যাদের চিনি তারা অযোগ্য আর যাদের চিনি না তাদেরই বা যোগ্য বলে মনে করি কি করে ? শেষটায় কোন্ দিন

বন থেকে বেরুবেন টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে

আর আমি ছুটে গিয়ে তারই গলায় বরমাল্য পরিয়ে দোব,—এই কি তুমি চাও ?

কৃষ্ণভামিনী। যত অনাছিষ্টির কথা।

তটিনী। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক মা। ও বে-থা পড়ে থাক। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমি পারব না। আর তুমিও কিছু আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। তাই এই ভাবেই আমরা সুখে শান্তিতে দিন কাটিয়ে দি।

কৃষ্ণভামিনী। আমার অদৃষ্টে সুখও নেই, শান্তিও নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

তটিনী। সুখ! সুখ যেন একটা বাঁধা ফরমুলা দিয়ে পাওয়া যায়।

উঠিয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া চুল খুলিতে লাগিল আর গুনগুন্ করিয়া গান গাহিতে লাগিল।

তটিনীর গান

ওগো পল্লবিনী সঞ্চারিণী
বনের লতা
ফুলে ফুলে জাগে একি চঞ্চলতা
ওগো বনের লতা!
আজি তোর মর্ম্মর গানে
কোন পথহারা পথিকেরে টানে
দক্ষিণ সমীরণে ভেসে এল কার বারতা
ওগো বনের লতা!

তটিনীর বিচার

তোর শাখে শাখে জ্বলে ওঠে
কুসুম শিখা
প্রেম-দীপের লিখা
কার লাগি আরতির ছন্দে
ফোটে ফুল প্রেমধূপ গন্ধে
প্রণামী কুসুম ভারে কার পায়ে হবি প্রণতা
ওগো বনের লতা ॥

গাহিতে গাহিতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। শাদা আলোটা নিভাইয়া বেগুনী আলো জ্বালিয়া দিল। ক্রমে গলা ছাড়িয়া গাহিতে লাগিল। গান শেষ হইবার মুখে জানালার শার্শিতে খট্‌খট্ শব্দ শুনিল। সেইদিকে চাহিয়া আবার গান গাহিল,—আবার শব্দ হইল। গান শেষ করিয়া তটিনী শাদা আলোটা জ্বালিয়া দিল। জানালায় একটি মানুষের মাথার ছায়া দেখা গেল। সে একখানা চিঠি দেখাইল। তটিনী জানালার কাছে গিয়া চিঠি লইয়া আবার জানালা বন্ধ করিয়া দিল। টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি পড়িল। চিঠিখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ফিরিয়া চুল বাঁধিল, ড্রয়ার হইতে ব্যাগ বাহির করিল। একটা ওভারকোট গায়ে পড়িল। দুয়ারের দিকে গিয়া দুয়ার খুলিল। টেলিফোন বাজিল। রিসিভার তুলিয়া লইল।

তটিনী। হ্যালো! বসন্ত? হ্যাঁ, আমি তটিনী। ভালো নাচ আছে? তা কি হবে? বলতে তখন ভুলে গিয়েছিলে? জান ত বল্লেও যেতে পারতুম না। য়্যা? ও। বরের বাপ কনের দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন। হ্যাঁ, ভালো হয়েচে বৈকি! না, না, এখন শোবনা। আমি একটু বেরুচ্ছি। হ্যাঁ জরুরি দরকার। কোথায় তা বলব না। এত রাতে বলচ? তুমিও ত নাচ দেখতে হোটেলে নিয়ে যেতে চাইছিলে। তোমার সঙ্গে যাওয়া দোষের নয়? তা একা যাওয়া তো আরও নির্দোষ। বল্লুম যে কোথায় যাচ্ছি তা কাউকে বলতে পারব না। না, তোমাকেও না। বেশত যাও না। কাল শোনা যাবে কেমন নাচ দেখলে? বান্ধবী নিয়ে যাবে? বেশ ত। I dont care to know who it is হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কৃষ্ণভামিনী আসিয়া দুয়ার কাছে দাঁড়াইল। তটিনী রিসিভার রাখিয়া দিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

কৃষ্ণভামিনী। এত রাতে আবার কোথায় বেরুচ্ছিস।

তটিনী। একটু কাজ আছে মা। ঘণ্টাখানেকের মাঝেই ফিরে আসব।

কৃষ্ণভামিনী। না, না, এখন তোকে কিছুতেই বেরুতে দোব না।

তটিনী। আমাকে যেতেই হবে।

কৃষ্ণভামিনী। যেতেই হবে!

তটিনী। খুব জরুরি কাজ।

কৃষ্ণভামিনী। কি তোর কাজ তুইই জানিস। কিন্তু একবার কি ভেবেও দেখবি না লোকে কি বলবে—আমি কেমন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব?

তটিনীর বিচার

তটিনী। তোমাদের সময়ে আমাদের মত বয়সের মেয়েদের বাইরে কোন কাজই থাকত না, কিন্তু আমাদের থাকে। সে কাজে সাড়া না দিয়ে আমরা পারি না। তুমি একটু ভেবে দেখ মা। যদি বুঝতে পার, তাহলে দুঃখও পাবে না, দুশ্চিন্তাও দূর হবে।

কৃষ্ণভামিনী। এ বয়েসে ও-সব আমি ভাবতে পারি না আর ভাবতেও চাই না। রাত কটা হোলো দেখিচিস্ ?

তটিনী। কতদিন এর চেয়েও বেশী রাতে বায়োস্কোপ দেখে ফিরিচি। এখন ত সবে এগারটা।

তটিনী বাহির হইয়া চলিয়া গেল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

নারী প্রগতি-সঙ্ঘ

একটি আধো অন্ধকার ঘরে চারিটি যুবক বসিয়া আছে।
আধা ময়লা তাদের পোষাক। চারিটি টাইপ।

সমর। রাত এগারটা বেজে গেছে এখনও সে এলো না।

হরিশ। আমি জানতুম সে আসবে-না।

সমর। অমর তটিনীকে চিঠি দিয়ে এসেচ ত ?

অমর। হাঁ। এই তো দিয়ে আসচি।

হরিশ। তিন মাসের মাঝে সে এমুখো হয়নি। আজও হয়ত আসবে না!

অমর। শুধু বসন্তর সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়।

সৌরীন। গাট-ছড়াও তারই সাথে বাঁধবে।

অমর। I tell you Samar, she is a flirt.

হরিশ। আমাদের কোন কাজেই সে লাগবে না।

সমর। কিন্তু তাকে আমরা সহজে ছাড়তেও পারি না। তার মায়ের হাতে অনেক টাকা।

অমর। দেখ শৈলেশদা যদি বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ আদায় করতে পারে।

হরিশ। শৈলেশদার সাথে তার আলাপই হয়নি। তিনি যে দলপতি হয়েচেন, তাও হয়ত জানে না।

দরজায় শব্দ হইল

তটিনী। (বাহির হইতে) May I come in ?

সমর লাফাইয়া উঠিয়া কহিল

সমর। আসুন, আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

তটিনী প্রবেশ করিল। সকলে উঠিয়া নমস্কার করিল।
তটিনীও প্রতিনমস্কার করিল।

অমর। অনেকদিন পর এদিকে এলেন।

তটিনী। হাঁ, আসবার কোন দরকার হয়নি। আজ এলুম কতগুলো কথা বলে যেতে।

সমর। আমাদের নেতাকেই বলবেন।

তটিনী। আমি তো শুধু আপনাকেই চিনি সমরবাবু। তিনি আবার কে?

তটিনীর বিচার

অমর। আমরা নতুন সভাপতি নির্ব্বাচন করিচি। বেশ কাজের লোক।

দুয়ার ঠেলিয়া শৈলেশ প্রবেশ করিল

হরিশ। ওই যে তিনি এসেচেন।

শৈলেশ ও তটিনী পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিল।

সৌরীন। ইনিই আমাদের নেতা।

সমর। ইনিই তটিনী দেবী।

শৈলেশ। বসুন।

তটিনী। আপনি এখানে থাকবেন জানলে আমি আসতুম না। আমাকে কেন ডেকেচেন সমরবাবু?

সমর। ওঁরই আদেশে ডেকেচি।

তটিনী। ওঁকে আমি চিনি না।

অমর। উনিই আমাদের নেতা।

তটিনী। ওঁর নেতৃত্বে চলতে আমি চাই না।

সমর। কিন্তু আপনি যে শপথ নিয়েছিলেন।

তটিনী। শপথ নিয়েছিলুম নারীর উন্নতি যাতে হয় তাই আমি করব। তার বেশী কিছু নয়।

সৌরীন। তাও আপনি করচেন না।

তটিনী। কি করে জানলেন?

হরিশ। আপনার চালচলন দেখে।

সৌরীন। ফ্যান্সী আর ফ্যাসান দেখে।

তটিনী। নারীকে যারা শ্রদ্ধা করতে জানে না, নারী-প্রগতি-সঙ্ঘ গড়ে তোলা তাদের কাজ নয়। আর নারীর উন্নতি পুরুষের দয়ার ওপরও নির্ভর করে না।

সমর। কিন্তু যেদিন এই সঙ্ঘে আপনি যোগ দিয়েছিলেন, সেদিনও এটা পুরুষের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ জেনেই ত যোগ দিয়েছিলেন।

তটিনী। সেদিনের কথা ছেড়ে দিন। সেদিন এ সব কথা ভাল করে বুঝতুম না। আজ আমি জেনে যেতে চাই আপনাদের মতামত নিয়েই কি আমাকে জীবন চালাতে হবে ?

সমর। হাঁ, তাই হবে।

তটিনী। কেন ?

সমর। নইলে আপনার জীবন আমরা দুর্ব্বহ করে তুলব।

সৌরীন। আর তা করবার শক্তিও আমাদের আছে।

তটিনী। বেশ! সেই শক্তিরই পরিচয় আপনারা দেবেন।

তটিনী বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুকাল সবাই চুপ করিয়া রহিল।

সমর। এর একটা কিছু বিহিত করা দরকার।

অমর। এমনি করে আমাদের অগ্রাহ্য করবে।

সৌরীন। বসন্তই মেয়েটাকে মজিয়েচে।

হরিশ। বসন্তকেও শিক্ষা দিতে হবে।

শৈলেশ। বোস তোমরা।

সকলেই বসিল। সকলেই কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল।

তটিনীর কথা শুনে তোমরা ক্ষুব্ধ হয়েচ। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে তটিনী ও-কথা বলতে পেরেচে কেবল আমরা কর্ম্মহীন বলে। কাজই হচ্ছে একটা সঙ্ঘের প্রাণ। আমাদের কোন কাজ নেই, তাই এই সঙ্ঘও আজ জীবিত নেই। শুধু যে কাজই নেই, তা নয়—কর্ত্তব্য কি তাও আমাদের জানা নেই। তাই আমার মতে নারী-প্রগতি-সঙ্ঘের আর সার্থকতা নেই।

সমর। কিন্তু সমাজের অর্দ্ধাংশ যদি পঙ্গু হয়ে থাকে, তাহলে কি দেশের ক্ষতি হয় না।

শৈলেশ। ভুলে যাও কেন সমর যে পুরুষরাই আজ পথ চলতে পারচে না।

অমর। আজ চলতে পারচি না বলেই যে, চিরদিনের জন্য পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াব, তারও কোন কারণ খুঁজে পাই না।

শৈলেশ। সমর আমাকে মুক্তি দাও। তোমাদের নেতৃত্ব করবার দায় থেকে অব্যাহতি দাও। নারী-প্রগতি-সঙ্ঘের নেতৃত্ব করতে যেদিন নারী এগিয়ে আসবে সেইদিন সত্যিকারের সঙ্ঘও হবে, নারী প্রগতিও হবে। তার আগে নয়।

সমর। একান্তই যদি বোঝা বলে মনে করেন, তাহলে নেতৃত্ব ত্যাগ করুন।

শৈলেশ। বেশ। তোমাদের কাছে আমি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি।

কেহ কোন কথা কহিল না। শৈলেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর দ্রুত প্রস্থান করিল। সকলে সেইদিকে চাহিল ;
তারপর সকলে সমরের দিকে

সৌরীন। শৈলেশদাও সরে প'ল।

সমর। যার ইচ্ছে সরে পড়ুক। আমাদের পথ আমরা ছাড়ব না।

অমর। আমাদের মত আমরা বদলাবো না।

হরিশ। কিন্তু তটিনীকে ছেড়ে দিলে টাকা কোথায় পাব ?

সমর। তটিনীকে আমরা ছাড়ব না।

সৌরীন। জোর করতে গেলেও তাকে আমরা পাব না।

অমর। কিন্তু তাকে আমরা চাই।

সমর লাফাইয়া উঠিল

সমর। কে বল্লে আমাদের কাজ নেই। আজ থেকে এখন থেকেই আমাদের কাজ সুরু। এস অমর আমার সঙ্গে।

অমরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল

হরিশ। আমরা এখানে বসে বসে কি করব।

সৌরীন। কাজও নয় সঙ্ঘও নয়—ওদের আসল কথা তটিনী।

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল

ললিতার ঘর

কলিকা। তটিনী, তটিনী করে সবাই যেন ক্ষেপে উঠেচে।

ললিতা। সত্যি বলচি, ভাই কলি, তার এই ছলনা, তার এই প্রবঞ্চনা অসহ্য হয়ে উঠেচে।

কলিকা। ক্লাস থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলে গেছে। আমরা যেতেই পালাতে চায়।

ললিতা। আমি যদি জানতুম, তাহলে ওর সঙ্গে নাচ দেখতে যেতুম না।

কলিকা। বসন্ত মনে করে তার যখন টাকা আছে, তখন সে যে-কোন মেয়েকে হেলায় জয় করতে পারে।

ললিতা। এঁটো পাতার মত, আজ সে আমাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে আর আমি প্রতিবাদও করতে পারব না? নিরালা ঘরে বসে শুধুই কাঁদব?

কলিকা। আমাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েই ত ওরা আমাদের বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।

ললিতা। শুধু লোকলজ্জার ভয়ে আমাদের চুপ করে থাকতে হয়।

কলিকা। আর ওই তটিনীই বা কেমন মেয়ে? আমি তাকে বল্লুম তোমার কথা। জয়ের গৌরবে যেন তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

ললিতা। বসন্তকে জয় করবে তটিনী!

কলিকা। মনে করে পৃথিবী জয়ের অধিকারিণী সে।

ললিতা। আমি জানি আমি গরীব। আত্মীয়-স্বজন সহায়-সম্পদ কিছুই আমার নেই। তবুও তোর গা ছুঁয়ে আমি বলচি, কলি, তটিনীর ভালবাসা আমি ব্যর্থ করে দেব।

কলিকা। আমি যদি তটিনী হতুম, তাহলে বসন্তকে কখনো Encourage করতুম না।

ললিতা। দিনের পর দিন কানের কাছে কেবলই বলেচে, ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। এই তার ভালবাসার পরিচয়!

কলিকা। Engagementও হয়ে গেছে।

ললিতা। মিথ্যে। মিথ্যে। আমি বলচি তা মিথ্যে। বসন্তর মা এ বিয়েতে মত দিতে পারেন না। তিনি গোঁড়া হিন্দু। তাঁদের মতে বামুণের সাথে কায়েতের বিয়ে হতে পারে না।

কলিকা। কিন্তু বসন্ত যখন announce করলে, তটিনী তো contradict করলে না। চুপ করে রইল।

ললিতা। তটিনী ত বসন্তর মাকে জানে না, তাই ভাবলে তার বরাত বুঝি খুলে গেল।

কলিকা। নাও এবার শুয়ে পড়। যে-কোন সাহায্যের দরকার হবে আমার কাছে তুমি পাবে।

কলিকা বাহির হইয়া গেল। ললিতা দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। ড্রয়ার খুলিয়া বসন্তর ফটো বাহির করিল। চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল

ললিতা। ভগবান! মুখে যার শিশুর সারল্য দিয়েচ, মনে কেন তার দিয়েচ এত ছলনা, এই কপটতা!

দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল মঞ্চ ঘুরিয়া গেল

বসন্তর ঘর

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বসন্ত অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছে, ভোরের রোদ আসিয়া ঘরে পড়িয়াছে। বসন্ত আর তার মা হরমোহিনী

বসন্ত। এবার আমি বিয়ে করব, মা।

হরমোহিনী। তবু ভাল ছেলের এতদিনে সুমতি হ'ল। শ্যামবাজারের সেই মেয়েটি শুনিচি···

বসন্ত। অজ কুচ্ছিত, মা, অজ কুচ্ছিত!

হরমোহিনী। বলিস কিরে?

বসন্ত। ঠিকই বলচি মা।

হরমোহিনী। তাহ'লে হাটখোলার···

বসন্ত। না, না, না, হাটখোলায় ছেলের বিয়ে দিয়ো না মা।

হরমোহিনী। কেন রে!

বসন্ত। ছেলেকে হারাবে। বীরেনটা পাগলা হয়ে গেল, জান না··· দিন রাত বৌ-এর কাছে বসে থাকে।

হরমোহিনী। মাকে দেখে না?

বসন্ত। দেখবে কি মা, তোমাকে বলতে লজ্জা করে, রাত-দিন বৌ-এর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হরমোহিনী। তাহ'লে কাজ নেই বাবা সেখানে বিয়ে করে।

বসন্ত। মেয়ে আমি ঠিক করিচি, মা। পদ্মফুলের মত রং। আর নিরিমিষ তরকারী যা রাঁধে···

হরমোহিনী। ছেলে আমায় লোভ দেখাচ্ছেন।

বসন্ত। তুমি তো জান নিরিমিষ তরকারী আমি কত ভালবাসি।

হরমোহিনী। হ্যাঁ। সেই জন্যেই রোজ হোটেলে গিয়ে মুরগী খাস। তা বাইরে যা করতে হয় কর। আর নিরিমিষ তরকারী তোর বৌ রাঁধতে পারুক আর নাই পারুক, তোর যখন পছন্দ হয়েচে···

বসন্ত। না, না, আমার পছন্দ বড় কথা নয়। তোমারও মত থাকা চাই। আমি সারাজীবন বিয়ে না করে থাকব, তবু তোমার অমতে কাউকে বিয়ে করব না। জান তো মা, তুমি ছাড়া সংসারে আমার আর কেউ নেই।

হরমোহিনী। তোকে পেয়েই ত সব দুঃখু ভুলে আছি বাবা।

বসন্ত। আমরা দুজনে মিলে তোমাকে এমন সুখে রাখব মা···

হরমোহিনী। তোদের ঘরসংসার তোরা গুছিয়ে নে। তার বাড়া সুখ আমার নেই।

মা চলিয়া গেলেন। তটিনী প্রবেশ করিল।

বসন্ত। এস, এস তটিনী এস।

তটিনী। আবার উঠচ কেন? শুয়ে থাক।

বসন্ত। এত ভোরে তুমি আসবে, তা মনে করিনি তটিনী।

তটিনী। এ খবর পেয়েও না এসে থাকা যায়! কে একাজ করলে?

বসন্ত। ললিতাকে পৌছিয়ে দিয়ে ফিরচি, এমনি সময় পিছন থেকে

তারা আক্রমণ করল। লোকগুলো এসেছিল মুখোস পরে। তাই তাদের চিনতে পারলুম না।

তটিনী। আমি বলে দিতে পারি কার এই কাজ।

বসন্ত। তোমারই কোন প্রেমিকের। একজন ত স্পষ্ট বলেই ফেল্লেন তোমার পিছু পিছু যেন না ঘুরি।

তটিনী। তোমার বন্ধু শৈলেশেরই এই কাজ।

বসন্ত। You dont mean it.

তটিনী। Sure. I do.

বসন্ত। চুলোয় যাক। স্যাঙাতরা একেবারে সাবাড় করে দিলে বিয়ে হবার আগেই তুমি বিধবা হতে।

তটিনী। যা তা বল কেন?

বসন্ত। তবে একটা উপকার তারা করেচে। ঘায়েল করেচে বলেই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে কাছে পেয়েচি।

তটিনী। আহা! আর কখনো যেন আমি তোমার কাছে বসি নি।

হরমোহিনী (নেপথ্যে)। দাঁড়িয়ে রইলি কেন সংএর মত। যা না এগিয়ে।

বসন্ত। মা আসচেন।

তটিনী নামিয়া দাঁড়াইল। পরিচারিকা চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। পিছনে হরমোহিনী

মা, এই মেয়েটি কেমন বল ত!

হরমোহিনী। খাসা মেয়ে। খবর পেয়েই ছুটে এসেচে।

তটিনী প্রণাম করিল

সুখে থাক, মা, সুখে থাক।

পরিচারিকা চলিয়া গেল

বসন্ত। বৌ করে ঘরে আনবে ?

তটিনী বসন্তর দিকে দৃষ্টি হানিয়া জানালার কাছে চলিয়া গেল

হরমোহিনী। আগে বোঝ তোকে পছন্দ করে কি না।

বসন্ত। তা না বুঝেই কি তোমার মত জানতে চাইছি।

হরমোহিনী। শোন মা !

তটিনী মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হরমোহিনী তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন :

আসবে মা আমার ঘরে ?

তটিনী মুখ নীচু করিল

এসে আমার ঘর আলো করে তোল।

বসন্ত। কিন্তু মা, তোমরা বামুন আর ওরা কায়েত।

হরমোহিনী। ওমা, তাই নাকি !

বসন্ত। হ্যাঁ ওরা বোস।

হরমোহিনী। তবে কি করে বিয়ে হবে ?

বসন্ত। আজকাল তাও হয় মা।

হরমোহিনী। নে, নে, আর তামাসা করিস নে। এখন খেয়ে নে দিকিনি। তুমিও না কিছু মুখে দাও। আমি দেখে আসি হরিয়া বাজারে গেল কিনা।

খানিক দূর আগাইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল

একটা কথা বলে যাই মা। রাগ ক'রো না। লেখাপড়া শিখচো শেখো। কিন্তু একটু সাবধানে থেকো। তোমার সোমত্ত বয়েস, ব্যাটাছেলের সঙ্গে এত মেলামেশা ভাল নয়। তোমার বাপ মা আছেন তো?

বসন্ত। আমারই মত খুব ছেলেবেলায় ওর বাবা মারা গেছেন।

হরমোহিনী। তুই চুপ কর না। তোমার মা তোমাকে যেখানে সেখানে যেতে দেন?

তটিনী। আপনি কি আপনার ছেলেকে দিনরাত ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন?

বসন্ত। এইবার দাও জবাব।

হরমোহিনী। ফের তুই কথা কইচিস! আমার ছেলেকে আমি ঘরে বন্ধ করে রাখি না সত্যি। কিন্তু আমার যদি মেয়ে থাকত, তাহলে তাকে আমি যেখানে সেখানে যেতে দিতুম না। ছেলে বিপদে প'লে বিহিত কিছু করতে পারি, কিন্তু মেয়ে···

তটিনী। বিহিত করবার বুদ্ধি ছেলেদেরই থাকে না? আমরাও পারি আমাদের রক্ষা করতে।

হরমোহিনী। পারলেই ভাল। তোমাকে দেখে ভাল লাগল তাই সাবধান ক'রে দিয়ে গেলুম।

হরমোহিনী চলিয়া গেল

বসন্ত। মা এখন যাই বলুন, মত তাঁকে দিতেই হবে।

তটিনী। কিন্তু ওঁর মনে দুঃখ দিয়ে আমরা কি সুখ পাব?

বসন্ত। আমাদের সুখ বাইরের কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না। ওসব কিছু ভেব না। খেয়ে নাও।

তটিনী। এই ত চা-টা খেয়ে এলুম।

বসন্ত। কিছু মুখে দাও, নইলে মা ভাববেন তুমি রাগ করেচ।

তটিনী। যাদের মা নেই, তাদের হয়ত কিছুই নেই।

বসন্ত। সত্যি তটিনী, অবুঝ হলেও মায়েরা আশ্চর্য্য মানুষ।

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল

নারী-প্রগতি সঙ্ঘ

অমর। আশ্চর্য্য মানুষ এই বসন্ত।

সমর। মুগ্ধ হবার মত কি দেখলে?

অমর। সত্যি শক্তি ধরে।

সমর। আমরাও তাকে ঘায়েল করিচি।

অমর। ভুলো না আমরা দুজনা, তাকে আক্রমণ করিছিলুম—আর সে ছিল একা।

সমর। তোমার যে দরদ উথলে উঠল।

অমর। দরদ নয়।

সমর। তবে?

অমর। আমি বলচি যা হয়েচে হয়েচে। ওদের পিছনে আর নয়।

সমর। তার মানে ?

অমর। তটিনী আর বসন্ত যা ইচ্ছে হয় করুক, আমাদের কি ?

সমর। ভুলে যাও কেন তটিনী আমাদের সঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করেচে আর তা করেচে বসন্তর প্রেরণায়। তাই তাদের দুজনকেই শাস্তি দিতে হবে।

অমর। কিন্তু সঙ্ঘেরই যে আর অস্তিত্ব রইল না।

সমর। কে বল্লে নেই ?

অমর। শৈলেশদা সেদিন যা বলে গেলেন তাই ঠিক। আমাদের কোনই কাজ নেই, কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তাছাড়া সব চেয়ে মজার কথা, সঙ্ঘের সঙ্গে একটীও নারীর আজ যোগ নেই। তাই সঙ্ঘেরও কোন আবশ্যকতা নেই।

সমর। তোমার ওই শৈলেশদারও অব্যাহতি নেই।

অমর। তার মানে ?

সমর। সাজা তাকেও পেতে হবে।

অমর। তুমি একা সবাইকে সাজা দেবে ? এত বড় শক্তিমান তুমি !

সমর। ও। তুমিও তাহলে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ ?

অমর। হ্যাঁ, তাই যাব।

সমর। কেন ?

অমর। তোমার সঙ্গে আমার না আছে মতের মিল না আছে মনের।

সমর। কাল রাত অবধি ত ছিল।

অমর। কাল ঝোঁকের মাথায় যা করেছিলুম আজ শান্ত হয়ে ভেবে দেখলুম তা অন্যায় হয়েচে। সঙ্ঘের কথা শুনিয়ে আমরা শুধু যে দশ-

জনকেই ঠকাচ্ছি, তা নয়—নিজেদেরও ঠকাচ্ছি। এই প্রবঞ্চনার মাঝে আমি আর থাকতে চাই না।

সমর। বেশ তুমিও সরে পড়। একা আমি ধুনি জ্বেলে বসে থাকি। আমি স্থির জানি একদিন আসবে, যেদিন দলে দলে সমাজ-সেবিকা এখানে এসে সমবেত হবে।

অমর। সমাজ-সেবিকা না এলেও কিছু এসে যায় না, শুধু তটিনী এলেই তুমি খুশী হও।

সমর। সাবধান অমর!

উঠিয়া অমরের মুখোমুখি দাঁড়াইল।

অমর। আরো আত্ম-প্রবঞ্চনা করবে তুমি! লালসার দাবীকে ঢেকে রাখবার জন্যেই তুমি আজ বড় গলায় নারী-প্রগতি সঙ্ঘের দাবী প্রচার করচ। যদি কখনো সেদিন আসে, যেদিন তটিনী তোমার করায়ত্ত হবে, সেদিন সঙ্ঘ, সমাজ, সবই লালসার পাঁকে তলিয়ে যাবে—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!

সমর। যাও, যাও, তোমাকে আর তত্ত্বকথা শোনাতে হবে না।

দরজায় শব্দ হইল, দুইজনেই সেইদিকে চাহিল। ব্যাগ লইয়া ডাঃ ভোস প্রবেশ করিল। অদ্ভুত চেহারা।

ভোস। How are you boys! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। বসুন ডাক্তার বাবু, বসুন।

ভোস। কোন খবর না পেয়ে নিজেই এলুম। একটা responsibility রয়েচে ত। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

অমর। আমি চল্লুম সমর।

ভোস। One minute! May I examine your wounds before you go?

ডাক্তার ভোস উঠিলেন

অমর। Thank you very much, Dr. Bhose. I am quite all right.

অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। ডাক্তার সমরের দিকে চাহিয়া কহিল।

ভোস্। What's amiss? বন্ধুটি যে চটেই লাল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। ডাক্তারবাবু, আপনার উপকার ভুলতে পারব না।

ভোস। তবুও ভাল, কথাটা তুমি বল্লে। তোমার বন্ধুটি ত এমন ভাব দেখালেন যে তিনি আমাকে চেনেনই না। হাঃ! হাঃ! হাঃ! I have never found such an ungrateful patient.

চেয়ার টানিয়া বসিল

ওই অত রাতে অমন যত্ন করে dress করে দিলুম, পুলিশ হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়ে দিলুম—আর এই তার প্রতিদান! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। পুলিশ হাঙ্গামা!

ভোস। শুধু একটিবার যদি থানায় ফোন করে দিতুম!

ডাক্তার আবার উঠিল। দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া সমরের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল

এখন দাও ত দাদা, বখরাটা।

সমর। আপনি বলচেন কি ডাক্তারবাবু!

ভোস। হাঃ! হাঃ! হাঃ! সাত বছর শিকাগোয় ছিলুম, হোল্ড আপ কাকে বলে জানি। তিন ভাগের এক ভাগ দিলেই খুসী হয়ে যাব। সুবোধ ছেলের মত তাই দিয়ে দাও, দাদা।

সমর। আপনি ভুল করচেন ডাক্তারবাবু।

ভোস। ভুল? হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ব্যাগ খুলিয়া একখানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া কহিল

পড়ে গ্যাখ দাদা, ওই লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া খবরটা। মুখোস পরা দুইটি ভদ্রযুবকের কীর্ত্তি। রাত দুটোর সময় রামলাল-মতিলাল শেঠের পকেট হইতে পাঁচ হাজার টাকার নোট লইয়া উধাও।

সমর কাগজখানি লইয়া আগ্রহভরে পড়িতে লাগিল। তারপর কহিল

সমর। কিন্তু এত আমরা নই ডাক্তারবাবু।

ভোস। I admire your pluck but at the same time I demand my share of the booty. হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। আপনার কি করে সন্দেহ হল যে একাজ আমরাই করিচি।

ভোস। পড়লে না? রাস্তার মোড়ে দুটি হিন্দুস্থানী সন্দেহক্রমে

যুবক দুটিকে challenge করে। ফলে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি ঘুসো-ঘুসি হয়। হিন্দুস্থানীদের চোখে ধূলো দিয়ে যুবকরা পালিয়ে যায়। And again I admire your pluck and courage. হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। আপনাকে আমরা কি করে বোঝাব যে আমরা ওকাজ করিনি।

ভোস। আমি কিন্তু পুলিশকে সহজেই বোঝাতে পারি যে, তোমরাই ও কাজ করেচ। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। আপনি বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু।

ভোস। সাত বছর শিকাগোয় ছিলুম, Gangsterদের কলা-কৌশল আমি জানি। Out with the mony, I say.

গর্জ্জিয়া উঠিয়া টেবিলে ঘুসি মারিল।

কি হে ছোকরা, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে!

সমর। টাকা নিলে আমি আপনাকে দিয়ে দিতুম।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল

ভোস। হুঁ। সোজা আঙুলে ঘি উঠবেনা দেখচি। I must ring up the police!

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল

সমর। ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার দুয়ারে হাত দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সমর দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল।

আপনার পা ছুঁয়ে বলচি আমরা ওসব করিনি।

ভোস। Gangsters can never be cowards. শিকাগোয় সাত বছর থেকে আমি তা বুঝেছি। Get up young man, I believe you. ওঠ, ওঠ।

সমরকে তুলিল

সমর। আপনি বিজ্ঞ লোক সবই বুঝতে পারেন।

ভোস। Seven years' experience at Chicago. হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

টেবিলের কাছে আসিয়া ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখিল।

তারপর, রামলাল-মতিলালের টাকা ত নাওনি শুনলুম। Then how did you receive those wounds ?

সমর। আপনার কাছে বলতে লজ্জা করে।

ভোস। I see: There is romance in it. প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। ঠিক তা নয়।

ভোস। There must have been a girl in it.

সমর। সত্যি কথা বলতে কি সেই মেয়েটির জন্যেই এই ব্যাপারে আমাদের লিপ্ত হতে হয়।

ভোস। হতেই হবে। আমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে না। Seven years' experience at Chicago. হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! Now let us hear the story.

সমর। আপনি যা ভেবেচেন, তা নয়। মেয়েটি আমাদের দলে ছিল। নারী-প্রগতির সহায়তায় আত্ম-নিয়োগ করবে বলে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু একটি খারাপ লোকের খপ্পরে সে পড়ে। আমরা মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্যই সেই লোকটাকে শিক্ষা দিতে গিয়েছিলুম।

ভোস। আর নিজেরাই শিক্ষা নিয়ে ফিরে এলে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! Never mind. It was after all a noble attempt.

সমর। মেয়েটির মায়ের হাতে টাকা পয়সা বেশ আছে।

ভোস। I am not interested in girls. হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! And now to business. যাও তো ছোকরা, চট করে তোমার মায়ের কাছ থেকে শ' কয়েক টাকা নিয়ে এস ত।

সমর। আমার ত সংসারে কেউ নেই ডাক্তার বাবু।

ভোস। বাড়ীঘর কোথায়?

সমর। চাল-চুলো কিছুই নেই।

ভোস। খাও কি করে?

সমর। এতদিন চাঁদা তুলে চালিয়েচি। এখন তাও প্রায় অচল হয়ে উঠেচে।

ভোস। কি বলে চাঁদা তুলতে?

সমর। নারী-প্রগতি সঙ্ঘের কথা বলে।

ভোস। ভেবে ভেবে চমৎকার সঙ্ঘটি গড়েচ ত! A bevy of beautiful girls! legs and limbs! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না!

ভোস। কেন?

সমর। লোকে আর বিশ্বাস করে না। বলে নারীর প্রয়াস ছাড়া নারী-প্রগতি হয় না।

ভোস। Exactly. তা এখন কি করবে?

সমর। তাই ত ভাবচি……

ভোস। ভাবচ কি করে মেয়েটির মায়ের টাকা হাত করা যায়? হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। আজ্ঞে ঠিক তা নয়।

ভোস। Not altogether a bad idea. টাকা চাই ই। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। টাকা নইলে কোন কাজই ত হয় না।

ভোস। আমি ডলারের দেশ থেকে এসেচি, টাকার মর্ম্ম বুঝি। Will you join hands with me?

সমর। Honour bright, I will,

ভোস। কিন্তু ওসব প্রগতি-ট্রগতি ছাড়তে হবে।

সমর। পেশা হিসেবে আজও ওটা ধরে রেখেচি, নেশা অনেক আগেই ছুটে গেছে।

ভোস। You are a clever young man. খাসা ছেলে।

সমরের দুই কাঁধে দুইহাত রাখিল

তোমাকে আমি মানুষ করে তুলব। সাত বছর শিকাগোয় থেকে যা শিখে এসেচি, সব তোমায় শিখিয়ে দোব, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে—আর হয়ত সেই মেয়েটিকেও বশ করতে পারবে যার মায়ের হাতে অনেক টাকা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

হাসিতে হাসিতে সমরের পিঠ চাপড়াইতে লাগিল।
যবনিকা পড়িল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

বাগান-বাড়ীর বারান্দা

বসন্তর বাগান বাড়ীর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসন্ত আর তটিনী বসিয়া আছে।

তটিনী। সেই শৈলেশকে তুমি নেমন্তন্ন কল্লে কেন ?

বসন্ত। তোমার ভুল ভেঙে দোব বলে। আমি যদি নিজের চোখেও দেখতুম তাহ'লেও বিশ্বাস করতুম না যে শৈলেশ একাজ করেচে।

তটিনী। আর ললিতা ? তাকে কেন নেমন্তন্ন কল্লে ?

বসন্ত। বেচারা একটি কান্তর বিরহে প্রাণান্ত হতে চলেচে। তাই শৈলেশের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। He may carry her safely to a port.

তটিনী। Is she in such a state that any port is now safe for her ?

বসন্ত। To be frank, darling, most of the old maids are like that.

তটিনী। তাই নাকি !

বসন্ত। রাগ ক'রোনা তটিনী। তুমি কিছু সে রকম কুমারী নও।

তটিনী। আমি বুঝি ভিন্ন হ'য়ে গেলুম !

বসন্ত। You are an idol of a perfect woman.

তটিনী। A passed master of flattery you are!

মৃদু আঘাত করিতে উদ্যত হইল। বসন্ত তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

বসন্ত। তোমাদের এই হালফ্যাসানের কলারওলা ফুল-হাতা ব্লাউজগুলো আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।

তটিনী। আর ষ্টার্চ দেওয়া তোমাদের ওই কড়া সার্টগুলো?

বসন্ত। মনে করেচ খুব মায়া আছে? এখুনি খুলে ছুঁড়ে ফেলতে পারি।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সার্ট খুলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

তটিনী। থাক, থাক, কর কি!

বসন্ত থামিয়া তাহার দিকে চাহিল।

বসন্ত। তুমি পার?

তটিনী হাসিতে হাসিতে দুইহাতে মুখ ঢাকিল। বসন্ত স্থির হইয়া বসিল। তটিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। বসন্তও তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

তটিনী। অমন করে চেয়ে চেয়ে কি দেখচ বলত?

বসন্ত। দেখচি সূর্য্যি বেচারা কি ভুলেই না পড়েচে। তোমার মুখকে পদ্ম মনে করে অস্তে যাবার আগে নিজের লালিমা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে তোমার গালে।

তটিনী। তুমি না scienceএর student ?

বসন্ত। তাইত সূর্য্যের এই ভুল ধরতে পারলুম! তোমার মত literatureএর student হলে ত কাব্যের ঝঙ্কার তুলে বলতে পারতুম

ও মুখ পঙ্কজ হেরি
ধৈরয ধরিতে নারি
সুধাদানে কর ধন্য
ক্ষুধিত এ অভাজনে।

তটিনী। কবিতা হল না!

বসন্ত। কাজের ভণিতা হলো তো ? বনিতা তাতেই বশ!

বসন্ত উঠিয়া বাহুবেষ্টনে তটিনীকে বাঁধিল।

তটিনী। আঃ, ছাড়, ছাড়। শৈলেশ আর ললিতা আসচে। দেখতে পাবে।

বসন্ত। Just the thing they need—an example to follow.

তটিনী উঠিয়া দাঁড়াইল।

তটিনী। আমি চল্লুম।

বসন্ত। কোথায় ?

তটিনী। ঘরে। I cant stand that man.

বসন্ত। Or the woman ?

তটিনী। না, না, ওর কি অপরাধ ?

বসন্ত। একদিন ও যে আমার সঙ্গে প্রেম জমিয়ে তুলতে চেয়েছিল।

তটিনী। তুমি নিজেই যাকে সাইডিংয়ে সরিয়ে রেখেচ, তাকে আমার কিসের ভয়?

তটিনী চলিয়া গেল। বসন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিল।

বসন্ত। Marvellous!

সিগারেট ধরাইল। চেয়ারে বসিল। শৈলেশ আর ললিতা প্রবেশ করিল।

আরে এস, এস!

শৈলেশ। পথে এঁর সঙ্গে দেখা হল। তুজনা মিলে বাগানটা খুঁজে বার করলুম।

বসন্ত। খুবই কষ্ট হয়েচে। বোস। বোস ললিতা।

শৈলেশ। দূর থেকে যেন তটিনী দেবীকে দেখলুম এখানে?

বসন্ত। হ্যাঁ, তিনিই ছিলেন। এখুনি আবার আসবেন।

ললিতা। আমি এলুম বলেই কি তটিনী দেবী চলে গেলেন?

শৈলেশ। না। হয়ত আমি এলুম বলে।

বসন্ত। Dont get sentimental. গেছে কি কাজে, এখুনি আসবে। ওইত আসচে।

তটিনী কাছে আসিতেই শৈলেশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নমস্কার করিল। তটিনী প্রতি-নমস্কার করিল।

তটিনী, এই ললিতা।

তটিনী। আপনার ইস্কুল আজ ছুটী?

ললিতা। হ্যাঁ, রাসপূর্ণিমার ছুটী।

তটিনী। আজ রাসপূর্ণিমা?

বসন্ত। বাঃ চমৎকার হয়েচে ত! আমাদের উৎসব আজ বেশ জমবে।

শৈলেশ। তটিনী দেবী, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

বসন্ত। ভাল কথা শৈলেশ, তুমি নাকি তটিনীর অপমান করেচ?

শৈলেশ। আমি সেদিনকার সেই ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি তটিনী দেবী।

বসন্ত। Make it up Tatini, please make it up.

শৈলেশ। সেদিন কথাগুলো কেন যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তা আজও ভাল করে বুঝতে পারচি না। কিন্তু তার জন্য আমার আফ্‌শোষের শেষ নেই।

তটিনী। আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। একবার আসবেন আমার সঙ্গে?

শৈলেশ। নিশ্চয়। Excuse me!

তটিনীর সঙ্গে শৈলেশ চলিয়া গেল।

বসন্ত। আমি ভেবেছিলুম তুমি আসবে না।

ললিতা। কেন?

বসন্ত। তটিনী রয়েচে বলে।

ললিতা। তবে নেমন্তন্ন করে পাঠালে কেন?

বসন্ত। শৈলেশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোব বলে।

ললিতা। তেমন দরকার হলে শুধু শৈলেশ কেন,—রমেশ, যোগেশ, মহেশ যে-কোন লোকের সঙ্গে নিজেই আমি আলাপ জমিয়ে তুলতে পারি।

বসন্ত। তাই নাকি!

ললিতা। দেখলে ত, আলাপ জমিয়েই তোমার সামনে এসেচি। আর তুমিত জান তোমার সঙ্গেও আমার পরিচয় তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে হয়নি।

বসন্ত। তটিনীকে কেমন দেখলে?

ললিতা। বেশ!

বসন্ত। ওর এমন আশ্চর্য্য একটা শক্তি আছে যে, ওকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

ললিতা। আমাকে যেমন যায়?

বসন্ত। তোমাকে ত আমি উপেক্ষা করিনি।

ললিতা। শুধু দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছ।

বসন্ত। তুমি আমায় ভুল বুঝো না ললিতা। নব-যুগের ছেলেমেয়ে আমরা, প্রেমে sentimentএর ধার ধারি না। জীবনে সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্ব্বাচনও করি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নয়,—বিচার করে, বিবেচনা করে।

ললিতা। তোমার বিচারে আমি অযোগ্যা সাব্যস্ত হলুম কেন জানতে পারি?

বসন্ত। নিশ্চয় পার।

ললিতা। বল, শুনি।

বসন্ত। তুমি আর আমি বিরোধী প্রকৃতির লোক। তুমি শান্ত আমি চঞ্চল; তুমি বিশেষ একটা নীতি মেনে চলতে অভ্যস্ত, আমি কোন নীতিকেই বরদাস্ত করতে পারি না; তুমি ধর্ম্ম মান, আমি তা মানি না।

কাজেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হলে, তুমি বা আমি কেউ সুখী হতুম না।

ললিতা। মানুষের মতের আর মনেরও পরিবর্ত্তন হয়, একথা তুমি মান না?

বসন্ত। মানি। কিন্তু ইস্কুল মাষ্টারি করে করে তোমার মত আর মন এমন হয়ে গেছে যে, এখন তার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নয়।

ললিতা। তোমার মতে আমি হচ্ছি একটা hard boiled egg?

বসন্ত। না, না, ঠিক তা নয়···তবে······

ললিতা। No apology, please.

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

বসন্ত। উঠচ কেন, বোস।

শৈলেশ ও তটিনী ফিরিয়া আসিল।

শৈলেশ। জান বসন্ত, তটিনী দেবীর মার্জ্জনা আমি পেয়েচি।

তটিনী। কিন্তু মনে রাখবেন ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সামনে আর আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না।

শৈলেশ। Never in my life!

তটিনী। আপনি বসুন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন, ললিতা দেবী?

বসন্ত। ওর বড্ড মাথা ধরেছে।

তটিনী। আসুন, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

ললিতা ম্লান হাসিয়া কহিল

ললিতা। না, না, ও কিছুই নয়।

তটিনী। এক কাপ গরম চা এনে দোব?

ললিতা। চা আমি খাই না।

শৈলেশ। দুটো Genaspirin ট্যাবলেট ?

ললিতা। আপনারা অকারণে ব্যস্ত হবেন না।

শৈলেশ। তাইত! ওঁকে কি করে একটু রিলিফ দেওয়া যায়।

তটিনী। I have an idea! ঝিলে নৌকো করে খানিক বেড়ালে ওঁর মাথা ধরা ছেড়ে যেতে পারে।

বসন্ত। Just the thing! দুখানা Boat আছে। Come on Sailesh, we will have a boat race.

শৈলেশ। চলুন ললিতা দেবী। তটিনী দেবীকে আমরা আজ রেসে হারিয়ে দোব।

তটিনী বসন্তর দিকে চাহিল, বসন্ত ললিতার দিকে।

বসন্ত। Come on! Come on comrades!

সকলে চলিয়া গেল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

নারী-প্রগতি সঙ্ঘ

ভোস। We are comrades from now on!

সমর। আপনার আশ্রয় যখন পেয়েছি, তখন জীবন আমার ব্যর্থ হবে না, জানি।

ভোস। জীবনে সফল হতে হ'লে, অর্থাৎ যাকে বলে successful man, তাই হতে হলে মন থেকে স্নেহ, মায়া, দয়া সবই বিসর্জ্জন দিতে হয়।

দুঃখীর দুঃখ দূর করা, দুঃস্থকে অভাব থেকে মুক্ত করা, নিজের অন্নের ভাগ অপরকে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করা হয়ত ভাল কাজ—কিন্তু সে আমার নয়, তোমার নয়, ভোগীর নয়, লোভীর নয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। কার সে কাজ?

ভোস। কার কাজ? Well, সংসারকে যারা মায়া বলে জেনেচে, যারা বুঝেচে পাপের ফলে মানুষ পৃথিবীতে জন্মেচে, প্রতিদিন যারা পুণ্য সঞ্চয় করে সেই পাপ ক্ষয় করতে চায়, পরপারে যাবার জন্যে যারা পা বাড়িয়ে রয়েচে, ওসব কাজ তাদের। তোমারও নয়, আমারও নয়। বুঝলে?

সমর। আমরা···আমরা তাহলে কি করব?

ভোস। আমরা শক্তি অর্জ্জন করব। শক্তির মূলাধার Motive force হচ্ছে টাকা। এই টাকা আমরা হাজারে হাজারে লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে সংগ্রহ করব।

সমর। বলেন কি, অত টাকা!

ভোস। Dollar এর দেশ থেকে এসেচি কিনা, Sky-Scraper এর দেশ থেকে এস্েচি কিনা।

সমর। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

ভোস। একটা কেন, একশটা জিজ্ঞাসা করতে পার।

সমর। আপনি নিজেও ত খুব বেশী টাকা রোজগার করতে পারেননি।

ভোস। সবে ত বছরখানেক দেশে ফিরেচি। শিকাগোয় সাত বছর ছিলুম। Millionaie দেখলুম, Multimillionaie দেখলুম, Gangster দেখলুম, Rackateer দেখলুম—অদ্ভুত experience নিয়ে

ফিরে এলুম। এখানে field খুঁজে বেড়াচ্ছি। জমি পেলে তবে ত ভিত গাঁথব।

সমর। আমাকে দিয়ে আপনি কি করতে চান।

ভোস। তোমার কাজ? হঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ। you shall be my worthy lieutenant. নিজে যা করতে পারব না, তাই তোমাকে দিয়ে করাব। I shall make a man of you! কিন্তু সব কাজে প্রশ্ন তুলো না। আমার ওপর বিশ্বাস রেখো। আর একটা কথা। Put off those shabby clothes. হাল ফ্যাসানের স্যুট ব্যবহার কোরো। Dress well. Look smart. Make love with pretty girls. Visit places of amusements. Get a car—A very big motor car. Let people think you are earning by thousands.

সমর। কিন্তু অত টাকা পাব কোথায়?

ভোস। আমি শিকাগো থেকে ডাক্তারী শিখে এসেচি, প্রেস্‌ক্রিপসন মত ওষুধেরও ব্যবস্থা করি।

হাসিতে হাসিতে পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া সমরের সামনে ধরিল।

এই নাও। সব তোমার। দরকার হলে আরো চেয়ে নেবে।

সমর নোটগুলো লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমাকে যতটা গরীব মনে কর, দেখতে পাচ্ছ, তত গরীব আমি নই।

ব্যাগটা লইয়া বাহির হইয়া গেল। সমর তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বাগান-বাড়ীর বারান্দা

ললিতা আর শৈলেশ আগাইয়া আসিতেছে।

শৈলেশ। কি ভাবচেন ?

ললিতা। ভাবচি নৌকো থেকে ওরা জলে পড়ে গেল কেমন করে।

শৈলেশ। Law of gravitation, মাধ্যাকর্ষণের ফলে।

ললিতা। আমরা ত বেশ ছিলুম।

ললিতা বেতের চেয়ারে বসিল।

শৈলেশ। তার কারণ আমরা balance হারাইনি।

ললিতা। ডুবেও ত যেতে পারত!

শৈলেশ। ডুবেই ওরা আছে—অবশ্য জলে নয়। আর জানেন ললিতা দেবী, কখনো কখনো ভাসবার চেয়ে ডোবায় বেশী সুখ পাওয়া যায়।

ললিতা। কিন্তু তটিনী বেশ ভয় পেয়েছিল। আমার সুমুখ দিয়ে যখন গেল, আমি দেখলুম ওর চোখে তখনো ভয় রয়েচে। আপনিও দেখেছেন নিশ্চয় ?

শৈলেশ। আজ্ঞে না।

ললিতা। আপনি ত ছিলেন আমারই পাশে দাঁড়িয়ে।

শৈলেশ। তা ছিলুম। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সব সময় একই জিনিষ দেখতে পাই না। আপনার দৃষ্টি যার মুখে, তার চরণকমলই হয়ত আমার ধ্যানের বিষয় হয়ে ওঠে। দেখুন, আজকের আগে আমি

তটিনীর বিচার

ভাল করে কখনো বুঝিনি সুন্দরীর গায়ে জড়ানো নীল সাড়ী জলে ভিজে কি রূপই ছড়িয়ে দেয়।

ললিতা। আমি একবার দেখে আসি তটিনী কেমন আছে।

ললিতা চলিয়া গেল।

শৈলেশ। চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

অপূর্ব্ব !

শৈলেশের গান

করে তরুণ-তরুণী তরণী বিহার
যমুনার নীল জলে
চতুর কানাই ডুবালো সে তরী
লীলা গাহনের ছলে
টলমল তনু অথির চরণ
বৃষভানু কিশোরী
যৌবন ভার বহিতে না পারি
জলেতে লুটালো মরি
জলে পড়লো গো !
চতুরের সনে করিতে পীরিতি
রাধারাণী জলে পড়লো গো !

আহা, সোনার কমল সন্তরি চলে
যমুনার নীল নীরে
সে যে কমলিনী নয় কমলিনী রাধা
চেয়ে দেখ ওঠে তীরে
সে যে সিক্ত সজল স্থনীল বসন
অঙ্গে দিতেছে টানি
তার অরুণ বরণ অঙ্গ চুমিয়া
কাঁদিছে বসন খানি
যেন অঙ্গ-লাবণি উছলে পড়ে
ও তনু কমলে মধু টলমল
অঙ্গ লাবণি উছলি পড়ে
সে যে মোহনিয়া চাঁদ স্থনীল মেঘের কোলে
সে রূপ হেরিতে লাখ মদনের
উতলা হৃদয় ভোলে।

বেড়াইতে বেড়াইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল। তটিনী প্রবেশ করিল। তার পরণে পা-জামা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। খোলা চুল। মাথায় নীল রুমাল বাঁধা, হাতে একটা ক্রিসেনন্থিমাম। বসিবার জায়গার কাছে আসিয়া সে ফুলটি মাথায় গুঁজিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শৈলেশ ধীরে ধীরে পিছনে আসিয়া

দাঁড়াইল। তটিনীর হাতের ফুলটি পড়িয়া গেল। সে ফুলটি তুলিয়া লইতে নীচু হইল।

শৈলেশ। May I help you?

তটিনী। আপনি!

শৈলেশ ফুলটি তুলিয়া লইয়া কহিল:

শৈলেশ। আপনি!

তটিনী। আপনি ভেবেছিলেন ললিতা?

শৈলেশ। No, I thought a fairy had come down from the sky above.

তটিনী। A fairy in Pyjama and Punjabi!

খিলখিল করিয়া হাসিয় উঠিল।

শৈলেশ। বেশ মানিয়েচে।

তটিনী। না মানালেও উপায় নেই। বসন্তকে বললুম ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ থাকবো। একখানা ধুতি দাও। তা এখানকার ওর ওয়ার্ডরোবে ধুতি একখানাও নেই। জানালার পর্দ্দার চেয়ে এ ঢের ভাল মনে করে এই-ই পরে ফেল্লুম। বসন্ত নৌকো চালাতে কিচ্ছু জানে না।

শৈলেশ। আনাড়ী মাঝির নৌকোয় চাপা বিপজ্জনক!

তটিনী। আমি কি জান্তুম?

শৈলেশ। এই বার ত জানলেন!

তটিনী। ভাগ্যিস আপনারা নৌকো নিয়ে গেলেন। নইলে ডুবেই যেতুম।

শৈলেশ। ফুলটি আপনার মাথায় পরিয়ে দিতে দেবেন ?

তটিনী। দিন না।

শৈলেশ ফুলটি পরাইতে লাগিল। ললিতা দূরে দাঁড়াইল।

শৈলেশ। এ সৌভাগ্য যে আমার হবে তা ভাবিনি।

তটিনী। আপনি না থাকলে আজ ডুবেই মরতুম।

শৈলেশ। এ কি তারই পুরস্কার !

তটিনী। না, কৃতজ্ঞতার পরিচয়।

ললিতা কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল

ললিতা। তটিনী দেবী এখন হয়ত বেশ সুস্থ হয়েচেন !

তটিনী। আসুন, আসুন। শৈলেশবাবুকে আমি একটু খাটিয়ে নিলুম।

ললিতা। আপনার চন্দ্রমল্লিকাগুলো দেখছিলুম। সুন্দর ফুল।

তটিনী। শৈলেশবাবু, এনে দিন না ওঁকে।

শৈলেশ। কোথায় তা ত জানি না।

তটিনী। ওই যে ওদিকটায়—গেলেই দেখতে পাবেন।

শৈলেশ চলিয়া গেল।

শৈলেশবাবু লোকটি বেশ। মেয়েদের ফাই-ফরমাস খাটতে খুব তাঁর উৎসাহ ! Quite harmless !

ললিতা। আপনারা ত একসঙ্গেই পড়েন ?

তটিনী। হ্যাঁ। বেশ ভালো ছেলে। first class পাবেই।

ললিতা। বেশী দিন আর ভালো থাকবে না।

তটিনী। আপনি মাষ্টারি করেন, তাই ছেলে দেখলেই তার merit বুঝতে পারেন। আপনার মাথা ধরা সেরে গেছে?

ললিতা। হাঁ।

তটিনী। আপনি বসুন, শৈলেশবাবু ফুল আনতে গেছেন।

ললিতা। বসন্ত কোথায় পালালো?

তটিনী। সে কিচেনে ঢুকেচে। Fowl এর ভাল একটা preparation নাকি তার জানা আছে। খেয়ে দেখলেই ওস্তাদি বুঝতে পারবেন।

ললিতা। Fowl আমি খাই না।

তটিনী। সে কি!

ললিতা। হাঁ।

তটিনী। ও জানে?

ললিতা। কে!

তটিনী। বসন্ত?

ললিতা। না জানবার কথা নয়।

তটিনী। না, না, নিশ্চিন্ত থাকবার কথাও নয়। আমি বলে আসি।

তটিনী চলিয়া গেল।

ললিতা। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, গিন্নিপানা এরই মাঝে সুরু।

শৈলেশ চন্দ্রমল্লিকা হাতে লইয়া আগাইয়া আসিল।

শৈলেশ। তটিনী দেবী চলে গেছেন?

ললিতা। হাঁ, আপনি আসচেন জেনেও।

শৈলেশ। এই নিন আপনার চন্দ্রমল্লিকা।

ললিতা ফুলটি লইল।

ললিতা। কেমন, সুন্দর নয়?

শৈলেশ। সুন্দর!

ললিতা। দেখুন, দেখুন, পাঁপড়ির সঙ্গে পাঁপড়ির কি আশ্চর্য্য মিলন।

শৈলেশ। হাঁ।

ললিতা। কি ভাবচেন বলুন ত।

শৈলেশ। ওই যে! পাঁপড়ির সঙ্গে পাঁপড়ির কি আশ্চর্য্য মিলন! জানেন ললিতা দেবী, বটানিতে ওকে বলে Inflorescence. গাঁদা ফুল, আনারস এমন কি চালতাকেও ওই একই জাতের বলা চলে।

ললিতা। চালতা!

শৈলেশ। হাঁ, চালতা।

ললিতা তাহার দিকে চাহিল, তারপর ফুলটি ফেলিয়া দিল।

শৈলেশ। আপনি এখানেই থাক্‌বেন ত? বসন্তর সঙ্গে আমার জরুরি কাজ আছে।

ললিতা। তটিনীর সঙ্গে নয়?

শৈলেশ। আমি এখুনই আসচি।

বসন্ত প্রবেশ করিল।

বসন্ত। তুমি একা বসে আছ? শৈলেশ কোথায়?

ললিতা। তোমারই নাম করে তটিনীর খোঁজে গেছে।

বসন্ত। শৈলেশকে কেমন লাগল ?

ললিতা। চমৎকার। নানা বিজ্ঞানে জ্ঞান আছে দেখলুম।

বসন্ত। সে কি! সে যে literatureএর student.

ললিতা। তাইত বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা কইবার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশী !

বসন্ত। আমি ওদের নিয়ে আসি।

ললিতা। বেশ !

বসন্ত। যাব আর আসব। তোমাকে বেশীক্ষণ একা থাকতে হবে না।

বসন্ত চলিয়া গেল।

ললিতা। সবাই মিলে বুঝিয়ে দিচ্ছে, I am an unwelcome guest. একা ফেলে কাজের ছলে চরকির মত সব ঘুরচে। I must get away.

উঠিয়া দাঁড়াইল। শৈলেশ আসিল। ললিতা যে ফুলটি ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা কুড়াইয়া লইল।

শৈলেশ। ফুলটা আপনি ফেলে দিয়েচেন !

ললিতা। আপনি তুলে নিলেন কেন ?

শৈলেশ। গাছ থেকে আমিই তুলে এনেছিলুম বলে।

ললিতা। সত্যি করে বলুনত, আমার হাতে দিয়ে কি আপনি খুসী হয়েছিলেন ?

শৈলেশ। নিশ্চয় ! ফুল আপনাদেরই হাতে মানায়।

ললিতা। দিন তবে।

শৈলেশের হাত হইতে ফুলটী লইয়া কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিল।

শৈলেশ। ওকি করলেন ?

ললিতা। ঠিক কাজই করলুম। তটিনীর ইঙ্গিতে আপনার দেওয়া ও-ফুল ছিল আমারই লাঞ্ছনার পরিচয় !

বেগে চলিয়া গেল।

শৈলেশ। শুনুন, শুনুন, ললিতা দেবী, শুনুন······

শৈলেশও তাহার পিছনে পিছনে গেল, অন্য দিক দিয়া বসন্ত প্রবেশ করিল, পিছনে তটিনী। বসন্ত হাত দিয়া শৈলেশদের দিকে দেখাইয়া কহিল

বসন্ত। Look the fun, Tatini. Look the fun !

তটিনী। ওকি ! ওরা অমন করে ছুটে চলেচে কোথায় ?

বসন্ত। লুকো-চুরি খেলচে !

তটিনী খিল খিল করিয়া হাসিল

A very rapid progress ! Almost galloping. কি বল ?

তটিনী। চল ওদিকে। আমাদের দেখলে লজ্জা পাবে।

মঞ্চের পুরোভাগে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল

বসন্ত। বেচারা শৈলেশকে কোন মেয়েই সইতে পারে না, শুধু ললিতাই পারল।

দুইজনেই পাশাপাশি একখানা বেঞ্চে বসিল।

আচ্ছা তটিনী, আমরা আর কতদিন পৃথক থাকব ?

তটিনী। বাঃ রে ! দিনের মাঝে পাঁচ-ছয় ঘণ্টাই ত আমরা একসঙ্গে থাকি।

বসন্ত। তুমি মত দাও আমি বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলি।

তটিনী। তোমার মায়ের যে অমত রয়েচে।

বসন্ত। মাকে আমি রাজী করাবোই। বল, তাই করি?

তটিনী। তোমার যা ইচ্ছে।

তটিনী মুখ নীচু করিল। বসন্ত আঙ্গুল দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া কহিল।

বসন্ত। দুষ্টু! তোমার বুঝি ইচ্ছে নেই?

তটিনী। আমি আরো অপেক্ষা করতে পারি।

বসন্ত। আমি আর পারি না।

তটিনী হাসিল, সেই হাসির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া একটা পাপিয়া ডাকিল।

তটিনী। You are charming, spring!

তটিনী চারিদিকে চাহিল।

বসন্ত। আজ রাস পূর্ণিমা, তটিনী।

তটিনী। চুপ কর। কথা ক'য়ো না। এই জোছনায় ঢাকা পৃথিবীর দিকে চুপ করে চেয়ে থাক।

বসন্ত। আমার চোখে, আমার মনের পটে, শুধু তোমারই ছবি ফুটে ওঠে তটিনী। যেদিকে চাই শুধু তোমাকেই দেখি।

আবার পাপিয়া ডাকিল। তটিনী কোন কথা কহিল না। যেন ভাবাবিষ্ট হইয়াই গান সুরু করিল। সে গান খুব নীচু হইতে উচ্চে আরও উচ্চে উঠিয়া

থামিয়া গেল। গান শেষ হইলেও দুজনাই চুপ করিয়া রহিল।

তটিনীর গান

আকাশেতে ছিল চাঁদ বনতলে মল্লিকা
স্বপন-বাসরে চলে দুজনার—
নয়নে নয়নে লিখা
আকাশের চাঁদ বনের মল্লিকা।
মল্লিকা বলে, "আমারে যেওনা ভুলি"
চাঁদ চেয়ে রয় আবেশে নয়ন তুলি
নিশীথের চাঁদ এঁকে দেয় চুমে
কুসুমের ললাটিকা
আকাশের চাঁদ বনের মল্লিকা।
চাঁদ বলে, "এস আকাশে রচিব নীড়"
মল্লিকা বলে, "রচিব স্বপন
ধূলিতলে ধরণীর"।
সেথা দুইজনে দুজনার লাগি
রচিব স্বপন সারা নিশি জাগি,
চাঁদ আর মধু মল্লিকা রচে
মিলনের গীতিকা।
আকাশের চাঁদ বনের মল্লিকা॥

বসন্ত। আজ সারা রাত আমরা এই ভাবেই কাটিয়ে দোব।

তটিনী। এই! তোমার অতিথিদের কোন খবর নেওয়া হচ্ছে না। তারা কি ভাবছে বলত?

বসন্ত। আমাদের কথা ভাববার অবসর তাদের নেই।

তটিনী। চল, দেখি তারা কোথায় আছে, কি করচে।

বসন্ত। কিচ্ছু ভেবো না। এতক্ষণ আমরা যা করছিলুম, তারাও পরমানন্দে তাই করচে।

তাহারা পিছন দিকে গেল, মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

ললিতার ঘর

ললিতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর কলিকা বসিয়া আছে।

কলিকা। যা খুসী তাই করচে, কেউ বাধা দিচ্ছে না।

ললিতা। বাধা কে দেবে! দুজনারই রয়েছে শুধু বিধবা মা। টাকারও অভাব নেই। তাই দুলাল আর দুলালী ঢলা-ঢলি করচেন।

কলিকা। এতে যে আমাদের শুধু নিন্দার ভাগী হতে হবে।

ললিতা। করুক ওদের যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু আমাকে এভাবে অপমান করবার অর্থ কি? তোকে বলব কি, কলি, এমন জঘন্য ব্যবহার করল আমার সঙ্গে যে, আমার প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল ছুটে সেখান থেকে চলে আসি। আসতেও হোলো তাই। কে এক শৈলেশ ওদের বন্ধু, সে আবার মনে করে আমি তার প্রেমের প্রত্যাশী! ছিঃ! ছিঃ!

কলিকা। তুমি ভাই ওদের দলে মিশো না। শেষটায় একটা scandal ছড়িয়ে পড়ুক আর তোমার চাকরিটি যাক।

ললিতা। ওদের সঙ্গে মিশবো না এটা ঠিক, তবে আমিও বুঝিয়ে দোব আমি সহজ মেয়ে নই। বসন্ত বলে আমি বড় শান্ত মেয়ে। কিন্তু আমার আর একটা দিক সে আজও দেখেনি। সে ভাবচে সব মেয়েই তটিনীর মত কোকেট, তটিনীর মতো shameless flirt ; আমি তাকে বুঝিয়ে দোব যে আজকার দিনে এমন মেয়েও জন্মেছে who is as hard and as sharp as a steel bayonet.

ঘরের মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন জানিয়েছিলে, ভালোবাসি। তা যে মিথ্যে ছিল, তাও না হয় বোঝালে। কিন্তু কি অধিকার আছে তোমার মনে করবার, যে তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার বন্ধুকে তোমার যায়গায় বহাল করতে পার? তোমাকে পেলুম না বলে তোমার বন্ধুর কাছে করব আত্মসমর্পণ! আমার ভালবাসার এত বড় অমর্য্যাদাও তুমি করতে পারলে!

পরিচারিকা আসিয়া একখানা চিঠি দিল।

পরিচারিকা। আপনার এই চিঠি দিদিমণি। একটী বাবু দিয়ে গেলেন।

ললিতা চিঠি খানা খুলিয়া পড়িল।

ললিতা। ভাই কলি, এ চিঠির অর্থ কি?

কলিকা চিঠি পড়িতে লাগিল।

কলিকা। কাল বিকেল পাঁচটায় উপরের ঠিকানায় যদি উপস্থিত থাকেন, তাহলে আপনি উপকৃত হবেন। নাম নেই দেখচি।

ললিতা। কে লিখেচে? আজকেই এ চিঠি কেন পাঠালে? সেই শৈলেশ কি?

কলিকা। যেই হোক, যে কারণেই লিখুক, তুমি যেয়ো না।

ললিতা। না, আমি যাব। হয়ত এমন কেউ যে আমার কাঁটা উপড়ে ফেলতে আমাকে সাহায্য করবে। আমি যাব, যাব, নিশ্চয় যাব! অন্ততঃ দেখে আসব লোকটি কে।

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

তটিনীর ঘর

পরিচারিকা ঘর গুছাইতেছে, তটিনী দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল।

পরিচারিকা। ওমা, কে গো!

তটিনী ঘরে ঢুকিল।

তটিনী। কিলা, ভূত দেখলি নাকি!

পরিচারিকা। দিদিমণি, তুমি! আমি ভেবেছিনু ব্যাটাছেলে কেউ…

তটিনী। আরে! তুই-ও তাহলে ব্যাটাছেলের স্বপন দেখিস?

পরিচারিকা। কি পোষাক। মাগো!

তটিনী। মা কোথায় রে, ঘুমিয়েছে নাকি!

পরিচারিকা। ঘুম কি আছে তোমার নেগে?

তটিনী। যা ঢের কাজ হয়েচে। এবার যা দিকিনি।

পরিচারিকা। ওই গো মা এসেচেন।

কৃষ্ণভামিনী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল।

তটিনী। মা, তুমি ঘুমোও নি?

মা কোন কথা কহিল না।

ওকি! চিন্তে পারচনা নাকি!

কৃষ্ণভামিনী। দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছিস বল ত? ও আবার কি পোষাক তোর? এর পরে কোন দিন গোঁফ লাগিয়ে পথে বেরুবি!

তটিনী। জলে পড়ে গেছলুম, মা। হয়ত মরেই যেতুম।

কৃষ্ণভামিনী। যা তা বলবি তুই!

তটিনী। সত্যি মা। এক ভদ্রলোক টেনে তার নৌকোয় তুল্লেন, তাই তোমার মেয়েকে আবার দেখতে পেলে। নইলে এতক্ষণ খবর পৌঁছে যেত। আর তুমি কেঁদে কেটে পাড়ার লোকদের ঘুমুতে দিতে না।

কৃষ্ণভামিনী। ফের ওই সব কথা তুই কইছি!

তটিনী। সত্যি মা ডুবে যেতুম।

কৃষ্ণভামিনী। জানিনা কত দুঃখ আমার কপালে আছে।

তটিনী মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল।

তটিনী। মা তোমার দুঃখ এবার দূর করব। এবার আমি বিয়ে করব।

কৃষ্ণভামিনী। বিয়ে আর তোর হয়েচে!

তটিনী। সত্যি বলচি মা। আর পড়াশুনো করব না। বিয়ে করে ঘর-সংসারে মন দোব।

কৃষ্ণভামিনী। তাহলে তাদের খপর দি?

তটিনী। খপর কাউকে দিতে হবে না। চুপি চুপি বিয়ে হবে। আর হিন্দুমতেও নয়।

কৃষ্ণাভামিনী। হিন্দুর মেয়ে বিয়ে হবে অহিন্দু মতে। তুই বলিস কি!

তটিনী। হোলোই বা।

কৃষ্ণভামিনী। না, তা হবেনা, হতে পারে না।

তটিনী। কেন হতে পারে না শুনি?

কৃষ্ণভামিনী। এ বংশে ও সব অনাচার কোন দিন হয়নি।

তটিনী। এ বংশের কোনো মেয়ে কোনোকালে এম-এ পড়েছিল? কোনদিন পাচীলের বাইরে উঁকি মেরে দেখেছিল পৃথিবী কেমন করে চলচে?

কৃষ্ণভামিনী। এম-এ পড়ে তুই যেন সকলের মাথা কিনে নিয়েচিস! যতসব অনাচার, অহিন্দু আচরণ, অসভ্য ব্যবহার।

তটিনী। অসভ্য ব্যবহার কি তুমি দেখলে?

কৃষ্ণভামিনী। এইত দেখচি চোখের সাম্নে, পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে রাত দুপুরে কোথা থেকে তুই এলি? এইত শুনচি হিন্দু মতে তুই বিয়ে করবিনে!

তটিনী। আমি তোমাকে বলচি মা, তোমার ওই আচার অনাচারের, ধর্ম্ম অধর্ম্মের কোন ধার আমি ধারিনা। আমি নিজে যা ভালো বুঝব, তাই আমি করব—কারু নিষেধ শুনবনা।

কৃষ্ণভামিনী। আমি যদি তোর নিজের মা হতুম, তাহলে তুই আজ আমাকে এমন কথা বলতে পারতিস না। এম্নি নির্ম্মম ব্যবহার করে তোর বাপ আমার বোনকে মেরে ফেল্লে। আর তুই যদি আজ তোর মাসিকে মেরে ফেলতে না পারিস, তাহলে সেই বাপেরই যে সন্তান, তার পরিচয় কেমন করে দিবি ?

তটিনী। কি বল্লে মা! তুমি কি বল্লে? তুমি আমার মা নও!

দুইজনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর তটিনী ধীরে ধীরে মায়ের কাছে আসিল, কৃষ্ণভামিনী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল।

কৃষ্ণভামিনী। গর্ভে ধরিনি বলেই কি তুই আমায় মা ডাকা ছেড়ে দিবি, খুকী ?

তটিনী। তুমি আমার মা নও, মায়ের বোন—তা আগে কেন বলনি ?

কৃষ্ণভামিনী। তোর মা হয়ে থাকবার লোভে রে খুকী, তোর মা হয়ে থাকবার লোভে।

সরিয়া গিয়া টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

তটিনী। এই বাড়ী, ঘর, বিষয়-সম্পত্তি কিছুই আমার নয় ?

কৃষ্ণভামিনী। আমারও নয় মা। যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার। তারপর······

তটিনী। তারপর ?

কৃষ্ণভামিনী। আমার এক দেওরের ছেলের। তাইত তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়ে এ সংসারে তোকেই প্রতিষ্ঠা করে রেখে যেতে চাই।

তটিনী। আমার মা দেখতে কেমন ছিলেন ?

কৃষ্ণভামিনী। ফোটো তো তোর সাম্নেই রয়েচে।

তটিনী। ওই আমার মায়ের ফোটো ! কোনদিন তুমি বলনি !

তাড়াতাড়ি একখানি ফোটো দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া

আমার মা ! আমার মা !

ফোটোখানি দেখিতে লাগিল, তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

আমার মা কতদিন আগে মারা গিয়েচেন ?

কৃষ্ণভামিনী। প্রায় উনিশ বছর আগে। তখন তুই আট মাসের মেয়ে।

তটিনী। তারপর ?

কৃষ্ণভামিনী। তারপর কি ?

তটিনী। আমাকে সব কথা খুলে বল। আমার মায়ের কথা, আমার বাবার কথা।

কৃষ্ণভামিনী বিছানায় বসিয়া কহিল

কৃষ্ণভামিনী। সে সব কথা বলতে কি আমার ভালো লাগে ?

তটিনী। তবুও বল মা।

কৃষ্ণভামিনী চুপ করিয়া শূন্যে দৃষ্টি ভাসাইয়া চাহিয়া রহিল।

তটিনী। বল।

কৃষ্ণভামিনী। প্রায় উনিশ বছর আগেকার কথা। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। তোর মেসো এই ঘরে বসে ভাগবত পড়ে আমাকে শোনাচ্ছিলেন। রাত তখন প্রায় দশটা। বাইরে একখানা গাড়ী এসে থামল।

তটিনী। কে এল মা?

কৃষ্ণভামিনী। এত দুর্যোগে কে এল তাই বলা কওয়া করচি, এমন সময় তোকে বুকে চেপে ধরে ঘরে ঢুকল তোর মা। দু'বছর পরে দেখা। তার চেহারা এমন হয়ে গেছে যে আমি চিন্তেই পারলুম না।

তটিনী। তারপর, মা, তারপর?

কৃষ্ণভামিনী। তোর মেসো বল্লেন, ওগো দেখচ কি, ওযে আমাদের শৈল! ওকে ধর। ও কাঁপচে। আমি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। সে কথাটিও কইল না। তোকে আমার কোলে তুলে দিল। তুই তখন শীতে হিম হয়ে গিয়েছিলি। আমি আগুন জ্বেলে তোকে সেঁক দিতে লাগলুম। তোর মেসো শৈলকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সেই যে শুলো, আর উঠল না! তোর মেসো বড় বড় ডাক্তার এনে দেখালেন। কেউ কিছু করতে পারল না!

কৃষ্ণভামিনী আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিল। তটিনীও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল. তাহারও দুগাল বহিয়া জল পড়িতেছে।

তটিনী। আর আমার বাবা?

কৃষ্ণভামিনী। তার কথা তুই আমায় জিজ্ঞাসা করিসনি খুকী। এইটুকু দয়া তুই কর।

তটিনী। আমার মায়ের উপর খুবই বুঝি পীড়ন করতেন ?

কৃষ্ণভামিনী। মানুষ যে মানুষকে এমন পীড়ন করতে পারে, তা আমি জানতুম না, মা। সংসারে সে চিনত শুধু টাকা। দরকার হলে টাকার জন্য সে মানুষও খুন করতে পারত। তোর মা থাকতে ওই রকম কি একটা মামলায় সে পড়েও ছিল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে সে খালাস পায়। খালাস পেয়ে আরো দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠল। তারপর বোধ হয় আবার কোন কাণ্ড করে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গা-ঢাকা দিল।

তটিনী। আর আমার মা ?

কৃষ্ণভামিনী। যতদিন পারা যায়, তোর মা তারই পথ চেয়ে স্বামীর ভিটেতেই পড়ে রইল। শেষে অভাব অনাটন সইতে না পেরে এখানে চলে এল। তোর মা চিরদিনের জন্যে চলে গেল, তোর বাপ আজও এলোনা !

তটিনী। সেই বাপের মেয়েকে তুমি বুকে করে মানুষ করে তুল্লে ?

কৃষ্ণভামিনী। না। মানুষ করে তুল্লুম আমার বোনের মেয়েকে।

তটিনী মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল।

তটিনী। তুমিই আমার মা, আমার সত্যিকারের মা। কিন্তু মা, সব জেনে শুনেও তুমি এত বড় ভুল কেন করলে ?

কৃষ্ণভামিনী। কি ভুল করিচি ?

তটিনী। কেন আমাকে লেখাপড়া শেখালে, কেন এই সব বিলাসের উপকরণ যোগালে, কেন আমায় বুঝতে দিলে ইচ্ছে মত চলবার ফেরবার, টাকা-পয়সা খরচ করবার অধিকার আমার আছে ?

কৃষ্ণভামিনী। তুই কি বলচিস খুকী ?

তটিনী। যদি তুবেলা শুধু তু-মুঠো ভাত দিতে আর উঠতে বসতে বকুনি দিতে, তাতেই আমার ভাল হোতো।

কৃষ্ণভামিনী। তাতেই তোর ভাল হোতো !

তটিনী। হয়ত হোতো। হয়ত তার ফলে আমার দেহে আমার বাবার যে রক্ত রয়েচে, তা এতটা উষ্ণ হয়ে উঠতে পারত না।

কৃষ্ণভামিনী। ও-কথা তুই বলিসনি, খুকী। ভাল করে বুঝতে পারি না বলে আমার ভয় হয়।

তটিনী। তোমাকে কখনো বলিনি, কিন্তু নিজে অনুভব করে বিস্মিত হয়েচি, মা, উচ্ছৃঙ্খলতা আমায় টানে, অনাচার আমাকে লোভ দেখায়, পাপ যেন হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকে।

কৃষ্ণভামিনী। ওরে না, না, না।

তটিনী। তোমার কথা ভেবে আমি নিজেকে সামলে চলি। সামলে চলি আর কেবলই ভাবি কেন এমন হয়। আজ বুঝতে পারলুম অনাচ বাপের রক্ত আমার শিরায় শিরায় কলুষ ঢেলে দিয়েচে বলেই মন আমার নীচু পানে ধেয়ে যায়।

কৃষ্ণভামিনী। তুই ত কোন অন্যায় কাজ করিসনি, খুকী ?

তটিনী। না। তা করিনি। কেন করিনি ? ইচ্ছের অভাবে নয় জেনো। তোমার পরশ, তোমার প্রভাব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, রক্ষা কবচের মত আমাকে বাঁচিয়ে রেখেচে মা।

কৃষ্ণভামিনী। চিরদিনই তাই রাখবে, খুকী।

তটিনী। কিন্তু আমি ত আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারচি না, মা। আমায়

একটা কিছু করতে হবে···একটা কিছু আকস্মিক···একটা কিছু decisive···

টেলিফোন বাজিল, তটিনী সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। আবার বাজিল। তটিনী গিয়া রিসিভার তুলিল।

বসন্ত? হ্যাঁ, বল।

শুনিয়া একবার চমকাইয়া উঠিল।

অ্যাঁ! মা মত দিয়েচেন!

উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে লাগিল।

আমি···আমি···এখন কিছু বলতে পারব না···না···না···না···

আবার শুনিতে লাগিল।

ওগো, না, না, এসো না। তোমার পায়ে পড়ি তুমি এসো না···শুনবে না?···কিন্তু এলেও আমার দেখা পাবে না।···না···না···

আবার শুনিতে লাগিল।

কাঁদচি কেন?···কাঁদচি···কাঁদচি···কাঁদতে হয় বলে···জীবনে হাসি আর কান্না আলো আর আঁধারের মত ঘুরে ফিরে আসে ব'লে। এতদিন শুধুই হেসেচি, আজ থেকে কান্নার পালা সুরু।

আবার শুনিল।

কাল···কাল সব খুলে বলব···আজ আমি পারচি না।···আমায় তুমি মাপ কর।

রিসিভার রাখিয়া দিয়া শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কৃষ্ণভামিনী উঠিয়া তাহার কাছে গেল। তাহার পিঠে হাত দিয়া কহিল।

কৃষ্ণভামিনী। কে ফোন করছিল রে! সেই ছেলেটি?

তটিনী মায়ের গলা ধরিয়া ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কাঁদিসনে খুকী। হিন্দুমতে যদি বিয়ে না-ই হতে পারে, তাহলে যে-কোন মতে তোরা বিয়ে কর। আমি বাধা দোব না, আশীর্ব্বাদই করব। দে, তাকে ফোন করে দে। সে এখানে আসুক। আমি তাকে একবার দেখি।

তটিনী। ও-কথা এখন থাক মা।

সরিয়া গিয়া আবার মায়ের ফোটো তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল।

কৃষ্ণভামিনীর কাছে আগাইয়া আসিল।

তটিনী। আমার বাবার চেহারার সঙ্গে আমার কি খুব মিল আছে?

কৃষ্ণভামিনী। সেই কতকাল আগে তাকে দেখেছিলুম। চেহারাটা আমার ভাল মনে নাই।

তটিনী। যদি হঠাৎ কোনদিন এসে আমাকে নিয়ে যেতে চান, তুমি কি আমায় ছেড়ে দেবে?

কৃষ্ণভামিনী। বোস, বোস, আমার কোলের কাছটিতে বোস, মা।

টানিয়া লইয়া কাছে বসাইল। আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল।

হ্যাঁরে, ছেলেটি বেশ সুন্দর ত?

তটিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

তটিনী। আমার বাবা আমার কোন খবর নেননি?

কৃষ্ণভামিনী। ও-কথা কি তুই আজ ভুলবিনে!

তটিনী। ভুলতে যে পারচিনে···ভুলতে পারচিনে মা···আমি ভুলতে পারচিনে···

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কৃষ্ণভামিনী। যারা তোকে ছেড়ে গেল, তারাই হঠাৎ এতো বড় হয়ে উঠল যে, তাদের কথা তুই আর কিছুতেই ভুলতে পারচিস নে?

তটিনী। জীবনের এই পরিচয়···একি ভোলা যায়, মা? আমার বাবা আমার মায়ের মৃত্যুর কারণ, আমার বাবা একজন criminal, আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য আজ ফেরারী। আমার এই পরিচয় পাওয়া-মাত্রই ভুলে যাব! বড়লোকের মেয়ে জেনে যারা আমার সঙ্গে মিশত, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান জেনে যারা আমাকে সম্ভ্রম করত, আজ আমি কোন মুখে তাদের সাম্নে গিয়ে দাঁড়াব!

ছুটিয়া মায়ের কাছে গিয়া।

সত্যি করে বলত মা, তোমার বোনকে যে পীড়ন করে মেরে ফেল্ল, তারই সন্তানকে যখন তুমি বুকে করে রাখতে, তখন তোমার বুক কি জ্বলে পুড়ে যেত না?

কৃষ্ণভামিনী কোন কথা কহিল না।

জবাব দিতে তোমার ভয় হচ্ছে। ভয় নেই মা। আমি তোমার স্নেহের অমর্য্যাদা করবনা। আমি বুঝি, আমার জন্যে তোমাকে মুখ বুজে কত সইতে হয়েচে। আমি বুঝি মা, আমি তা বুঝি।

মাকে আদর করিতে লাগিল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

নারী-প্রগতি সঙ্ঘ

ললিতা আর ডাক্তার ভোস।

ভোস। আমি বুঝি মা, এ তাচ্ছিল্যে কত ব্যথা তা আমি বুঝি। কিন্তু কি করব মা? তোমরা বাঙালীর মেয়ে, তোমাদের যে বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটে না। কান্নাই হোল তোমাদের চরম প্রতিবাদ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ললিতা মুখ নীচু করিয়া শুনিতেছিল, ডাক্তারের হাসি শুনিয়া চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভয় পেলে নাকি?

ললিতা। হ্যাঁ। অমন করে আপনি হাসবেন না।

ভোস। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! সরল লোকের এই সহজ হাসি তুমি সইতে পারনা? বোস মা, বোস, বোস।

ললিতা বসিল।

হাঁ, মেয়ে দেখে এলুম ওদেশে। শিকাগোয় সাত বছর ছিলুম কিনা। মেয়ে নয়ত আগুনের শিখা। যে ফিল্ডে ফেলে দাও দেখবে প্রতি...।

দীপ্তি! লেখা পড়ায় বল, খেলা ধূলোয় বল, সেবা শুশ্রূষায় বল, কাজ-কর্ম্মে বল, পুরুষের পিছনে কোথাও পড়ে থাকবার পাত্রী নয়। এমন কি Gangsterদের দলে যাও, দেখবে বিদ্যুত বরণী সব বিদুষী। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ললিতা। ও-কথা থাক। এখন আমাকে আপনি যে সাহায্য করবেন বলেছিলেন তার কথাই বলুন।

ভোস। অন্যায়ের প্রতিকার যদি করতে চাও, তাহলে তাদের মত হও। তা যদি না পার, তাহলে যাও ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বসে থাকগে।

ললিতা। প্রতিকারই ত আমি চাই।

ভোস। এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে যাবে না?

ললিতা। তাহলে এত সহজে এগিয়ে আসতুম না।

ভোস ব্যাগ খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিল।

ভোস। তবে সই কর

কলম তুলিয়া দিল।

ললিতা। কি লেখা আছে?

ভোস। তুমি গ্রাজুয়েট। পড়তে জান, পড়ে দেখ।

ললিতা পড়িয়া দেখিল।

ললিতা। না, না, এতটা আশা আমি করিনা। আমি শুধু প্রতি-শোধ চাই।

ভোস। আশারও অতিরিক্ত অনেক কিছু পাবে। সই কর।

ললিতা। কিন্তু এই টাকা?

ভোস। এখনত দিতে হচ্ছে না! বিয়ের পর সব কিছু যখন তোমার আয়ত্তে আসবে, তখন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মত একটা শুভ কাজে ওই সামান্য টাকা Only Ten Thousand Rupees দিতে তোমার বাধবে না। সই কর।

ললিতা কলম লইল।

ললিতা। কিন্তু এতে ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা লেখা নেই ?

ভোস। তার কারণ আছে।

ললিতা কলম রাখিয়া দিল।

ললিতা। না, আমি সই করব না। আর আপনার সাহায্যও আমি চাই না।

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভোস। সাহায্য না চাও ভালোই। কিন্তু সই তোমাকে করতেই হবে।

ললিতা। যে শ্রেণীর মেয়ে মনে করে আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক সে শ্রেণীর মেয়ে আমি নই। সই আমি করব না।

ভোস। সই না করলে—কাল সকালে এই খবরটি সারা সহরে রটে যাবে।

ব্যাগ খুলিয়া আর একখানি কাগজ বাহির করিয়া ললিতার সামে ধরিল। ললিতা কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া কহিল।

ললিতা। এই খবর ছাপা হবে!

ভোস। হাঁ, ভাল করে পড়ে ছাখ। কাল রাত বারোটার সময়

তটিনীর বিচার

একটি শিক্ষিতা বাঙালী তরুণীকে মত্ত অবস্থায় ময়দানের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তরুণীর নাম ললিতা চ্যাটার্জ্জী। সে নাকি স্থানীয় কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী।

ললিতা। নিন। এতে আমার ভয় পাবার কিছু নেই।

ভোস। তাই নাকি!

ললিতা। না। কারণ প্রথমত রাত বারোটার অনেক আগেই আমি বোর্ডিংয়ে গিয়ে হাজির হব, আর দ্বিতীয়ত পুলিসের কর্ত্তারাও প্রতিবাদ করবেন যে সংবাদ সত্য নয়।

ভোস। নাঃ। তোমার সাহস আছে। বুদ্ধিও আছে। এখন সই কর।

ললিতা। বল্লুম ত সই আমি করব না। আমাকে যেতে দিন।

ভোস। তাহলে রাত বারোটায় ময়দানে মত্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে?

ডাক্তার ব্যাগ খুলিল।

ললিতা। নাঃ অসহ্য!

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। ডাক্তার শুধু চাহিয়া দেখিল। তারপর একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বাহির করিল। ললিতা দুয়ার খুলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। বাহির হইতে বন্ধ। দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া কহিল

দোর খুলে দিতে বলুন।

ডাক্তার চাহিয়া দেখিল, কোন কথা কহিল না। একটা ampule হইতে সিরিঞ্জএ ওষুধ ভরিতে লাগিল।

আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না? দোর খুলে দিতে বলুন

ভোস। আগে সই কর।

ললিতা কোন কথা না বলিয়া ছুটিয়া গিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিল। ডাক্তার তাহাকে ধরিয়া টানিয়া আনিল।

আমি না বলা পর্য্যন্ত দোর কেউ খুলে দেবে না। তুমি দোর খুলতে চেষ্টা করবে আর সেই অবসরে এই hypodermic syringeটা তোমার পিঠে বিঁধিয়ে দোব, পিষ্টনটি ঠেলে দেব, আর পাঁচ মিনিটের মাঝে এই ওষুধ তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাকে মাতাল করে দেবে। তোমাকে তখন একখানা গাড়ীতে করে নিয়ে রাত বারোটার সময় ময়দানে ছেড়ে দিয়ে আসব, আর একটা সার্জ্জেণ্টকে তোমার খবরটা দিয়ে আসব: রাত কাটাবে হাজতে আর তিনদিনের মাঝে মনেও করতে পারবে না এই ঘটনা চেষ্টা করলেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

ললিতা শুনিতেছিল আর ভয়ে কাঁপিতেছিল।

ললিতা। উঃ! এতবড় ভয়ানক লোক আপনি!

ভোস। এ তোমাদের য়ুনিভার্সিটির শিক্ষা নয়, শিকাগোর শিক্ষা! সাত বছর সেখানে ছিলুম কিনা হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সিরিঞ্জ লইয়া ললিতার দিকে অগ্রসর হইল।

ললিতা। ওকি!

ভোস। Only a subcutenous thrust will produce the desired effect. হাঃ! হাঃ! হাঃ!

আরো কাছে গেল।

ললিতা। না, না, না।

ভোস। না, না, না?

ললিতা। না, না, না।

ভোস। Well, I am giving you the last chance, সই কর।

ললিতা। দিন কলম। আমি সই করচি।

ভোস। That's like a good girl! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

কলম দিল। ললিতা তাহা লইয়া সই করিল।

ললিতা। এবার আমি যেতে পারি?

কাগজখানা ভাঁজ করিতে করিতে

ভোস। Most certainly you can.

ললিতা। তাহলে দোর খুলে দিন।

ভোস। Tarry a little, girl, Tarry!

কাগজখানা ব্যাগে বন্ধ করিয়া রাখিল।

সই যখন করেচ, তখন আর তোমার ভয় কি! টাকাটা তোমার স্বামীর কাছ থেকে আমরাই আদায় করে নোব। সে কায়দা আমাদের জানা আছে।

দরজায় গিয়া সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে কহিল

But beware. Don't you run to the Police. পুলিসে গিয়ে কিছু লাগিও না। তাতে বড় সুবিধে হবে না। বুঝলে?

সমর প্রবেশ করিল

ওহে, ললিতা দেবীকে পৌঁছে দিয়ে এস। আর তুমি মা, এই ছেলেটিকে চিনে রাখ। You will find him very helpful.

সমর নমস্কার করিল।

ললিতা। আমি একাই যেতে পারব।

ভোস। A brave girl you are. হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ললিতা চলিয়া গেল।

Follow her, you fool. থানায় যায় কিনা ছাখ। সোজা যদি না যায়, ভাববার যদি অবসর নেয়, তাহলে কখনো আর যাবে না। Go, go at once!

সমর চলিয়া গেল।

এক নম্বর সমর, দুই নম্বর এই ললিতা, this is far safer and better than to commit a murder. A hypodermic syringe is a better weapon than a revolver!

সিরিঞ্জ-এর পিষ্টন ঠেলিয়া ওষধ ফেলিয়া দিতে লাগিল;
মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

হোটেল

বসন্ত তটিনীর অপেক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া অধীর হইয়া পায়চারি করিতেছে। তটিনী প্রবেশ করিল।

বসন্ত। আধঘণ্টার ওপর তোমার জন্যে অপেক্ষা করচি।

তটিনী। হ্যাঁ, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।

বসন্ত। আজকের দিনেও তুমি দেরী করতে পারলে?

তটিনীকে বসিবার জন্য চেয়ার ঠেলিয়া দিল

আমি ত বিকেল থেকেই ঘড়ি দেখচি। আটটা আর বাজেনা।

তটিনী বসিল।

মা কি সহজে মত দ্যায়। আরো ক্যাচাঙে ফেল্ল বুড়ো এটর্নীটা এসে। সে বলে বসল বাবা উইল করে গেছেন। তাতে নাকি লিখে রেখে গেছেন আমি যদি বর্ণাশ্রম মেনে না চলি, তাহলে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে আমি পারব না। এটর্নী ভাবলে সম্পত্তির লোভে আমি আমার এই রত্নটিকে ফেলে দোব।

তটিনী। তোমার বাবার সম্পত্তি তুমি পাবে না!

বসন্ত। আরে, নাইবা পেলুম। হাত পা র'য়েচে, দেহের শক্তিরও অভাব নেই, খেটে খাব। এটর্নীকে তাই শুনিয়ে দিলুম।

তটিনী। মা কি বল্লেন?

বসন্ত। মা ত বৃন্দাবন চলে গেলেন!

তটিনী। তবে যে তুমি বল্লে তিনি মত দিয়েচেন ?

বসন্ত। হ্যাঁ, তিনি বলেচেন কর তোর যা ইচ্ছে তাই, আমি বৃন্দাবন চলে যাই। চলেই যখন গেলেন, তখন আমার ইচ্ছেমত কাজ আমি করবই। আর দেখ তটিনী, দাম না দিয়ে কোন ভালো জিনিস পাওয়া যায় না। আমি যে তোমায় নোব, তার একটা দাম দোব না? বর্ণাশ্রমের দাবী আমার অন্তরের দাবীর চেয়ে বড় হ'য়ে উঠবে কিসের জন্য ? মা রাগ করে চলে গেছেন, কতদিন তিনি আর রাগ করে থাকবেন ? বিয়ে হয়ে গেছে শুনলেই নাতীর মুখ দেখবার জন্যে উতলা হয়ে ছুটে আসবেন।

তটিনী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

না, না, লজ্জার কথা নয়, সত্যি কথা। মা রাগ করে থাকবেন বৃন্দাবনে—দুটো দিন যিনি আমায় ছেড়ে থাকতে পারেন না !

তটিনী। এরকম বিয়েতে তোমার বাবারও স্পষ্ট নিষেধ রয়েচে।

বসন্ত। সে নিষেধ লঙ্ঘন করলে সাজার যে ব্যবস্থা তিনি ক'রে গেছেন, আমি তা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত।

তটিনী। কিন্তু আমার জন্যে তুমি যে তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি হারাবে তা হতে পারে না।

বসন্ত। তটিনী এসব তুমি কিছু ভেবোনা। শুধু ভাব, আমরা দু'জনা দু'জনকে চাই। আমাদের কাছে এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।

তটিনী। জীবনে এর চেয়ে অনেক বড় কথা আছে। তোমার বাবার নিষেধ, তোমার মায়ের অমত। তা ছাড়া……

বসন্ত। তা ছাড়া ? বল ?

তটিনী। আমার দিক থেকেও এমন কতগুলো কারণ দেখা দিয়েছে, যার জন্যে…

বসন্ত। যার জন্যে ?

তটিনী। যার জন্যে আমাকে আমরণ কুমারীই থাকতে হবে।

বসন্ত। মানে ?

তটিনী। এর মানে খুবই সহজ।

বসন্ত। আজ তুমি বলচ তোমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয় ! তটিনী, তুমি ত ঠাট্টা করচ না ?

তটিনী। না।

বসন্ত। এতদিন পরে একথা তোমার মুখে শোনবার জন্যে আমি ত প্রস্তুত ছিলুম না।

তটিনী। এতদিন আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, এইভাবে একথা তোমাকে একদিন বলতে হবে !

বসন্ত। কি হয়েচে, আমাকে সব খুলে বল।

তটিনী। সে কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না।

বসন্ত। মুখ ফুটে যা বলতে পারবে না, তার মাঝে নিশ্চয়ই লজ্জার কিছু লুকিয়ে আছে !

তটিনী। হ্যাঁ আছে। এতখানি লজ্জা রয়েচে যে, আমি মুখ তুলে তোমার দিকে চাইতেও পারি না।

বসন্ত। তোমাকে বলতে হবে তা কি !

তটিনী। তোমাকে কেন, পৃথিবীর কাউকে আমি সে কথা বলব না, আমি তা বলতে পারব না।

বসন্ত। তাহলে এতদিন কেন আমাকে নিয়ে খেলা করলে?

তটিনী। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে নিয়ে খেলা করিনি।

বসন্ত। খেলা করনি! তিলে তিলে তুমি আমার মনে কামনা জাগিয়েচ, পলে পলে ইন্ধন যুগিয়ে কামনার সেই আগুনকে লেলিহান ক'রে তুলেচ, আর আজ যখন দেখচ যে আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি—তখন দূর থেকে বিদায় নেবার ছল খুঁজছ তুমি! কানের কাছে মুখ নিয়ে বার বার তুমি কি বলনি you are irresistible, you are simply charming, you are wonderful! বলনি এসব কথা?

তটিনী। আজও তেম্নি করে ওসব কথা আমি বলতে পারি।

বসন্ত। আজও তাই বলে সোহাগ কাড়াতে পার, পারনা শুধু বিয়ে করতে।

তটিনী। না। তা পারিনা।

বসন্ত। Just like the rest of you. A shameless, soulless, sinful flirt!

তটিনী। উঃ!

তটিনী দুই হাতে মুখ ঢাকিল। বসন্ত চাহিয়া দেখিল, তারপর ছুটিয়া তটিনীর কাছে গেল, তটিনীর কানের কাছে মুখ লইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল

বসন্ত। তটিনী! ওকথা আমার মনের কথা নয়। আমি তোমাকে তা মনে করি না, আমি তা মনে করতে পারি না। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি শুধু বল, আমাদের বিয়ে সম্বন্ধে তুমি যা ব'ল্লে, তাই তোমার শেষ কথা নয়।

তটিনী। তাই আমার শেষ কথা।

বসন্ত। তাহলে তোমার শেষকথা সত্যি কথা নয়।

তটিনী। সত্যি কথা কি ?

বসন্ত। সত্যিকথা এই যে, তুমি আমাকে ভালবাস না। কোনদিনই ভালবাসনি।

তটিনী কোন কথা কহিল না। মাথা নীচু করিয়া কাঁটা দিয়া খাবার নাড়িতে লাগিল।

বয় !

বয় প্রবেশ করিল

হুইস্কি

তটিনী মুখ তুলিয়া বসন্তর দিকে চাহিল। বসন্ত কাঁটা লইয়া টেবিলের উপর আঘাত করিতে লাগিল। বয় হুইস্কি ঢালিয়া দিল—সোডা ঢালিতে উদ্যত হইল।

পানি মৎ দেও।

বয় গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখিল। তটিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

তটিনী। আমি এখন বাড়ী যাব।

বসন্ত। যাও।

গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া পান করিল। তটিনী অগ্রসর হইল।

আর দেখে যাও তোমার অভাব পূর্ণ করবার জন্য আগ্রহভরে আমি কি তুলে নিলুম।

তটিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

বসন্ত। ঔর দেও।

বয় আবার ঢালিয়া দিল। তটিনী একটু কাছে আসিল ;
বসন্ত দ্বিতীয় পাত্রও শেষ করিতে করিতে কহিল

জ্যায়দা দেও।

বয় আবার ঢালিল। বসন্ত গ্লাস তুলিতেই তটিনী ছুটিয়া
গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল

তটিনী। ওগো, না, না, আর তুমি খেয়োনা।

বসন্ত তটিনীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর এমন
করিয়া হাসিয়া উঠিল যে তটিনী খানিকটা ভয় খানিকটা
বিরক্তিতে দূরে সরিয়া গেল। বসন্ত গ্লাসটা আবার
শেষ করিয়া নামাইতে নামাইতে কহিল

বসন্ত। ফিন দেও।

বয় আবার ঢালিতে লাগিল। বসন্ত তটিনীর দিকে
চাহিয়া কহিল

গাছের গোড়া কেটে জল ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও? মায়াবীর জাত বলে তাও পারবে ভেবেচ মায়াবিনী? পারবে না···আমি বলচি তা পারবে না।

তটিনী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

Pour it···Pour more of it···all of it···let the bottom of the bottle be parallel to the roof,

তটিনী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বসন্তর মাথা টেবিলের
ওপর ঢলিয়া পড়িল।

যবনিকা পড়িল।

তৃতীয় পর্ব্ব

বসন্তর ঘর

বসন্ত বসিয়া আছে। বসিয়া বসিয়া মদ্যপান করিতেছে আর সিগারেট খাইতেছে। ললিতা প্রবেশ করিল। তাহার বেশের আজ অনেক বেশী পারিপাট্য।

বসন্ত। এই যে এসেচ!

ললিতা। গাড়ী পাঠিয়েছিলে কেন?

বসন্ত। গাধা পাঠালেই কি খুশী হতে? বোস।

ললিতা তবুও বসিল না

Excuse me!

মদের গ্লাস ও বোতল নীচে নামাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিল

I did'nt remember that you were a school mistress—a custodian of morals! বলতে পারবে না তোমাকে সম্মান দেখাইনি। সরিয়ে রাখলুম।

ললিতা। কিন্তু এসব তুমি করচ কি?

বসন্ত। বাপের সম্পত্তির সদ্ব্যবহার··· হিন্দুয়ানি বজায় করে। বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিনি, সমাজে বিপ্লব আনিনি, মহাপুরুষদের বিধি নিষেধ নিয়ে প্রশ্নও

কিছু তুলিনি। নিজের ঘরে, নারী বিবর্জ্জিত হয়ে, কারণ করে পরমানন্দ লাভ করচি। দোষ দিতে পারবে না!

ললিতা। আশ্চর্য্য লজিক তোমার।

ললিতা তাহার মুখোমুখি বসিল। বসন্ত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর যেন হতাশ হইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল

বসন্ত। Once a school teacher, always a school teacher! যাক সে কথা। এখন শোন, কেন তোমায় ডেকেচি।

গ্লাস তুলিতে হাত বাড়াইল। ললিতার দিকে চাহিতেই চমকাইয়া হাত তুলিয়া লইল।

Excuse me.

হাতে হাত ঘসিতে ঘসিতে

কদিনেই এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে মুঠোর মাঝে একটা গ্লাস না থাকলে হাতটা কেমন খালি খালি লাগে। But I must conquer it.

টেবিলের ওপর ঘুসি মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ললিতা জিজ্ঞাসু নয়নে তাহার দিকে চাহিল

Yes, I must.

দূরে সরিয়া গেল। দু-চার পাক ঘুরিয়া আসিয়া কহিল

এইবার কথাটা বলি। মাতালের মাতলামো মনে করোনা। I am seriously thinking of getting married.

বসিল। টেবিলের ওপর দুই হাতের ভর রাখিয়া কহিল

বিয়ের জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, ললিতা।

ললিতা। সে আর এমন নতুন খবর কি!

বসন্ত। না, খবরটা অবশ্য নতুন নয়। তবে···

চেয়ারে পিঠ দিয়া হেলিয়া বসিল।

পুরোণোকেই ঝালিয়ে নিয়ে একটা কথা জানতে চাইছি।

সহসা সামনে ঝুঁকিয়া টেবিলের ওপর রাখা ললিতার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

Will you marry me?

ললিতা। আজ জিজ্ঞাসা করচ আমি তোমাকে বিয়ে করব কিনা!

বসন্ত। Is it such an absurd proposal?

ললিতা। তটিনীর কি হোলো?

বসন্ত। তার কথা থাক, তোমার কথা বলো।

ললিতা। আমার জবাব নির্ভর করচে ওই প্রশ্নের উত্তরের ওপর।

বসন্ত। Tatini has refused my hands.

ললিতা। একথাও আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

বসন্ত। সে স্পষ্ট বলেচে আমাকে বিয়ে করবে না।

ললিতা। আজ যদি তোমাকে ডেকে পাঠায়?

বসন্ত। ডাকবে না আমি জানি।

ললিতা। তার কথা না হয় মানলুম, তুমি জান। কিন্তু তোমার নিজের মনের কথা? তুমি কি ভুলতে পেরেচ তটিনীকে?

বসন্ত। ভুলতে তাকে আমি কোন দিনই পারব না!

ললিতা। তবে?

বসন্ত। তুমি বলচ কি ললিতা? সে আমাকে উপেক্ষা করে সরে দাঁড়াল, আর আমি তাকে ভুলব!

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

ত্যাগ! ত্যাগের দম্ভ দেখিয়ে গেল। কোন মানে ছিল না তার ওরকম করবার। ত্যাগ! আমিই যেন কোন ক্ষোভ না রেখে তা করতে পারতুম না! আমিই যেন প্রস্তুত ছিলুম না আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ছেড়ে তার পাশে দাঁড়াতে। সে আমায় তা করতে দিলে না। কেন দিলে না জান? আমাকে সে কোন দিনই ভালবাসত না বলে।

একবার ললিতার দিকে চাহিল, একবার নীচের গ্লাস আর বোতলের দিকে।

Excuse me ললিতা, তোমার সামনে খাব না।

বোতল আর গ্লাস তুলিয়া লইল।

আমি বলচি সে আমায় ভালবাসত না। তা যদি বাসত, তাহলে সব ভুলে আমাকেই সে চাইত, আমার বিষয় সম্পত্তি রইল কি গেল, তা নিয়ে সে মাথা ঘামাতো না। ত্যাগের দম্ভ! ত্যাগ!

অন্য ঘরের দিকে চলিয়া গেল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

তটিনীর স্কুল-আপিস

তটিনী আর শৈলেশ। তটিনী লিখিতেছে শৈলেশ চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

তটিনী। ত্যাগ ! আমার জন্যে সে তার বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করবে !

শৈলেশ। সে তার উদারতার পরিচয়ই দিয়েছিল।

তটিনী। কিন্তু সে অবস্থায় আমি যদি তাকে বিয়ে করতুম, তাহলে চিরদিনের জন্যে আমি কি তার কাছে ছোট হ'য়ে থাকতুম না ?

শৈলেশ। কিছু মনে করবেন না, তটিনী দেবী। আমার যেন মনে হচ্ছে নিজের ওপর অযথা জোর করতে গিয়ে নিজেই আপনি ভেঙে পড়চেন।

তটিনী। ভেঙে কেন পড়ব বলুন ! পুরুষকে পাবার সাধনা ছাড়াও নারীর করবার অনেক কিছু আছে। পুরুষকে পেতে হবে বলেই কি, নিজেদের ছোট করে তাদের পেতে হবে ? Companion চাই, comrade চাই একথা সত্যি, কিন্তু নিজেকে ছোট করে নীচু করে কাউকে প্রভু বা স্বামী করতে চাই না। সমান হয়ে যে আসে আসুক। কিন্তু উঁচু থেকে হাত বাড়িয়ে যে আমাকে ভালোবাসা দিতে চাইবে, আমি তাকে হেসেই বলব, good bye, love !

শৈলেশ। দেখুন, বলা আমার ঠিক নয়। কিন্তু না বলেও থাকতে পারচি না। আপনার কথাগুলো শুনতে বেশ লাগল। কিন্তু ওর

ভেতর থেকে বেরিয়ে প'ল যেন একটা complex—excuse me, an inferiority complex! যে ত্যাগ করে তার মনে এ মতলব কখনো থাকে না যে সেই ত্যাগ দিয়ে সে নিজেকে ভালবাসার পাত্রীর চোখে বড় করে তুলবে। সে ত্যাগ করে তার নিষ্ঠার, তার একাগ্রতার, তার ঐকান্তিকতার পরিচয় দিতে। বসন্তও তাই চেয়েছিল। Of course I hold no brief for Basanta. আমি শুধু বলতে চাই যে বিচারে যেন আপনি ভুল না করেন।

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল

বসন্তর ঘর

বসন্ত আর ললিতা

বসন্ত। তুমি ভুল করচ, ললিতা। পুরুষ নারীকে চায়, এটা সত্য কথা—কিন্তু বিশেষ কোন নারীকে না হলে তার যে চলেই না, এ কথা সত্য নয়। তটিনীর বদলে তুমি আমার জীবনে এলে, জীবন যে আমার ব্যর্থ হবে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নাই। আসল কথা বসন্ত আর তটিনী নয়, আসল কথা হচ্ছে man and woman, নর আর নারী।

ললিতা। You are brutally frank.

বসন্ত। So I am. এখন কথাটাকে বেশ সহজ করে নাও ত। আমি জীবনের একটী সঙ্গিনী চাই। অনেকদিন ধরে আমি তাই খুঁজে বেড়িয়েচি। দুটী তরুণী আমার মনকে নাড়া দিয়েচে। তাদের একজন

তুমি আর একজন তটিনী। যে কোন কারণে তটিনীর আকর্ষণ এক সময় বেশী হয়ে ওঠে। সেই সময়ে আমি তটিনীর সঙ্গই বেশী করে চাই, and ultimately I proposed to marry her. কিন্তু সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হোল না। সে যখন রাজী হোল না, তখন আবার তোমার দিকে ফিরে চাইলুম। দেখলুম তুমি অবিবাহিতই রয়েচ। বুঝলুম বিয়ে করবেই না, এমন কোন পণও তোমার নেই। এ অবস্থায় আমি যদি তোমার পাণি-প্রার্থনা করি, তাহলে তা কি তোমার বিচারে অন্যায় হয়, বিশেষ করে যখন তোমাকে আমাকে এক সঙ্গেই হোক আর পৃথক ভাবেই হোক, একদিন ঘর বাঁধতেই হবে?

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

তটিনীর স্কুল-আপিস

তটিনী আর শৈলেশ

তটিনী। পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধতেই হবে এ কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে এমনি অভ্যস্থ হ'য়ে পড়ি যে, ঘর না বাঁধাই একটা ট্রাজেডি বলে ধরে নি। প্রথম যৌবনের যত কিছু কল্পনা, কামনা, সবই ওই ঘরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তারপর সেই ঘর সত্যিই একদিন হয়। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, ইট-কাঠের ঘরই হয়েচে সর্ব্বস্ব, আর সুখ, শান্তি, স্বস্তি, জীবনের আদর্শ চার দেয়ালের মাঝে চাপা পড়ে রয়েচে!

শৈলেশ। কিন্তু স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে একটা প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারী করেই কি আপনার জীবনের আদর্শ পূর্ণ হবে?

তটিনী। দেখুন শৈলেশবাবু, আমাদের একটা গর্ব্ব ছিল যে শিক্ষা আমাদের আর আপনাদেরও আধুনিক করে তুলেচে। কিন্তু এই কদিনেই বুঝতে পেরেচি যে we are not sufficiently modern!

শৈলেশ। প্রগতির পথে আরও দ্রুত আপনি এগুতে চান!

তটিনী। চাই! কিন্তু তার জন্যে পা দুটোকে শক্ত ক'রে নিতে চাই। হোটেলে খাওয়া, নাচের জলসায় হানা দেওয়া, কি আপনার মতো class friendকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়ানো, এসব ত অনেকদিন ধরেই চলচে। ভেবে দেখলে মনে হয় রকম-ফের হলেও সেই Adam—Eveএর পর থেকেই সৃষ্টির সব তরুণ-তরুণী এমনি একটা কিছু না কিছু উপলক্ষ্য করে একে অন্যের কাছে অপরিহার্য্য হয়ে উঠতে চেয়েছে। যুগে যুগেই চলেচে শুধু রোমিও-জুলিয়েটের নকল-নবিশী! Modernism তাহলে এর মাঝে কোথায় রইল?

শৈলেশ। আপনি আমাকে বিস্মিত করে তুল্লেন।

তটিনী। আরো বিস্মিত হবেন, যেদিন সকল রকমে modern হ'য়ে আমি আপনাকে দেখা দোব।

শৈলেশ। সে রূপের আভাস কি আজ পেতে পারি?

তটিনী। না। সে রূপ আরোপ করা যায় না, অর্জ্জন করতে হয়। জামার কাট, শাড়ীর রঙ, হিলের হাইট, স্কেটিং, স্কিইং, ফ্লাইং কোন কিছু দিয়েই তার পুরো রূপ প্রকাশ করা যায় না—সে রূপ সৃষ্টি করতে হয় সাধনা দিয়ে। আগে সেই সাধনা আমাকে করতে দিন। আমি ছিলুম একটা পরগাছা। আপনারা এতদিন পরগাছার রূপ দেখে মুগ্ধ হতেন। মাটিতে আমার শিকড় ছিল না বলে আমি হাওয়ায় দোল খেতুম। কিন্তু

একদিন আপনাদের সকলের অজানায় আমাকে ঘিরেও ঝড় উঠল। সেই ঝড়ে আমি মাটিতে পড়ে গেলুম, বাস্তবের পরশ পেলুম। এইবার হয়ত সত্যিকারের মডার্ণ হতে পারব। ততদিন অপেক্ষা করে থাকুন না শৈলেশ বাবু।

শৈলেশ। আপনি তাহলে আশা দিচ্ছেন ?

তটিনী। মাপ করবেন, শৈলেশবাবু। কথাটা পুরোণো অভ্যাস মত বলে ফেলেছিলুম। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলুম যে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে ক'রে আপনি মিছে দুঃখ পাবেন না।

বাহিরে ঘণ্টা বাজিল :

শৈলেশ। আর বুঝি থাকা চলবে না ?

তটিনী। না, আমার ক্লাশ আছে। আবার আসবেন।

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বসন্তর ঘর

বসন্ত ললিতাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া বসিয়া আছে। ললিতার একখানি হাত বসন্তর হাতে।

বসন্ত। বিয়ে হয়ে গেলেই আমরা হানিমুনে বেরুবো।

ললিতা তাহার দিকে চাহিল।

কোথায় জান ? কার্শিয়াং। তুমি কখনো ওদিকে গ্যাছ ?

ললিতা মাথা নাড়িল।

নিরালায় আমরা দুটিতে এক পাহাড়ে পাশাপাশি বসে থাকব। আমাদের পায়ের কাছ দিয়ে মেঘমালা দুলে চলে যাবে। হয়ত তোমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যক্ষদূত মনে মনে ভাববে এই ত সেই কান্তা যার পরিচয় :

তন্বী শ্যামাশিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষমা চকিতহরিণী প্রেক্ষনা নিম্ননাভিঃ
শ্রোনীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতীবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেবধাতুঃ ॥

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। বসন্ত তাহাকে জোর করিয়া পাশে বসাইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল

আহা, শোন, শোন, এক বাঙালী কবি এর কি চমৎকার তর্জ্জমা করেছেন ঃ

ক্ষীণ তনুখানি, হিরণবরণ, অধর বিম্বপ্রায়,
পীনপয়োধর ঈষৎ নমিত, শ্রোনীভারে ধীরে যায়,
কৃশ কটিতট, সূক্ষ্মদশন, চকিত হরিণী-দৃষ্টি,
নাভি সুগভীর, সে যেন বিধির প্রথম যুবতী-সৃষ্টি।

ললিতা। যাও!

বসন্ত গ্লাস তুলিবার পর ললিতা উঠিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। বসন্ত তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর কহিল

বসন্ত। মিথ্যেকে যত বেশী মোহন করে তুলতে পারব, ততই পারব ললিতার মত মেয়ের মনোরঞ্জন করতে। মন্দ কি! তাই চেষ্টা করেই দেখি।

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

ভোসের চেম্বার

আধা অন্ধকার ঘরে বসিয়া সমর নোট গণিতেছে—কতগুলি গণিয়া থামিল।

সমর। টাকা! এই টাকাই অযোগ্যকে যোগ্য করে, দুর্ব্বলকে শক্তিমান করে। এই টাকাই আমি সঞ্চয় করব, হাজারের পর হাজার, দশ বিশ পঞ্চাশ হাজার, লাখ, দুলাখ···

আবার মাথা নত করিয়া গুণিতে লাগিল। নিঃশব্দে ভোস আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কিছুকাল দেখিল। তারপর হাসিয়া উঠিল

ভোস। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! নেশা ধরিয়ে দিয়েচি। এইবার তোমাকে দিয়ে কাজ হবে।

সমর। টাকাগুলো কি আপনি রেখে দেবেন?

ভোস। দাও I never refuse money, হাঃ! হাঃ! হাঃ!

টাকাগুলো লইয়া পকেটে রাখিল।

তারপর তোমাদের সেই তটিনীর কোন খবর পেলে?

সমর। মহেন্দ্র মিত্র নামে এক উকীল ছিলেন। তটিনী তাঁরই মেয়ে।

ভোস। মহেন্দ্র মিত্র! এক মহেন্দ্র মিত্রকে আমি জানতুম। তার ত মেয়ে ছিল না।

সমর। কিন্তু আমি যে সে বাড়ীটা চিনি।

ভোস। বাড়ীটা চেন! কিন্তু বাড়ী চিনলেই ত বাড়ীর মেয়েদের বাপের নাম জানা যায় না। Usually I am not interested in girls. কিন্তু কিছুদিন থেকে কেন যেন এই তটিনী সম্বন্ধে সব কথা জানতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা, leave it to me. তারপর আর সব কাজের খবর বল ত? How are you getting on with Lalita?

সমর। কাল কি ভেবে যেন এখানে এসেছিল। আপনাকে না পেয়ে চলে গেল।

ভোস। আবার আসবে, আবার আসবে। এমন জাল ফেলিটি যে আসতেই হবে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। Advance Bankএর ম্যানেজার আমাদের চিঠি পেয়ে খুব ভড়কে গেছে—তার কেরাণীদের কাছে শুনে এলুম। মনে হচ্ছে আমাদের দাবী সে পূর্ণ করবে।

ভোস। ছাখ, Black-mail যেমন আর্ট, তেম্নি science. যাকে Blackmail করবে তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করবে। তার ওপর যে reaction হয় তা ভারী উপভোগ্য। নাটক দেখবার আনন্দের মত তাতে আনন্দ পাওয়া যায়। আর এর scienceএর দিক হচ্ছে চুলচেরা বিচারের দিক। Psychological momentটিতে কাজ করেচ কি you are successful—চুপ করে বাড়ী বসে থাক, টাকা তোমার মুঠোর ভিতর চলে আসবে।—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। দেখুন, এ-সব শুনে আমার কেমন ভয় হয়।

ভোস। ভয়?

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভোস। আর লজ্জাও হয় বোধ হয়?

সমর। তাও হয়। ভদ্রলোকের ছেলে, জীবনের একটা বড় আদর্শ নিয়ে কাজে বেরিয়েছিলুম। আর আজ কোথায় নেমেচি তাই ভাবচি।

ভোস। কিন্তু ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এ তিন থাকতে নয়। ছাড়তে পার সব হবে, না পার কিছুই হবে না, হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। কিন্তু সৎপথে থেকেও ত টাকা রোজগার করা যায়।

ভোস। যায় নাকি!

সমর। আমরা পড়েচি Honesty is the best policy.

ভোস। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! Honesty is the best policy! Honesty! Honesty!

পায়চারী করিতে লাগিল। থামিল, সমরের কাছে গিয়া ধীরে ধীরে কহিল

আচ্ছা, গঙ্গার ধারে ফুটপাথের ওপর কাপড় বিছিয়ে যারা একটী একটি করে চাল ভিক্ষে মেগে দিন গুজরাণ করে, তারা যে কোনদিন dishonest ছিল, অসৎ জীবন যাপন করেছিল, তার কোন প্রমাণ দিতে পার?

সমর চুপ করিয়া রহিল। ডক্টর মাথা নাড়িয়া কহিল

পার না।

আবার একটু ঘুরিয়া সমরের সামনে আসিয়া কহিল

আচ্ছা। বি-এ, এম-এ পাশ করা তাজা তক-তকে যে সব ছেলে মেয়ে চাকরির উমেদারি করে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে আত্মহত্যা করে শিক্ষিতের দুর্ব্বহ জীবনের অবসান করেচে, তারা কি কেউ dishonest ছিল?

সমর। না, না।

ভোস। এই তুমি! তুমি ত অসৎ জীবন যাপন করনি। তুমিও ত কেতাবী বুলি বিশ্বাস করে সৎ আর সাধু হয়ে থাকতে চেয়েছিলে, তুমিত dishonest নও, তবু তোমার কেন এই দুর্গতি?

সমর। আজ্ঞে ভেবে তা কোনদিন বুঝতে পারিনি।

ভোস। বুঝতে পারনি, না, তোমাদের ওই কেতাবী বিদ্যে তোমাদের তা বুঝতে দেয়নি। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দোব। শিকাগোর শিক্ষা আমার, জলের মত সাফ বুঝিয়ে দোব।

সমর। আজ্ঞে তাই দিন।

ভোস। টাকার এত অভাব কেন জান? কাজের এত অভাব কেন, জান? টাকা জায়গায় জায়গায় জমে রয়েচে বলে। ধনী তার সিন্দুকে সাতটা তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখেচে টাকা, ব্যাঙ্কার তার vaultএ রেখেচে তাল তাল সোনা, টাকা সে আগাম করে Capitalistকে—তোমাকে নয়, আমাকে নয়, তোমার আমার মত কোন লোককে নয়। Inequality in men…uneven distribution of money. Distribution চাই, টাকার বাটোয়ারা চাই, চারিয়ে দেওয়া চাই এই টাকা। This is the probllem of problems! এই সমস্যার সমাধান করতে আমি চাই। যদি লেলিন হতুম, ষ্ট্যালিন হতুম, হিটলার বা মুসোলিনী হতুম, তাহলে টাকা চারিয়ে দেওয়ার অন্য ব্যবস্থা আমি করতে পারতুম। কিন্তু আমি যখন তা নই, তা যখন হতে পারি না, তখন যা আমার আয়ত্তে রয়েচে, তাই করব। ছলে, বলে, কৌশলে এই টাকা আমি চারিদিকে চারিয়ে দোবো—Gangsterরা যেমন করে

দেয়, Rackateerরা যেমন করে দেয়, Blackmailরা যেমন করে দেয়। আমার মতে এ পাপ নয়, অন্যায় নয়, অধর্ম্ম নয়—এ হচ্ছে আমাদের বাঁচবার প্রয়াস। I am carried away youngman. এখন ললিতার খবর কি বল দেখি? সেই টাকা—সেই টাকা?

সমর। তার সেই টাকা সত্যিই নিতে হবে?

ভোস। হবে বৈ কি!

সমর। এই ভাবে আমাদের বাঁচতে হবে!

ভোস। বাঁচবার অন্য উপায় যখন নেই, তখন বাঁচতে চাইলে এই-ই করতে হবে।

সমর। বলেন কি!

ভোস। ভয় যদি পাও, তাহলে ফিরে যাও। এখনও ফিরতে দোব। কিন্তু এ'র পর আর দোব না। চাও, যেতে?

সমর। এ পথে যখন এগিয়েচি তখন আর ফিরতে পারি কোথায়?

ভোস। আমি জানি! আমি জানি, তুমি ফিরতে পারনা। বাঘের বাচ্চা যতক্ষণ না রক্তের স্বাদ পায়, ততক্ষণ হিংস্র হয়না। কিন্তু একবার স্বাদ পেলে আর রক্ষা নেই।

পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া দেখাইল।

This is blood. And you have tasted it. ফিরতে তুমি পারবে না আমি জানি, আমি জানি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বসন্তর ঘর

বসন্ত আর হরসুন্দরী

হরসুন্দরী। তুই যদি কিছুই করবিনে, তাহলে মিছে আমাকে টেলিগ্রাম করে আনালি কেন বলত ?

বসন্ত। তবে যাও ফিরে। বৃন্দাবনে গিয়েই বসে থাক। ছেলের আর বিয়ে দিয়ো না। আমার কি ! তোমার শ্বশুরকুলই জল পাবে না, স্বামীর ভিটেয় প্রদীপ জ্বলবে না। আমার কি !

হরসুন্দরী। ওই সব কথা বলে তুই বুঝি আমার মত আদায় করে নিবি যাতে সেই কায়েতের মেয়েকে বিয়ে করতে পারিস ?

বসন্ত। সেই কায়েতের মেয়ের বয়ে গেছে তোমার এই গাধা ছেলেকে বিয়ে করতে ! এবার খাঁটী বামুনের মেয়ে। কান্যকুব্জ থেকে যেমন নিষ্কলঙ্ক এসেছিল তেমনিই রয়েচে। লেখাপড়া শিখে একটু যা দোষ করে ফেলেচে। তা চাঁদেরও ত কলঙ্ক থাকে। এই মেয়েকেই বিয়ে করতে চাই। রাজী থাকত বল।

হরসুন্দরী। তা এসব আমাকে আগে বলতে হয়। মদনমোহনের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতুম, তাই ত তিনি তোর সুমতি দিলেন। এখন আর অমত কিসের ? একদিন গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসি।

বসন্ত। হাঁ, হাঁ পুরুত ডাকো, পাঁজি ছাখো, হাঁচি টিকটিকীর বিচার শেষ কর। কিন্তু অগোনে, চটাপট, ঝটাপট।

হরসুন্দরী। তোর যখন সুমতি হয়েচে, তখন আর দেরী নয়।

হরসুন্দরী চলিয়া গেল। বসন্ত চাহিয়া দেখিল

বসন্ত। ছেলেকে কত ভালবাস! ছেলে যে আত্মবলি দিচ্ছে তাও বোঝ না অভাগী!

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের কাছে গেল। তটিনীর ফোটোর এলবামখানা তুলিয়া দেখিল।

ঠোঁটের এ হাসি যেন বিদ্রূপ বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু আমি ত তোমায় ত্যাগ করি নি, তটিনী। ত্যাগ তুমিই করলে আর বিদ্রূপও করচ তুমি!

এ্যালবামখানা খুলিয়া উল্টাইয়া রাখিল। তারপর ললিতার ফোটো বাহির করিল।

আমার হৃদয়ে তোমার জায়গা ললিতা অধিকার করল, তাই এখানেও এই য়্যালবামেও তোমার স্থান ললিতাই দখল করুক।

বসিয়া ললিতার ফটো এ্যালবামে রাখিল। তারপর এ্যালবামখানা দুই হাতে ধরিয়া দেখিতে লাগিল।

এই ললিতা, আমার ভাবী স্ত্রী, আমার চিরজীবনের সঙ্গিনী! O my God, what a poor substitute is this!

টেবিলের উপর তাহার মাথা নুইয়া পড়িল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল

তটিনীর বোর্ডিংয়ের ঘর

তটিনী গান গাহিতেছে। নলিনী প্রভৃতি বসিয়া তাহাই শুনিতেছে

তটিনীর গান

জলের লেখা সে হায়
চকিতে মিলায়ে যায়!
গানের কমল মোর
ঝরে যায়
বেদনায়!
এ যে শুধুরে আঁখির জল
খ'সে-পড়া ফুলদল
এ যে বালুকার নীড় না গড়িতে
ভাঙ্গে হায়।
তাই গানের কমল মোর
ঝরে যায়
বেদনায়!!

গান শেষ হইতে নলিনী কহিল

নলিনী। নিজেকে তুমি যেন আজ ধরা দিতে চাইছ তটিনী। বেদনার বিষ যেন তোমার বুকের ফাটল দিয়ে চুইয়ে বার হ'তে চাইছে।

তটিনী। তাই নাকি নলিনী !

নলিনী। তোমার গান শুনে তাই মনে হচ্ছিল।

তটিনী। মন অনেক সময় প্রতারিত হয়।

নলিনী। তা সত্যি। আমাদের মনে হোতো তুমি প্রজাপতি হয়েই থাকবে।

প্রতিভা। আমরাও শুনতুম তটিনী মিত্তির রাণীর মত য়ুনিভার্সিটীর ছেলেদের ওপর আধিপত্য করে।

তটিনী। এখন চেয়ে ছাখ যে শোঁয়াপোকা সেই শোঁয়াপোকাই রয়েচি।

নলিনী। তুমি যে মাষ্টারি করতে আসবে একথা কদিন আগে কে বলতে পারত ?

তটিনী। মাষ্টারির চেয়ে ভালো কাজ আর নেই !

নলিনী। দূর ! এও আবার একটা কাজ ? অসহ্য ড্রাজারি।

তটিনী। না, না, বেশ কাজ।

প্রতিভা। এ কথা কেন বলচ বলত ?

তটিনী। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায় পরের কার্জে।

প্রতিভা। কিন্তু কবিরা বলেন কেবলমাত্র প্রিয়তমের কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জীবনকে সার্থক আর সফল করে তোলা যায়।

তটিনী। তা হয়ত যায়। কিন্তু জীবনে সকলে যে একটি করে প্রিয়তম পাবেই এমন ব্যবস্থা কোন কালের কোন কবিই করতে পারেন নি ; নিজেরাও অনেকে পাননি—কল্পনার প্রিয়তমাকে নিয়েই কাব্য রচনা করে গেছেন। আমি বলচি প্রিয়তমের বংশীধ্বনি শোনবার সৌভাগ্য

যাদের হয়নি, ঘর বাঁধবার সুযোগ যারা পায়নি, তারা যদি মাষ্টারি করে, তাহলে শান্তিতেই তারা দিন কাটাতে পারে।

নলিনী। ঘর বাঁধবার কথায় মনে পড়ে গেল, তটিনী। ললিতা যে ঘর বাঁধচে।

তটিনী। শুনিচি।

নলিনী। তুমিও শুনেচ?

তটিনী। হ্যাঁ। নেমন্তন্নও পেয়েচি।

নলিনী। কে নেমন্তন্ন করলে, ললিতা?

তটিনী। না। বসন্ত।

নলিনী। বসন্ত!

তটিনী। Shocked হলে যে!

নলিনী। বসন্ত বিয়ে করচে বলে তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই—কিন্তু তোমাকে নেমন্তন্ন করলে কি করে?

তটিনী। আমার চেয়ে বড় বন্ধু তার নেই বলে!

নলিনী। I must say, you are a puzzle to me!

নলিনী চলিয়া গেল। তটিনী খিল খিল করিয়া হাসিল

প্রতিভা। নলিনী ও রকম করে চলে গেল কেন?

তটিনী। এক সময় ও ভেবেছিল বসন্তর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। ঘটনাচক্রে তা হোলো না। সে বিয়ে করচে। আর তার বিয়েতে যোগ দেবার জন্যে আমাকে নেমন্তন্ন করেচে। এইটেই ও সইতে পারচে না।

তটিনীর বিচার

প্রতিভা। তুমি পারচ ?

তটিনী। দেখতেই ত পাচ্ছ আমি হা হতোস্মি বলে কপালে করাঘাত করচিনে, সহজ ভাবেই খবরটা প্রচার করচি।

প্রতিভা। নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাবে না ?

তটিনী। না। বসন্ত মাঝে মাঝে বড় ছেলেমানুষী করে বসে। And I want to avoid a scene.

তটিনী বাহির হইয়া গেল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বসন্তর বাগান

শৈলেশ। বিয়ে তাহলে করলে বসন্ত ?

বসন্ত। না করলে ঠকতুম। কেননা তাহলে এই মুক্তোর মালা হয়ত তোমার মত বাঁদরের গলাতেই দুলত।

শৈলেশ ও বসন্ত একদিকে সরিয়া গেল

কলিকা। মাষ্টারি এবার শেষ তাহলে ?

নলিনী। দূর! শেষ হবে কেন। এখন প্রেমের পাঠশালায় গুরুগিরি চলবে।

কলিকা। গুরুগিরি না শাকরেদী ?

ললিতা। শোন্ ভাই, তোদের একটা কথা বলি।

তাহারা অন্যদিকে সরিয়া গেল।

বসন্ত। সে আসবে না আমি জানতুম। তবুও তাকে না জানিয়ে থাকতে পারলুম না। হয়ত ভেবেচে আমি তাকে আঘাত করবার জন্যেই আসতে লিখেচি। কিন্তু শৈলেশ তা সত্য নয়।

শৈলেশ। না, না। তটিনী তা মনে করেনি। শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠিয়েচে।

ললিতা কাছে আসিল.

ললিতা। আপনাদের তটিনী দেবী বুঝি সময় করে আসতে পারলেন না?

শৈলেশ। আজ্ঞে, আসবার তার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়ল বলে আসতে পারলেন না।

ললিতা। কি অসুখ, মর্ম্মপীড়া নয় ত?

ডাক্তার ভোস প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সমর।

ভোস। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ললিতা। আসুন, আসুন ডক্টর ভোস। কি সৌভাগ্য আমার!

ডক্টর ভোস। বিলক্ষণ! এমন দিনেও আসব না? হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ললিতা। My husband—Doctor Bhose.

ভোস। Late of Chicago.

বসন্ত। ও। কতদিন সেখানে ছিলেন?

ভোস। সাত বছর। Varied experience হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ললিতা। ইনি হচ্ছেন মিঃ শৈলেশ সেন, বাংলায় এম-এ পড়েন। কিন্তু বিজ্ঞানে এঁর আশ্চর্য্য জ্ঞান। আর মেয়েদের অকারণে অপমান করতে ইনি অদ্বিতীয়।

ভোস। ও কাজটি করবেন না মিঃ সেন। ওদেশে গেলে বিপদে পড়বেন।

ললিতা। ওঁকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। চলুন ডক্টর ভোস, আমার বান্ধবীদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি।

তাহার হাত ধরিল।

ভোস। বান্ধবী! শিকাগোর তরুণীরাও আমাকে দেখলে ঘিরে দাঁড়াত। বলত ফরচুন বলে দাও, ম্যাজিক দেখাও, বেদান্ত শোনাও। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ।

তাহারা পেছন দিকে চলিয়া গেল। সমরও তাহাদের পিছনে যাইতেছিল। শৈলেশ তাহাকে ডাকিল।

শৈলেশ। সমর!

সমর ফিরিয়া আসিল।

চিন্তেই পার না যে।

সমর। দলত্যাগীর সঙ্গে কথা বলা যে নিষেধ, দলত্যাগ করে তাও কি ভুলে গেছ?

চলিয়া যাইতেছিল

বসন্ত। শৈলেশ! শৈলেশ! ডাকত ওই ভদ্রলোককে।

শৈলেশ। সমর! সমর!

সমর ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু ফিরিয়া আসিল না।

ও আসবে না।

বসন্ত। ওকে কখনো দেখিনি, কিন্তু ওর গলার স্বর যেন শুনেচি। সেদিন রাতে যারা আমায় আক্রমণ করেছিল, আমার বিশ্বাস ও তাদেরই একজন।

শৈলেশ। বল কি!

বসন্ত। I am almost sure,

শৈলেশ। আর আজ এসেচে নেমন্তন্ন খেতে!

বসন্ত। চল না কাছে গিয়ে দেখি।

পিছনের দিকে চলিয়া গেল। নলিনী, কলিকা প্রভৃতি আগাইয়া আসিল।

কলিকা। ললিতার ভাগ্য ভাল।

নলিনী। ভাগ্যের কথা বলিসনি, হাতের কায়দার কথা বল।

কলিকা। হাতের কায়দা কিরে, নলি?

নলিনী। গাঁথবার আর টেনে তোলবার। ললিতা অতবড় কাৎলাটাকে গাঁথল আবার টেনেও তুল্ল। তটিনী ত পারল না।

কলিকা। তটিনী নিজেই সরে দাঁড়িয়েচে।

নলিনী। নিজেই সরে দাঁড়িয়েচে! সকাল, সন্ধ্যে, রাত বারোটা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকত। পারলে না তাই ত সরে দাঁড়াল। আমার নাম করে তাকে বলিস, আমি এই কথাই বলিচি।

ডাক্তার ভোস, ললিতা আর সমর আগাইয়া আসিল

ভোস। অনেক আশা করে এসেছিলুম, তটিনীর দেখা পাবো।

ললিতা। তটিনী কি আমার বাড়ীতে আর কোনদিন পায়ের ধূলো দেবে? কি বলিস নলি?

নলিনী। তুমি যা করেচ!

ভোস। কি করেচে ললিতা?

নলিনী। বসন্তকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েচে।

ললিতা। না, ডক্টর ভোস। আমি দূরেই সরে ছিলুম। পরের জিনিস কেড়ে নেবার প্রবৃত্তি আমার কোনদিনই ছিল না।

ভোস। কেড়ে নিলেও দোষ নেই। কেননা Nothing is unfair in love and war. হাঃ! হাঃ! হাঃ!

নলিনী। ঠিক, ঠিক দাদু!

ভোস। দাদু!

কলিকা। আপনাকে দেখেই দাদু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ভোস। দাদু। অবশেষে দাদু! Well, half a loaf is better than no bread. তাহলে শালী সম্বোধন শোনবার জন্যে তৈরী হয়ে থাক।

নলিনী। না, না, দাদু ও-সব রসিকতা এ যুগে চলে না।

ভোস। দাদুটাও যে সেকেলে ভাই।

ললিতা। ওরে নলি, শুধু কথা কাটাকাটি না করে দাদুকে একখানা গান শুনিয়ে দে।

ভোস। উত্তম প্রস্তাব।

নলিনী। একখানা প্রেমের গান গাইব দাদু?

ভোস। নিশ্চয়, নিশ্চয়। Love is supreme!

নলিনী প্রতিভা গান শুরু করিল।

নলিনী-প্রতিভার গান

এবার যে গান গাইতে হবে
মিলন-রাগে
যে গান শুনে গোলাপ জাগে
অরুণ বরণ আঁখির আগে।
এবার সে গান গাইতে হবে
মিলন-রাগে॥
যে গান গেয়ে চাতক চলে
মেঘের দেশে
নদীর যে স্থুর সাগর জলে
স্বপ্নে মেশে
মনের যে গান মনের লাগি
স্বপন আঁকে
এবার সে গান গাইতে হবে
মিলন-রাগে।

গান শেষ হইবার মুখে মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বসন্তর বাগান-বাড়ীর ঘর

বসন্ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসিয়া পড়িল।
ফ্রেম হইতে ফোটো খুলিল। ললিতার ছবি রাখিয়া দিল।
তটিনীর ছবিখানা তুলিয়া লইয়া কহিল

বসন্ত। শুভেচ্ছা জানিয়েছ, তটিনী। কিন্তু তুমি জাননা, যেদিন তোমাকে হারিয়েচি, সেই দিন থেকেই আমার জীবন অশুভ হ'য়ে উঠেচে।

দুয়ারে করাঘাত হইল। সেইদিকে চাহিয়া দেখিল—
আবার করাঘাত হইল। তাড়াতাড়ি ফোটো দুখানা ড্রয়ারে রাখিয়া উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। ললিতা প্রবেশ করিল।

ললিতা। পালিয়ে এলে কেন? আর এসেই বা দোর বন্ধ করেছিলে কেন?

বসন্ত। এত গোল আমি আর সইতে পারচিনা। আমার শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েচে।

ললিতা। কিন্তু আজত সে কথা বল্লে চলবে না।

ললিতা নিজের চেহারা দেখিবার জন্য টেবিলের কাছে গেল। কেশ বেশ ঠিক করিয়া লইল। ফ্রেমখানা তুলিয়া লইয়া বসন্তর দিকে চাহিল।

আমার ফোটো কি হোল? ফ্রেম থেকে কে খুলে নিল?

ড্রয়ার খুলিয়া তটিনীর ফটো লইয়া

তটিনীর ফটো এখানে কি করে এল!

তটিনীর বিচার

বসন্তর দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল

ওই ফ্রেমে আমার ফোটোর যায়গায় এই ফোটো তুমি রাখবে? আজকের দিনে!

ফোটোখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; বসন্ত ছুটিয়া আসিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিল।

বসন্ত। ও কি করলে তুমি!

ললিতা। যদি পারতুম, তাহলে তোমার বুকের ভেতর তটিনীর যে ছবি রয়েচে তাও এম্নি করে ছিঁড়ে ফেলতুম।

বসন্ত কিছুকাল তাহার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল

বসন্ত। আশ্চর্য্য লোক তুমি!

ললিতা। খুবই আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে, না? বিয়ের রাতেই অন্য এক নারীর ফোটো তুমি পূজো করবে আর আমি পতি দেবতার সেই পুণ্য কাজ পরমানন্দে চেয়ে চেয়ে দেখব!

বসন্ত। দেখতে না পার, সরে যাও।

ললিতা। চমৎকার! এক প্রহরেই এই রূপান্তর! কিন্তু ডাকলেই ছুটে আসব আর হাঁকিয়ে দিলেই চলে যাব, তেমন মেয়ে আমি নই। শালগ্রাম সামনে রেখে যে অধিকার দিয়েচ, সে অধিকার তুমি ত ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারনা।

বসন্ত। সেই অধিকারের গরব নিয়েই তুমি থাক, আমাকে কখনো বিরক্ত করো না। যাও, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ললিতা। আজ তা পারবে না।

বসন্ত। তুমি কি চাও, কি পেলে তুমি খুশী হও বলো।

ললিতা। এতদিন যারা আমায় উপেক্ষা করেচে, উপহাস করেচে, আজ, অন্ততঃ আজ, তোমাকে পাশে নিয়ে তাদের সামনে আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।

বসন্ত। কে তোমাকে উপেক্ষা করেচে, উপহাস করেচে ?

ললিতা। তুমি, তটিনী, শৈলেশ, তোমাদের দলের সকলে। আমার অপরাধ আমি মাষ্টারি করতুম, আর তটনীর গরব সে ছিল ধনীর দুলালী। আজ চাকা যখন ঘুরে গেছে, তখন...

বসন্ত। তখন ভাবচ সকলকে দলে, পিষে, গুঁড়িয়ে দেবার অধিকার তোমার আছে ?

ললিতা। হাঁ, তাই আছে !

কলিকা ছুটিয়া আসিল।

কলিকা। ভাই ললিতা, তোমার বাড়ীতে চোর এসেচে।

ললিতা। ও ! তোর মন চুরি গেছে ? কে করলে !

কলিকা। না, না সে চুরি নয়। সত্যিকারের চুরি। আমার নেকলেস, প্রতিভার মুক্তোর কলার আর হিমানীর হীরের দুল পাওয়া যাচ্ছেনা।

ললিতা। সে কি !

কলিকা। প্রতিভা ত কেঁদেই ফেলেচে। আর আমরাও কেউ এমন বড়লোক নই যে এ ক্ষতি হাসিমুখে সইতে পারব।

ললিতা। ওগো, এখন আমরা কি করব ?

বসন্ত। বসে বসে জটলা করব।

ললিতা। চোর ধরব না ?

বসন্ত। চোর ধরা দেবার জন্যে বসে রয়েচে কিনা।

কলিকা। চেষ্টা করলে এখনো হয়ত ধরা যায়। শৈলেশবাবু বাইরে যাবার সব দরজা বন্ধ করে দিয়েচেন।

ললিতা। চল, শৈলেশবাবুকে নিয়ে তুমি যা হয় একটা কিছু কর। আমাদের বিয়ের দিনে এ ক্ষতি ওদের হতে দোবনা। আয় কলি।

তাহারা অগ্রসর হইল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বসন্তর বাগান

সকলে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ভোস একটী টেবিলে তাস লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন।

শৈলেশ। আপনারা কিছু ভাববেন না। বসন্ত এলেই আমরা পুলিসে খবর দোব।

ভোস। অগ্নি চোর সোজা এসে বলবে, আমি হাজির আপনারা আমাকে গ্রেফতার করুন। হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

ললিতা, কলিকা, বসন্ত প্রবেশ করিল।

এই যে ললিতা, এদিকে যে ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে।

ললিতা। শুনেই ত ছুটে এলুম। কি করা যায় বলুন ত ?

শৈলেশ। করবার আর কি আছে, পুলিসে খবর দিন। বসন্ত চল আমরা থানায় ফোন করি।

বসন্ত। There is nothing else to do.

তাহারা দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

ভোস। One minute gentlemen !

তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কাকে কান নিয়ে গেছে শুনেই কানে হাত দিয়ে না দেখে, কাকের পেছনে ছোটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

শৈলেশ ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল, কহিল

শৈলেশ। আপনি কি বলতে চান ?

ভোস। চুরি আদৌ হয়েচে কিনা সেইটেই আগে দেখে নিন।

শৈলেশ। হয়নি মানে !

কলিকা। আমার নেকলেস ?

প্রতিভা। আমার মুক্তোর কলার ?

হিমানী। আমার হীরের দুল ?

ভোস। আর শৈলেশ বাবুর cuff-links ?

শৈলেশ। আমার cuff-links !

ভোস। দেখুন না চেয়ে।

শৈলেশ। তাইত !

কলিকা। আশ্চর্য্য !

নলিনী। তাজ্জব ব্যাপার!

ভোস। এইবার ঠিক বলেচ নলিদি, তাজ্জব, magic, চুরি নয়।

ললিতা। চুরি নয়!

ভোস। নিশ্চয়ই নয়। শিকাগোর বড় বড় পার্টিতে এরকম practical joke হতে দেখিচি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

শৈলেশ। থামুন মশাই! ওরকম করে হাসবেন না। এখন বলুন জিনিষগুলো কি হয়েচে।

ভোস। ব্যস্ত হবেন না। এই ঘরেই আছে। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় যদিও, তবুও যাঁরা যা নিয়েচেন, তাঁরা যে তা চুরি করেন নি, একথা আমি হলফ করেই বলতে পারি।

বসন্ত। হেঁয়ালী রেখে একবার স্পষ্ট করে সব বলুন। পুলিসে খবর দিতে অকারণ দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ভোস। At your service my host.

উঠিয়া বাউ করিল

Now, Ladies and gentlemen আপনারা যে যা নিয়েচেন, তা কেউ চুরি করবার মতলবে নেননি—রগড় করবার জন্যেই নিয়েচেন। কাজেই আমি যদি আপনাদের কাছ থেকে সেগুলো বার করে দি, তাহলে আশা করি আপনারা আমাকে অপরাধী করবেন না।

নলিনী। আমাদের কাছ থেকে বার করে দেবেন!

ভোস। আর রহস্য কেন, নলিদি। ব্যাগটা খুলে হিমিদির হীরের দুল দুটো বার করে দাও ত।

নলিনী। ব্যাগ আমি খুলচি। কিন্তু মনে রাখবেন you have made a serious allegation against me.

ব্যাগ খুলিয়া

একি!

একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

হিমানী। এই যে আমার হীরের দুল!

নলিনী। আমায় এমন করে অপমান করতে কে এ কাজ করলে! এই নাও হিমানী তোমার দুল। বিশ্বাস কর এ কাজ আমি করিনি।

হিমানী। তুমি কেন নেবে ভাই, তুমি কেন নেবে?

শৈলেশ। Now Doctor Bhose or whoever you may be আপনি কি করে জানলেন যে নলিনীদেবীর ব্যাগে হীরের দুল আছে? Will yon explain it?

ভোস। Shall I?

শৈলেশ। You have got to do it.

ভোস। কেমন করে জানলুম, য়্যা? ঠিক যেমন করে জানলুম আপনার পকেটে প্রতিভাদির মুক্তোর কলারটা রয়েচে।

শৈলেশ। আমার পকেটে!

দুই হাত দুই পকেটে দিয়া

My Lord!

ভোস। Out with it Sir, out with it,

শৈলেশ নির্ব্বাক হইয় কলারটি বাহির করিয়া ধরিল।

এই নাও প্রতিভাদি তোমার মুক্তোর কলার।

শৈলেশ। বসন্ত আমি ভাই কিছুই বুঝতে পারচিনে।

ভোস। পুলিসে খবর দিলে কি ফ্যাসাদেই পড়তেন, বলুন ত শৈলেশবাবু?

ললিতা। কলির নেকলেসটা।

কলিকা। হ্যাঁ আমার নেকলেস?

ভোস। তুমি হচ্ছ Hostess ললিতা। তোমার এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া ঠিক হয়নি। নেকলেস সুন্দরীর কণ্ঠেই শোভা পায়—ওই পামপটে কেন সেটা রেখে দিয়েচ? হাঃ! হাঃ! হাঃ!

মেয়েরা ছুটিয়া গেল।

ললিতা। এই যে কলি তোর নেকলেস সত্যিই এখানে।

ভোস। Now সমর, তোমার বুক পকেটে শৈলেশবাবুর cuff-links রয়েচে, ফিরে দাও, নইলে, you will be handcuffed.

শৈলেশ। তুমি নিয়েছিলে!

সমর। স্বীকার করতে পারি, যদি তুমি স্বীকার করো প্রতিভাদেবীর মুক্তোর কলার তুমি চুরি করেছিলে।

দুজনা দুজনার দিকে চাহিল।

নলিনী। কিন্তু দাদু আপনাকে বলতেই হবে এ ভোজবাজী কেমন করে দেখালেন।

ভোস। সেটা ভোজের টেবিলেই বলব। এখন বড় ক্ষিধে পেয়েচে। ওঃ বা, আর একটা জিনিস যে রয়ে গেছে আমার পকেটে।

নলিনী। কি দাদু, কি?

ললিতা। আপনার পকেটে আবার কি লুকোনো রয়েছে ডক্টর ভোস ?

ভোস। এই টায়রার মালিক কে বলত ?

নলিনী। আমি নই।

কলিকা। আমিও নই।

ভোস। প্রতিভাদি, তুমি ?

প্রতিভা। না দাত্থ।

ভোস। ও হো হো হো ভুলেই গেছলুম। এটা যে আমিই এনেছিলুম ললিতাকে উপহার দেবো বলে। এস এস ললিতা, এস।

ললিতার কাছে গিয়া পরাইয়া দিল:

ললিতা। চলুন ডক্টর ভোস, ডিনারে চলুন।

নলিনী। ভোজবাজীর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে কিন্তু।

ভোস। বলব বৈকি! কিন্তু বুঝতে একটু দেরী হবে। কেননা সে হচ্ছে শিকাগোর প্যাঁচ !

যবনিকা পড়িল।

চতুর্থ পর্ব্ব

তটিনীর বোর্ডিংয়ের ঘর

তটিনী বসিয়া বসিয়া গান গাহিতেছে।

তটিনীর গান

ও তোর দুখের পূজায় আসবে যদি নয়ন ভরে জল
একা তুই গান গেয়ে চল, গান গেয়ে চল।
হারাণো তোর মনের পিছে
চাসনে ফিরে চাসনে মিছে
ও তোর ঝরা ফুলের গন্ধে মাতাল মনের বনতল।

কৃষ্ণভামিনী প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণভামিনী। খুকী!

তটিনী মুখ ঘুরাইয়া দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল।

তটিনী। মা! তুমি এসেচ! বোস মা।

মাকে জড়াইয়া ধরিল।

কৃষ্ণভামিনী। বাড়ী চল, খুকী।

তটিনী। তুমি বোস মা, তুমি বোস।

ধরিয়া বসাইল।

কৃষ্ণভামিনী। আজ তোকে বাড়ী নিয়েই যাব। অত বড় বাড়ীতে একা থাকতে আমার যে কষ্ট হয় তাও তুই বুঝবিনে? যে কদিন আমি আছি, তুই আমার কাছেই থাকবি। আমি মরে গেলে যেখানে ইচ্ছে থাকিস। আমি ত আর দেখতে আসব না।

তটিনী। আমি ত রোজই তোমায় একবার করে দেখে আসি মা।

কৃষ্ণভামিনী। তাতেই কি আমি শান্তি পাই? তুই চলে আসিস আর আমার মনে হয় যেন সংসারে আমার কেউ নাই, কিছু নেই। আমি যে কুড়িটা বছর তোকে নিয়েই সব ভুলে ছিলুম মা।

তটিনী। জানি তোমার কষ্ট হয়। কিন্তু জীবনে এমন অনেক কাজ কি করতে হয় না মা, যাতে দুঃখ আছে, ব্যথা আছে? আজও তুমি আমাকে যদি বুকে করেই রাখ, সংসারের সকল তাপ থেকে তুমি যদি তোমার আঁচল ঢাকা দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েই চল, তাহলে নিজের পায়ে ভর দিয়ে আমি যে কোনদিনই দাঁড়াতে পারব না। সেই কি আমার ভালো হবে মা?

কৃষ্ণভামিনী। দ্যাখ ত কি চেহারা হয়ে গেছে। এই খাওয়া, এই ভাবে থাকা, সকাল বিকেল এই খাটুনী—এ কি তোর সহ্য হয়?

তটিনী। তুমি বলচ আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি। আর এখানকার সবাই আমাকে দেখে বলে আমি হাতীর বাচ্চা! তুমি এসেচ শুনলে সবাই হাতী দেখতে ছুটে আসবে!

কৃষ্ণভামিনী। তা আসুক। এখানে তোর থাকা হবে না!

তটিনী। তুমি কি ভাবচ আমি রাগ করে চলে এসেচি?

কৃষ্ণভামিনী। আমি কিছু ভাবিনে। আমি শুধু তোকে নিয়ে যেতে চাই।

তটিনী। মা। তুমি ব্যথা পাবে জানি। তবুও আমাকে বলতে হচ্ছে আমি কোথাও যাব না। সারা জীবন এই কাজ নিয়েই পড়ে থাকব। আমি যখন তখন বেরিয়ে যেতুম, ছেলেদের সঙ্গে পিকনিকে, পার্টিতে, খেলার মাঠে আমোদ করতুম—তুমি পছন্দ করতে না।

কৃষ্ণভামিনী। আমার ভয় হোতো। তোর ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি ভয় পেতুম। তাই বলতুম ওসব কাজ ভাল নয়।

তটিনী। ঠিক করতে মা। আজ আমি নিজেই বুঝিচি ওর মাঝে কিছু নেই। ও-সব যারা করে, তারা আমোদ পায়, ফুর্ত্তি পায় কিন্তু জীবনের সত্যিকারের পরিচয় কখনো পায় না। তারা হাওয়ায় ভাসে, সাবানের বুদ্বুদের মত নানা রঙও ধরে, আবার বুদ্বুদের মত ফেটেও যায়, জাগ্রত নারী-সমাজে তাদের আর ঠাঁই থাকে না।

কৃষ্ণভামিনী। অত কথা আমি কোনদিন ভাবিনি—শুধু তোর কথাই ভেবেচি।

তটিনী। হয়ত ভাবনি। কিন্তু যারা মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় তারা তা কেন শেখায়? শেখায় যাতে তারা শক্তি অর্জ্জন করতে পারে, অবিচারে অনাচারে সায় না দিয়ে যাতে তারা জীবনের ঝড়-বাদলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। আমার মা…

গলা কাঁপিয়া গেল, চোখে জল দেখা দিল। কৃষ্ণভামিনী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল

কৃষ্ণভামিনী। ও-কথা থাক মা।

তটিনী। সে কথা আমি ভুলতে পারচিনি মা। অত্যাচারে,

অনাচারে, গৃহহারা হয়ে তোমার আশ্রয়ে এসে তাকে মরতে হোলো—এ আমি কেমন করে ভুলে থাকব? আমার বাবার নির্ম্মম ব্যবহারের প্রতিবাদটুকুও হয়নি, আর আমি তাই জেনে-শুনে, নিশ্চিন্ত মনে হেসে, গেয়ে, নেচে বেড়াব এই কি তুমি আশা কর?

কৃষ্ণভামিনী। তোর বাবা চলে যাবার চার মাস পরে তুই জন্মেছিস। আজ তুই তার কি করবি?

তটিনী। আজ আমি তার কি করব! যুগ যুগ ধরে মেয়েরা লেখা পড়া শিখেও এ প্রশ্নের জবাব ঠিক করতে পারচে না। অসহায়ের মত আশ্রয় খুঁজচে, প্রতারিত হচ্ছে, জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, আর বুক চাপড়ে বলচে—প্রতিকার, প্রতিকার আমি কি করে করব? কিন্তু প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে, শিক্ষা কোন কাজে লাগবে, মা? দুদিনের হাসি গান, উৎসব, আমোদ ত নারীর সারা জীবন সার্থকতায় ভরে দিতে-পারবে না। আর তা পারবে না বলেই আমি মেয়েদের জীবনে বাস্তবতার পরশ এনে দিতে চাই। যে শিক্ষা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াবে না, মনে এনে দেবে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধিকারবোধ, সেই শিক্ষার প্রচার আমি করতে চাই। অনেক দুঃখু নিয়ে তুমি আমাকে বড় করে তুলেচ মা, আরো বড় হতে আমায় দাও। তাতে তোমার, আমার, সব শিক্ষিত নারীর মঙ্গল হবে, মা।

কৃষ্ণভামিনী। তা এ সব কি তুই আমার কাছে থেকে করতে পারিস না? আমি কি তোকে বাধা দোব?

তটিনী। না মা। বাধা তুমি দেবেনা, আমি জানি। কিন্তু মা দেব-বিগ্রহকে ড্রয়িং-রুমেও রাখা যায়, তবুও আমরা তাকে প্রতিষ্ঠা করি

মন্দিরে ; ঘরে বসেও ভগবানকে ডাকা যায়, তবুও আমরা ছুটে যাই তীর্থে। ঠিক সেই কারণে এইখানেই আমাকে থাকতে হবে মা। নইলে আমি যা চাই তা পাব না।

কৃষ্ণভামিনী আঁচলে চোখ মুছিল।

এই ছ্যাখ মা তুমি কাঁদচ।

তাহাকে আদর করিতে করিতে

না, না, মা, আমি যোগিনী হব না, গেরুয়া পরব না, রুদ্রাক্ষের মালা হাতে বাঁধব না। সে সাধনা নয় মা, সে সাধনা আমার নয়। আমি রোজ গান গাই মা, কবিতাও লিখি, ফুল এখনও ভালবাসি, এখনও মেয়েদের নিয়ে টেনিস খেলি—তুমি ভেবোনা মা, কিচ্ছু তুমি ভেবোনা।

মাকে আদর করিতে লাগিল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বসন্তর বাগান-বাড়ীর ঘর

বসন্ত কাগজ পড়িতেছিল। টেবিলের ওপর মদের গ্লাস, সোডার সাইফেন। ললিতা প্রবেশ করিল

বসন্ত। বাইরে যাচ্ছ ?

ললিতা। হ্যাঁ।

বসন্ত। পোষাক বদলে যাও।

ললিতা। কেন ?

বসন্ত। কোন ভদ্রলোকের স্ত্রী ও-রকম পোষাক পরে না।

ললিতা। আমিই না হয় ফ্যাসান সেট করলুন।

বসন্ত। But dont you see that you look like a vulgar vamp ?

ললিতা। Vamp!

বসন্ত। অবিকল!

ললিতা। কিন্তু তটিনী যেদিন পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে নেচে নেচে বেরিয়েছিল, সেদিন ত তাকে vulgar vamp বলে মনে হয়নি।

বসন্ত। তটিনী!

ললিতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার তটিনী।

বসন্ত। তটিনীকে সেদিন সুন্দর মানিয়েছিল।

ললিতা। আর আমার দিকে চেয়ে দেখতেও তোমার ঘৃণা হচ্ছে!

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

বসন্ত। শোন।

উঠিয়া পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিল।

এই চিঠির অর্থ কি?

ললিতা চিঠিখানা লইয়া কহিল

ললিতা। হ্যাঁ, এই টাকাটা দিতে হবে।

বসন্ত। দশ হাজার টাকা ওইভাবে দিয়ে দিতে হবে?

ললিতা। না দিতে চাও, ফল ভোগ করবে।

বসন্ত। তুমি বলছ কি ললিতা! যার নাম পর্য্যন্ত কখনো শুনিনি, তারও দাবী এইভাবে পূর্ণ করব!

ললিতা। তুমি নাম জাননা বলেই কি তার এই পাওনা টাকা মারা যাবে? টাকা আমি নিয়েছিলুম, বিয়ের পর তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে শোধ করে দোব বলে। আমি ধার করেছিলুম, দলিল তাদের কাছেই কাছে।

বসন্ত। এ টাকা আমি দোবনা।

ললিতা। কেন?

বসন্ত। আমাকে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কেউ একটা পয়সা নিতে পারবে না। আশ্চর্য্য, লোকটা আমাকে ভয় দেখিয়েচে!

ললিতা। দেনা অস্বীকার করে বীরত্ব জাহির করতে চাও বুঝি? ভালো লোককেই বিয়ে করেছিলুম।

বসন্ত। আমাকে কেন বিয়ে করেচ বলতে পার?

ললিতা। তোমাকে ভালোবাসি বলে নিশ্চয় নয়!

বসন্ত। তবে?

ললিতা। বিজয়িনী হব বলে। দ্বন্দ্বে তটিনীকে পরাজিত করব বলে।

বসন্ত। শুধু কি এই কারণে?

ললিতা। না। আরো কারণ আছে।

শৈলেশ। (নেপথ্য হইতে) আসতে পারি বসন্ত?

ললিতা। আসুন শৈলেশবাবু।

শৈলেশ প্রবেশ করিল।

আপনি এসে পড়েচেন, ভালোই হয়েচে। আপনার বন্ধু জানতে চাইছেন···

বসন্ত। আমি কিছু জান্তে চাইনি।

ললিতা। আপনার বন্ধু জানতে চাইছেন আমি তাকে বিয়ে করিচি কেন? আপনি বলতে পারেন কেন?

শৈলেশ। আজ্ঞে, আপনার মনের কথা আমি কি করে জানব?

ললিতা। বিয়ে করবার তিনটে কারণ আছে।

শৈলেশ। ও-সব কথা আমার সাম্নে না বলাই কি ভালো নয়?

ললিতা। না, না, গোপন করবারও কিছু নাই।

বসন্ত। বল, কি কারণে বিয়ে করেছিলে।

ললিতা। তিনটে কারণে। এক, তটিনী পরাজিত হবে বলে। দুই, ভালো খেতে পরতেঁ পাব বলে। আর তিন, ইচ্ছে মত খরচ করবার জন্যে টাকা পাব বলে।

শৈলেশ। আপনি ঠাট্টা করচেন।

ললিতা। না।

শৈলেশ। বিশ্বাস হয় না।

ললিতা। কেন? বড় বড় কথা বলে মিথ্যেকে মনোরম করচি না বলে?

শৈলেশ। ও-সব ভেবে কে আবার বিয়ে করে?

ললিতা। মেয়ের বিয়ে দেবার আগে আপনার সমাজের মা-বাপ কি চায় বলুন ত? বরের বাপের বাড়ী আছে কিনা, বর চাকরী করে কিনা, মেয়ে তার ইচ্ছে মত কাজ করতে পারবে কিনা? বলুন করে কিনা?

শৈলেশ। হাঁ, তা-ই করে।

ললিতা। ভালোবাসার প্রশ্ন তার মাঝে থাকে না, তা মানেন?

শৈলেশ চুপ করিয়া রহিল।

বলুন, চুপ করে রইলেন কেন?

শৈলেশ। আগে থাকে না। But it grows later on.

ললিতা। বাজে কথা। তবুও তা মেনে নিচ্ছি তর্কের খাতিরে। আমার মা-বাপ নেই। বিয়ের ব্যবস্থা আমাকেই করে নিতে হয়েচে।

তাই আমিও যখন দেখলুম আপনার বন্ধুর টাকা আছে, বাড়ী ঘর বিষয়-সম্পত্তি আছে, আধুনিকতার বাই আছে, তখন তাঁকেই আমি টার্গেট করলুম and I shot right through the bull's eyes.

শৈলেশ। কিন্তু আপনি ওঁকে ভালও বাসেন।

ললিতা। হাঁ, ভালোবাসতুম। স্বীকার করচি আমি ভালোবাসতুম। কিন্তু আমার সে ভালোবাসা ও পায়ে দলে পিষে ফেলেচে—শুধু একা নয়, ওর তটিনীকে সঙ্গে নিয়ে। মুখের কথায় সে ভালোবাসা ত আর ফিরে আসবে না। পারে আসতে?

শৈলেশ। পারে বৈকি। ভুল কিছু চিরস্থায়ী হয় না। ভালোবাসা ধীরে ধীরে জেগে উঠে এই ভুল ভেঙে দেয়।

ললিতা। ভালোবাসা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে না, শৈলেশবাবু! ভালোবাসা আসে ঝড়ের গতি নিয়ে। ঘূর্ণী হাওয়ার মত মানুষকে তা মাটি থেকে তুলে নেয়। যখন ফেলে দিয়ে যায় তখন তার এতটুকুও অবশিষ্ট রেখে যায় না। যাক এসব কথা আপনাদের বোঝানো যাবে না। সে চেষ্টাও আমি করব না। আমি চল্লুম। আপনারা বসুন।

খানিকটা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল

কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলে না?

বসন্ত। প্রয়োজন মনে করিনি।

ললিতা। আমি যাচ্ছি তটিনীকে নেমন্তন্ন করতে।

বসন্ত। No, no, you mustn't do that.

উঠিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

ললিতা। তুমি আমায় বাধা দেবে ?

বসন্ত। হাঁ, তাই দোব।

ললিতা। বাধা দেবার কোন অধিকার নেই তোমার।

বসন্ত। অধিকারের কথা নয়, ভদ্রতার কথা।

ললিতা। একটা মাতালের মুখে ভদ্রতার কথা শোভা পায় না।

বসন্ত আর শৈলেশ অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ললিতা বাহির হইয়া গেল। বসন্ত গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া কহিল

বসন্ত। দুঃখ কোরো না শৈলেশ। বোস।

শৈলেশ বসিল

শৈলেশ। জীবনের এইটেই বড় ট্রাজেডি বসন্ত যে, যাকে চাওয়া যায়, তাকে পাওয়া যায় না।

বসন্ত। তার কারণ কি জান ?

শৈলেশ। কারণ হচ্ছে পাবার জন্য যে সাধনার দরকার তা আমরা করতে পারি না।

বসন্ত। নারীর হৃদয় জয় করবার সাধনা বড় বিচিত্র। মান, অভিমান, মিনতি, কাকুতি কিছুই যখন কাজে লাগে না, তখন বলপ্রয়োগই বিধেয়। অবশ্য যদি জয়ী হতে চাও।

শৈলেশ। তুমি বর্ব্বর যুগের কথা বলচ বসন্ত।

বসন্ত। বর্ব্বরতাকে পেছনে ফেলে মানুষ আজও এগুতে পারে নি।

বসন্ত আবার গ্লাস মুখে তুলিল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

ডক্টর ভোসের ল্যাবরেটরী

আধা অন্ধকার ঘরে ডাক্তার ভোস একটী Spirit lampএর ওপর একটা test tube ধরিয়া বসিয়া আছেন। পিছনে সমর দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেছে।

ভোস। ওই ফুটচে। টগবগ, টগবগ! মৃত্যুর দূত সব বাইরে আসবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেচে। Crystalised হয়ে ওরাও মুমূর্ষু ছিল। নবজীবনের আনন্দে কলরব করচে—টগবগ, টগবগ। ব্যস্! ব্যস্! ব্যস্!

Test tubeটা সরাইয়া লইয়া সমরের দিকে চাহিল

একি, তুমি! তুমি এখানে কখন এলে? কেন এলে?

Test tube রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

সমর। আমি লুকিয়ে ছিলুম।

ভোস। You were spying on me!

সমর। না, না।

ভোস। তবে আমাকে না বলে তুমি কেন এখানে এলে?

সমর। আপনার অনুমতি চাইতে সাহস পাই নি।

ভোস। তাই তারও চেয়ে দুঃসাহসের কাজ তুমি করলে?

সমর। শুধু কৌতুহলের বশে।

ভোস। আমার ক্ষতি করবার উদ্দেশ্যে নয়?

সমর। আজ পর্য্যন্ত কোন অবিশ্বাসের কাজ আমি করিচি ?

ভোস। না। তা করনি।

সমর। তাহলে কৌতুহলের বসে এই যে অন্যায় কাজ করে ফেলিচি তা কি আপনি মার্জ্জনা করতে পারেন না ?

ভোস। মার্জ্জনা ? হাঃ! হাঃ! হাঃ! স্নেহ, মায়া, দয়া, ক্ষমা এই সব শব্দের অর্থ অভিধানে আছে অভিধানেই থাক। আমার মনে ওদের স্থান নাই। তুমি আমার শাকরেদ, আমার অনেক বিদ্যা তোমায় শিখিয়েচি। কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তোমাকে আমি শেখাব না। আর যদি কখনো শেখাই তোমাকে বেঁচে থাকতে দোব না। বল, শিখতে চাও ?

সমর। না।

ভোস। Coward! Coward! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। কিন্তু জীবনের বিনিময়ে ও শিক্ষা নিয়ে আমার লাভ ?

ভোস। লাভ তোমার কিছুই নাই, কিন্তু আমার আছে। তোমার ওপর expriment করে আমি দেখতে চাই, এতদিন আমি যা চেয়েচি তা পেয়েচি কি না। Come on! Be ready!

Test tube হইতে একটা crucibleএ ঢালিয়া

সামান্য কয়েক ফোঁটা। স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, say only half a drachmn!

Crucible লইয়া

Swallow it! টুক করে খেয়ে ফেল, স্বাদ নেই, গন্ধ নেই,…and let me note the result. come on! come on!

সমর তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

সমর। আপনাকে আমি বাবার মত শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, আপনি আমাকে বাঁচান।

ভোস। বাবা! বাবা! কেউ কখনো ডাকেনি। তাই বুঝিনে ও ডাক শুনলে মানুষের মন কেন নরম হয়ে যায়। যাদের যায়, তাদের যায়। আমি ওতে টলিও না, গলিও না। কিন্তু তবুও তোমাকে ক্ষমা করলুম। ওঠ।

সমর উঠিয়া দাঁড়াইল

সমর। আমি শুধু চোখেই দেখেচি। কি করলেন কিছুই ত বুঝি নি।

ভোস। আচ্ছা আগে তোমায় বুঝিয়ে দি। আনো ওই মাইক্রোসকোপ!

সমর একটা মাইক্রোস্কোপ আনিয়া রাখিল

এই slide পরিয়ে দিলুম। ছাখ। আচ্ছা দাঁড়াও আমি আগে দেখে নি।

slide দেখিল

হ্যাঁ, ছাখ এইবার।

নজে উঠিয়া দাঁড়াইল। সমর দেখিল

কি দেখচ?

সমর। অগণ্য বীজাণু চলা-ফেরা করচে।

ভোস। এই ক্ষুদ্র slideএ অগণ্য অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় বীজাণু। দেখ তাদের মধ্যে কত বৈচিত্র্য কত পার্থক্য। ঠিক যেমন একটা পৃথিবীর

মাঝে অসংখ্য মানুষ চলা-ফেরা করে। চেয়ে দেখ কতগুলো সবল আর কতগুলো দুর্ব্বল।

সমর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতগুলো নড়তে পারচে না, শুধু কাঁপচে, সবলগুলো তাদের ঠেলে চলতে পারচে না।

ভোস। ঠিক যেমন আমাদের এই পৃথিবীতে দুর্ব্বলরা, তামসিকতায় জড় মানুষরা শক্তিমানদের, প্রগতিশীলদের এগুতে দিচ্ছে না। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। যেগুলো সবল ছিল সেগুলোও দুর্ব্বল হয়ে পড়চে।

ভোস। তাই হবে। বলত এখন কর্ত্তব্য কি?

সমব। কার কর্ত্তব্য?

ডক্টর। তোমার, আমার, সকল চিন্তাশীল লোকের।

সমর। আমি জানি না।

ডক্টর। জান না?

অন্যদিকে গিয়া একটা dropperএ করিয়া liquid আনিল।

আচ্ছা, এইবার দেখা যাক।

Slide খুলিয়া dropper হইতে এক ফোঁটা slideএ ফেলিয়া

এইবার!

Microscope পরাইয়া

এইবার দেখ।

সমর। একি!

ডক্টর। বল কি দেখচ ?

সমর। দুর্ব্বলগুলো কাঁপছিল, কিন্তু এখন···

ডক্টর। বল এখন ?

সমর। এখন স্থির হয়ে গেছে।

ভোস। হাঃ! হাঃ! হাঃ! মরে গেছে।

সমর। সব মরে গেছে ?

ভোস। দ্যাথ এখনই সব কুঁকড়ে যাবে, crumpled হয়ে যাবে, গুঁড়ো হয়ে যাবে। আর সবলগুলো অবাধে চলা-ফেরা করবার যায়গা পাবে, প্রয়োজনীয় খাদ্য পাবে।

সমর। দুর্ব্বলগুলোর চিহ্নও নেই, সবলগুলো মনের আনন্দে চলা-ফেরা করচে।

ডক্টর। করচে ত!

সমর। হাঁ।

ভোস। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। পৃথিবীর বুকেও এমনি অসংখ্য দুর্ব্বল, অক্ষম, অযোগ্য মানুষ রয়েচে। তাদেরও···

সমর উঠিয়া দাঁড়াইল

সমর। তাদেরও কি এইভাবে আপনি মেরে ফেলবেন ?

ভোস। যদি পারি, তাতে পৃথিবীর মঙ্গলই সাধিত হবে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া পিছু হটিতে লাগিল

ওকি হে!

সমর। আপনার সামনে দাঁড়াতে আমার ভয় হচ্ছে। আপনার দিকে চেয়ে দেখতেও আমার সাহস হচ্ছে না। আপনার প্রভাব বড় ভয়ানক, আপনি কি মানুষ!

ডক্টর তাহার দিকে অগ্রসর হইল

ভোস। আমি মানুষ, শুধুই মানুষ, কিন্তু অতি-মানুষ হবার সাধনায় আমি আত্মনিয়োগ করিচি। আমি সাফল্যলাভ করব, জয়মাল্য পাব, শ্রেষ্ঠ মানব-হিতৈষী বলে মানুষের ইতিহাসে আমি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকব।

সমর। ওই আপনার সাধনা! মানুষেকে মেরে ফেলবার ওই বিষ আবিষ্কার করে সমগ্র মানবজাতিকে আপনি ধ্বংস করতে চান!

ডক্টর। না, না, ওই বিষকে আমি অমৃতে রূপান্তরিত করিচি। আমারই নির্দ্দেশে সেই রূপান্তরিত বিষ মানুষকে অমর করে রাখবে, ঢুক করে একটুখানি খাবে, আর মৃত্যুঞ্জয়ী হবে। তুমি মূর্খ তাই বিশ্বাস করে খেতে পারলে না। That was an Elixir of life!

সমর। Elixir of life!

ভোস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, Elixir of life! An astounding discovery! বৃদ্ধ যৌবন ফিরে পায়, রুগ্ন পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করে, কুৎসিত কুরূপা নারী অপ্সরার মত সুন্দরী হয়। Elixir of life হাঃ! হাঃ! হাঃ!

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বসন্তর বাগান

বসন্ত আর শৈলেশ বসিয়া আছে। ললিতা প্রবেশ করিল

বসন্ত। আচ্ছা তুমি কি ভদ্র পোষাক পরবে না স্থির করেচ?

শৈলেশ। না, না, ওর কথায় আপনি মন খারাপ করবেন না। You look splendid madam!

ললিতা শৈলেশের কাছে আসিয়া কহিল।

ললিতা। আজ আর সান্ত্বনার প্রয়োজন নাই।

শৈলেশ। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারচি না।

ললিতা। বেশ পারচেন। সেই বাগানের কথা মনে নেই! তটিনীর অনুরোধে দয়া করে সেদিন একটা চন্দ্রমল্লিকা এনে দিলেন। মনে রাখবেন, তটিনীর অনুরোধে। তাতে অনুকম্পা বই কিছু ছিল না। সেদিন তা করতে আপনি লজ্জিত হন নি। কেননা সেদিন আপনি জান্তেন, আমি ছিলুম সামান্যা এক স্কুল-টিচার।

শৈলেশ। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন।

ললিতা। না, না, আপনি ঠিক কাজই করেছিলেন। গরীব স্কুল-টিচার আমি, কেন সেদিন নির্লজ্জের মত সেখানে গিয়েছিলুম? না ছিল সম্পদের দাবী, না ছিল ভালবাসার দাবী। চলুন ওইখানটায় আমরা বসি।

একটা আসনে গিয়া বসিল

সেদিন যা উচিৎ হয়েছিল, আজ তা অনুচিৎ। এই কথাটাই শুধু মনে রাখবেন।

পাশের টিপয়ে রক্ষিত ট্রে হইতে সিগারেট লইল।

সিগারেট ?

শৈলেশ। No thanks, খাই না।

ললিতা নিজেই তাহার দুই ঠোঁটের ভিতর একটা চাপিয়া ধরিল।

ললিতা। Help me please.

শৈলেশ থতমত খাইয়া দিয়াসলাই ধরাইল। বসন্ত উঠিয়া আসিয়া ললিতার মুখ হইতে সিগারেট লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বসন্ত। This is scandalous

ললিতা লাফাইয়া উঠিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া কহিল

ললিতা। কিন্তু একটি কুমারীকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে তার ঠোঁটের সামনে লিকারের গ্লাস তুলে দেওয়াও কম scandalous ছিলনা। তাও তুমি করেছিলে।

বসন্ত সরিয়া গেল। ললিতা আবার একটা সিগারেট ধরাইল। বসন্তর দিকে একরাশ ধোঁয়া ছড়াইয়া শৈলেশের দিকে ফিরিল।

Are you shocked ?

শৈলেশ। না, না।

ললিতা সিগারেটটা ফেলিয়া দিল।

ললিতা। তবে শুনুন। সেদিনকার সেই বাগানের কথাটাই আগে শেষ করেন। সেদিন Inflorescence, Law of gravitation এবং আরো নামা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করছিলেন, পাছে আমি আপনার কাছে প্রেম নিবেদন করি সেই ভয়ে…it was very clever of you. কিন্তু একটিবার কি আপনার মনে হয়েছিল যে একটি নারীর মনোভাব না জেনে তার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করা ভদ্রলোকের কাজ নয়, বর্ব্বরের কাজ? সেদিন অকারণে আপনি আমায় অপমান করেছিলেন। শুধু যে আপনিই তা করেছিলেন, তা নয়—তটিনী, এমনকি আজ যিনি আমার স্বামী, তিনিও। আমি গরীব বলে আমাকে সেদিন তা সইতে হয়েছিল। আর আজ? আজ যদি আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, তাই বুঝি অমার্জ্জনীয় অপরাধ হবে?

তটিনী আর সমর আসিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেশ। ওই দেখুন কে এসেচেন।

ললিতা। আসুন, আসুন মিস মিটার। আসুন সমরবাবু।

আগাইয়া গিয়া তটিনীর হাত নিজের হাতে লইল।

আমি জানতুম আপনি আসবেন।

বসন্তর কাছে গিয়া

মিস তটিনী মিটার, মিঃ চ্যাটার্জ্জী—আমার স্বামী।

বসন্ত। তোমার না জানবার কথা নয় যে আমরা দুজনে বিশেষ বন্ধু।

ললিতা। তটিনী দেবী আজ আমার guest. আর আমি যতক্ষণ না introduce করে দিই ততক্ষণ কোন যুবতীর সঙ্গে আমার স্বামীর আলাপ করায় বাধা ঘটতে পারে। না তটিনী দেবী?

তটিনী। আপনি বেশ মজার কথা কইতে পারেন।

ললিতা। আগেও পারতুম। কিন্তু তখন গরীব ছিলুম বলে আপনারা তা কানেই তুলতেননা। মিস মিটার আপনি বসুন। সমরবাবুকে একটা কাজের ভার দিয়ে আমি এখুনি আসচি।

সমরকে লইয়া চলিয়া গেল।

তটিনী। তোমার শরীর ত তেমন ভাল নেই।

বসন্ত। না বেশ আছি ত।

শৈলেশ। দুদিন আপনার ওখানে যেতে পারিনি।

তটিনী। হ্যাঁ। আমি ভাবলুম আপনার হোল কি।

বসন্ত। তোমার মা ভাল আছেন ত?

তটিনী। শরীর বেশ ভালই আছে। মন খারাপ হয়েচে আমি সন্ন্যাসিনী হব বলে।

বসন্ত। সন্ন্যাসিনী!

তটিনী। মায়ের আমার সেই ভয়ই হয়েচে।

শৈলেশ। জীবনের যে ফিলজফি আপনি ধরেচেন, তা হয়ত একদিন আপনাকে সন্ন্যাসিনী করেই তুলবে।

তটিনী। মন্দ কি সনাতনীরা একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন।

শৈলেশ। Excuse me, I will join you in a minute.

বাহিরে চলিয়া গেল।

বসন্ত। তটিনী !

তটিনী মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল।

এ ব্যবধান কি কিছুতেই ঘোচানো যায়না ?

তটিনী। তোমার আমার বন্ধুত্বে কোন ব্যবধানই ত নেই।

বসন্ত। আমার মনে হচ্ছে তটিনী একটা কাঁচের দেয়াল যেন তোমাকে আমাকে পৃথক করে রেখেচে। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তোমার অনুরাগের উষ্ণ পরশ পাচ্ছিনে।

তটিনী হাত বাড়াইয়া দিল।

তটিনী। Hold it.

বসন্ত হাত চাপিয়া ধরিল। তারপর ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়া দিল।

বসন্ত। It is all over now ! all over ! সব শেষ !

ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তটিনী তাহার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল

তটিনী। আমাদের বন্ধুত্ব আমরণ অটুট থাকবে।

বসন্ত। বন্ধুত্ব ! তোমার কাছে আমি কি শুধু তাই চেয়েছিলুম ?

তটিনী। কিন্তু আজ তার বেশী কিছু দেবার উপায় আমার নেই। তোমারো নেবার অধিকার নেই।

বসন্ত। কেন ?

তটিনী। খুবই সহজ কথা, ললিতা রয়েচে বলে।

বসন্ত। ললিতা রয়েচে বলে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ।

তটিনী। ভাল করচিনা কি?

বসন্ত। হাঁ চিরদিনই আমার ভালো তুমি দেখে এসেচ। আমারই ভালো হবে জেনে তুমি আশা দিয়ে দিয়ে আমার দাবীকে বড় করে তুলেচ, আমারই ভালো হবে জেনে আমার ভালবাসার কোনই মূল্য তুমি দিতে চাওনি। আমারই ভালো হবে জেনে আমার সুখশান্তি চিরজীবনের জন্যে তুমি হরণ করে নিয়েচ। আজ যখন এসেচ, তখন দেখে যাও কী ভালোই আমার হয়েচে। প্রচুর অর্থ নিয়ে, মনোরমা ভার্য্যা নিয়ে কী সুখেই আজ আমি রয়েচি!

তটিনী। তুমি বিশ্বাস করো তোমার ভালো হবে জেনেই এ কাজ আমি করিচি।

বসন্ত। একদিন তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতুম আর আমার মনে হোত বিশ্বের সমস্ত লাবণী দিয়ে যেন তোমার অঙ্গ গড়ে উঠেচে। আজ দেখচি তুমি পাষাণী, পাষাণী। এতদিন চেষ্টা করেও তোমার হৃদয়ের পাথর-ফলকে একটি রেখাও আমি এঁকে দিতে পারিনি।

তটিনী। ওগো না, না, অমন করে তুমি ও-কথা বলোনা। আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে তুমি সঙ্কল্পহারা করোনা।

বসন্ত তটিনীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

বসন্ত। আমি পারি। এই মুহূর্ত্তেই পারি। তুমি দুর্ব্বল, তুমি কাঁপচ, তুমি টলচ, এই মুহূর্ত্তেই পারি তোমাকে আমার বুকে টেনে নিতে···

তটিনী। ওগো না, না, না।

বসন্ত। ভয় নেই। আমি তা করবনা। তোমাকে, শুধু তোমাকে কেন, কাউকেই আমি সঙ্কল্পহারা করবনা। থেকো তুমি স্বার্থপরের মত শুধু তোমার সঙ্কল্পকেই সম্বল করে আর চেয়ে চেয়ে দেখো আমি কেমন করে ছুটে যাই জাহান্নামের পথে।

বসন্ত ঘুরিল, তটিনী বসিয়া পড়িল, বসন্ত টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া মদ্য পান করিল। শৈলেশ প্রবেশ করিল

Sailesh, please see that she is comfortable here.

বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শৈলেশ। আপনার কি অসুখ করেচে?

তটিনী। না, ওর কথা ভাবচি। ওর কি হয়েচে শৈলেশবাবু?

শৈলেশ। বিয়ে করে ও সুখী হয়নি।

তটিনী। দুঃখের কথা।

শৈলেশ। এ দুঃখ ওকে পেতে হোতনা যদি···

তটিনী। যদি আমি ওকে বিয়ে করতুম?

শৈলেশ। Exactly so.

ললিতা প্রবেশ করিল।

ললিতা। শৈলেশবাবু, please dont make a monopoly of my guest. সমর বেচারা ওঁর সঙ্গে কথা কইবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠচে।

তটিনী। আমরা যে একসঙ্গেই এলুম!

ললিতা। সেই সঙ্গসুখের স্বাদ পেয়েচে বলেইত বেচারা আরো উতলা হয়ে উঠেচে।

তটিনী। কোথায় তিনি ?

ললিতা। বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো দেখে এলুম।

শৈলেশ। Let him rot there !

ললিতা। দেখুন মিস মিটার, আমার বাড়ীতে পা দিয়েই আপনি jealousy জাগিয়ে তুলেচেন।

শৈলেশ। অবিচার করবেননা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী।

ললিতা। আসুন মিস মিটার অন্ততঃ আমার বাড়ীটা দেখে আসবেন। চলুন শৈলেশবাবু।

তিন জনেই চলিয়া গেল। একটু পরে বসন্ত প্রবেশ করিল।

বসন্ত। I see there is no one here। সবাই সরে পড়েচে। ভালোই হয়েচে। আমার জীবন সঙ্গিনীর সঙ্গে নিরিবিলি আলাপ করবার সুযোগ পাওয়া গেল।

যে টেবিলে মদ ছিল সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল।
একপাত্র পান করিল তারপর বসিয়া পড়িল।

You are excomunicated Basanta—poor Soul! No body cares to keep your company. Neither your wife nor yonr friends. কিন্তু কেউ তোমাকে ব্যথা দিতে পারবেনা—মদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ নয়।

ললিতা, তটিনী, সমর, শৈলেশ প্রবেশ করিল। ললিতা ও
তটিনী এক আসনে বসিল, সমর ও শৈলেশ পৃথক আসনে।

ললিতা। অপমানের জ্বালা ভোলা বড় শক্ত। প্রতিদিনকার অপমান আমার অন্তরে দাগা রয়েচে।

বসন্ত। তাই ভেবেচ যে পাল্টা অপমান করে সেই জ্বালা জুড়োবে।

ললিতা তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

ললিতা। কিন্তু কী অপরাধ আমি করেছিলুম?

বসন্ত। জয়ী ত হয়েচ, আর কেন সে-সব কথা!

ললিতা। আমি জানি জিতেও আজ আমি পরাজিত। সেদিনও আমি উপহাসের পাত্রী ছিলুম আজও আমি তাই।

উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেশ। কে আপনাকে উপহাস করচে?

ললিতা। আমি যদি নির্ল্লজ্জের মত ওর পিছু পিছু ঘুরতুম, তাহলে বুঝতুম উপহাসই আমার প্রাপ্য। কিন্তু আমি ত তা করিনি। করিচি?

বসন্তর কাছে গিয়া কহিল

বসন্ত। এই সব শোনাবার জন্যেই কি এদের তুমি আজ নেমন্তন্ন করেচ?

ললিতা। শুধু এদেরই শোনাতে চাই না। পৃথিবীর সকল লোককেই শোনাতে চাই তোমাদের কীর্ত্তি।

বসন্ত। তোমার অভিযোগ শুনে সবাই ছুটে আসবে আমাকে শাস্তি দিতে, না?

ললিতা। শাস্তি তোমার পাওনা কিনা সে বিচার তারাই করবেন। আমি শুধু আমার অভিযোগ প্রকাশ করব। আমি ছিলুম গরীব এক

স্কুল-টিচার। বড়লোকের ঘরণী হবার কল্পনা আমার কখনো ছিলনা। বামন আমি চাঁদ ধরবার দুরাশায় কখনো হাত বাড়াইনি। আমার অজানায়, আমার না-চাওয়ায়, জীবনের এক মধু-রাতে চাঁদের অজস্র কিরণ আমার গায়ে এসে পড়ে আমাকে উতলা করে তুল্লে। আমি তা উপভোগ করবার জন্তে আকুল হয়ে উঠলুম। আমার বয়স, আমার অভিজ্ঞতা, শাঠ্যের সঙ্গে আমার পরিচয়ের একান্ত অভাব, আমাকে বুঝতেই দেয়নি যে আমার ভাগ্যাকাশের সে চাঁদ মায়া-মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বুঝতে বেশী দেরী হল না। হঠাৎ যা এসেছিল, হঠাৎই তা চলে গেল। চারিধারে নেমে এল ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পথ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে প্রতি পদে আমি হোঁচট খেয়েচি আর চারিদিক থেকে ভেসে এসেচে আমাকে লক্ষ্য করা উপহাসের কল-হাস্য। আমি নীরবে তা সহ্য করিচি, অপমানের বোঝায় আমার মেরুদণ্ড নুয়ে পড়েচে তবুও আমি তা সহ্য করিচি। আজ···

কি বলিবে কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া আবার শুরু করিল।

আজ জয় মিথ্যে জেনেও, যারা আমাকে উপহাস করেছিল তাদের বলি, সমাজ আর আইন যে জয়টীকা আমার ললাটে পরিয়ে দিয়েচে, তা মুছে দেবার শক্তি কারু নেই—না স্বার্থত্যাগে মহীয়সী ওই তটিনী দেবীর, না পরদুঃখকাতর ওই শৈলেশের, না নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা আমার পরমারাধ্য ওই পতি দেবতার।

বেগে বাহির হইয়া গেল। সকলে কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শৈলেশ। এখন ওঁকে একটু শান্ত করা দরকার। বসন্ত যাবে একবার ওঁর কাছে ?

বসন্ত। I dont care to,

তটিনী। আমিই যাচ্ছি। ওঁর কোন কথাই আমাকে বিঁধবে না।

সমর। হয়ত আমার কথাই শুনবেন, আমিই যাই।

সমর চলিয়া গেল

শৈলেশ। এমন মুখরা স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখিনি।

তটিনী। পাষাণের বাঁধ ভেঙে ঝরণা যখন নেমে আসে, তখন তা মুখরাই হয়। নীরবে এতদিন যে ব্যথা ও সয়েচে, লাঞ্ছনার যে আঘাত ও পেয়েচে, মুখরা না হলে ও ত তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারত না।

উঠিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

শৈলেশ। চল বসন্ত আমরা বাগানে গিয়ে একটু বসি।

বসন্ত। Leave me alone with my wine! Please leave me!

শৈলেশ বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। সমর প্রবেশ করিল।

সমর। শৈলেশদা, মিসেস চ্যাটার্জ্জি তোমাকে ডাকচেন।

দুই জনেই চলিয়া গেল।

বসন্ত। সবাই সান্ত্বনা দিতে চায় ওকে। তোর দিকে কেউ ফিরেও চায়না রে হতভাগা। তোর সান্ত্বনা শুধু এই মদ।

মদ ঢালিয়া লইল। তটিনী প্রবেশ করিল।

তটিনী। এ কি করচ তুমি ?

বসন্ত। দেখচ ত জীবনের সঙ্গিনীরূপে কাকে আজ আমি পেয়েচি।

তটিনী। কিন্তু দোষ ত ওর নয়।

বসন্ত। ওর দোষ নয় ?

তটিনী। না, ওর একটি অভিযোগও মিথ্যে নয়। সত্যিই ওকে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতুম। তুমি, আমি, তোমার বন্ধু ওই শৈলেশ, সবাই। তুমি ওকে কেন বিয়ে করলে ? আর করলেই যদি তাহলে ওকে ওর পাওনা কেন দিলে না ?

বসন্ত। কেন দিলুম না ? দিতে কেন পারলুম না জান ?

তটিনী। কেন ?

বসন্ত। তোমারই জন্যে। তোমাকে যে ভালোবেসেচে, আর কাউকে সে ভালোবাসতে পারে না। তোমার পরশ যে পেয়েচে, আর কারুর পরশ সে সইতে পারে না।

তটিনী মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল।

সজল চোখে ও কাতরতা কেন তটিনী। মানুষ বেঁচে থেকেও কঙ্কালে পরিণত হয়। বিশ্বাস না হয় আমার দিকে চেয়ে দেখ।

দুজনাই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। শৈলেশ প্রবেশ করিল।

শৈলেশ। বসন্ত, ললিতা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েচেন। তোমার ভাই একবার সেখানে যাওয়া দরকার।

বসন্ত। আমাকে দেখলেই আরো অসুস্থ হবেন।

তটিনী। একবার দেখেও আসতে পার না কি হয়েচে ?

বসন্ত। ও! স্বামীর কর্ত্তব্য। বেশ।

ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

শৈলেশ। জীবনে এরা কখনো শান্তি পাবে না।

সমর প্রবেশ করিল।

সমর। শৈলেশদা, ললিতা দেবী বড্ড বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েচেন।

তটিনী। ডাক্তারকে খবর দিননা সমরবাবু।

সমর। ডাক্তার আসবার আগেও একটা খারাপ কিছু হতে পারে!

তটিনী। ওকি কথা সমরবাবু!

শৈলেশ। সমর তুমি কাঁপছ কেন ?

সমর। আমি···আমি কারু অসুখ দেখলে বড় নার্ভাস হয়ে পড়ি।

শৈলেশ। তুমি বোস। তুমি ঘামচ সমর।

সমর। আমি···আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।

চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে বসন্ত প্রবেশ করিল।

ললিতা দেবী কেমন আছেন ?

বসন্ত কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে তটিনীর সামনে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল

বসন্ত। তুমি জানতে চাইলে না ?

তটিনী। বল, কেমন আছেন।

বসন্ত। পারচ জিজ্ঞাসা করতে? আশ্চর্য্য!

ফিরিয়া গিয়া মদ ঢালিয়া লইল, মদ খাইয়া কহিল

শৈলেশ, ললিতা মারা গেছে।

শৈলেশ। বল কি!
তটিনী। য়্যাঁ! } এক সঙ্গে

বসন্ত। ওই তটিনী জানে।

তটিনী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। শৈলেশ ছুটিয়া বসন্তর কাছে গিয়া কহিল

শৈলেশ। তুমি বলচ কি বসন্ত!

বসন্ত। আমি বলচিনে। মরবার আগে সে-ই বলে গেছে, তটিনী ভুলে গুলে তাকে কি খাইয়েচে, যাতে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে গেছে।

শৈলেশ। তটিনী?

বসন্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও-নাম আমার ভুল হয় না, তটিনী! তটিনী!

তটিনী পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িল।

পঞ্চম পর্ব্ব

সেশন কোর্ট

কোর্ট রুম যেমন সাজানো থাকে তেম্নি সাজানো। আসামীর স্থানে তটিনী বসিয়া আছে। সাক্ষীর যায়গায় বসন্ত। যবনিকা উঠিবার পূর্ব্বেই বসন্তর কণ্ঠস্বর শোনা যাইবে।

বসন্ত। না, না, না, আমি তা বিশ্বাস করিনি। আমি তা বিশ্বাস করিনি। সে ছিল ভীষণ হিংসুটে। তটিনীর ওপর তার বড় বেশী রাগ ছিল। সব সময়েই সে বলত সে প্রতিশোধ নেবে।

প্রসিকিউটার। যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তারই জবাব দাও।

বসন্ত। কিন্তু প্রশ্নের জবাব দিলেই ত তটিনীকে জানা যাবে না। তটিনী এ অপরাধ করতে পারে না, কোন অপরাধই সে করতে পারে না, চাঁদে কলঙ্ক থাকতে পারে কিন্তু…

জজ টেবিল চাপড়াইলেন।

জজ। কবিত্ব করবার যায়গা এ নয়। যে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তার জবাব দাও।

বসন্ত। কিন্তু আমার কোন কথাই কি আপনারা শুনবেন না? আমি যে শপথ নিয়েছি, যা জানি আমি সবই বলব। আমি জানি তটিনী নির্দ্দোষ। তটিনী নির্দ্দোষ! তটিনী নির্দ্দোষ!

প্রসিকিউটার। কবে থেকে জানলে তটিনী নির্দ্দোষ?

বসন্ত। অনেক দিন থেকে জানি। অনেকদিন আমরা একসঙ্গে পড়েচি।

প্রসিকিউটার। তবে ললিতার মৃত্যুর দিন তটিনীকে অপরাধী বলে প্রচার করেছিলে কেন?

বসন্ত। সেদিন আমি সুস্থ ছিলুম না। আমি সেদিন মদের নেশায় ললিতার কথা সত্য মনে করেছিলুম। আমি ভুল করেছিলুম। আজ আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে।

প্রসিকিউটার। আজও কি নেশা করে এসেচ?

বসন্ত। সেইদিন থেকে মদ ছুঁইনি। তাইত আজ বলতে পারচি যে ললিতা প্রতিশোধ নেবার জন্যে মরবার সময়ও মিথ্যে বলেছিল। ললিতা কি ছিল আপনারা জানেন না, আমি জানি।

প্রসিকিউটার। এখনও কি তটিনীকে পাবার আশা তুমি রাখ?

বসন্ত। রাখি। এ জন্মে যদি না পাই পরজন্মে তাকে নিশ্চয়ই পাব।

প্রসিকিউটার। আচ্ছা, সেই আশাতেই বেঁচে থাক। যাও।

বসন্ত। আমার সব কথা বলা হয় নি। তটিনীর ললিতার ওপর রাগ থাকতে পারে না, রাগ থাকবার কোন কারণ নেই—কেননা তটিনী নিজে আমাকে···

জজ। ওকে নিয়ে যাও।

একজন তাহাকে ধরিল

বসন্ত। কিন্তু আমার যা বলবার আছে, তা বলা হয়নি। আমি কেন

সে-কথা বলতে পারব না? কেন আপনাদের বুঝিয়ে দোব না যে, তটিনী নির্দোষ…তটিনী নির্দোষ…তটিনী…

তাহাকে টানিয়া নামাইয়া লইয়া গেল।

প্রসিকিউটার। এইবার বাধ্য হয়ে আমাকে বড় অপ্রিয় একটি কাজ করতে হবে। আসামীর বৃদ্ধা মাকে কয়েকটী প্রশ্ন করতে হবে।

তাহার ইঙ্গিতে কৃষ্ণভামিনীকে দাঁড় করান হইল।

তটিনী। মা! মাগো!

দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

প্রসিকিউটার। ওই আপনার মেয়ে।

কৃষ্ণভামিনী। না। আমার বোনের মেয়ে।

প্রসিকিউটার। আপনিই ওকে মানুষ করেচেন?

কৃষ্ণভামিনী। ওর যখন বয়েস সাত মাস, তখন থেকে।

প্রসিকিউটার। ওকে পড়াতেন আপনি?

কৃষ্ণভামিনী। হাঁ।

প্রসিকিউটার। মা-বাপ?

কৃষ্ণভামিনী। মা ওকে সাতমাসের রেখে মারা যায়। আর ওর বাপ ওর জন্মের চার মাস আগে থেকেই নিরুদ্দেশ।

প্রসিকিউটার। ওর বাপ সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

কৃষ্ণভামিনী। শুনিচি সে লোক ভাল নয়।

প্রসিকিউটার। আর কি শুনেচেন ?

কৃষ্ণভামিনী। শুনিচি সে ফেরারী।

প্রসিকিউটার। বেশ। এইবার বলুন ত আপনার পালিতা কন্যাটি কোন প্রকৃতির মেয়ে !

কৃষ্ণভামিনী। এমন মেয়ে আমি আর দেখিনি।

প্রসিকিউটার। এমন ভালো মেয়ে, না এমন খারাপ মেয়ে ?

কৃষ্ণভামিনী। ভালো মেয়ে।

প্রসিকিউটার। আচ্ছা আপনার এই ভালো মেয়েটি সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরত ?

কৃষ্ণভামিনী। কোন কোনদিন ফিরত।

প্রসিকিউটার। বেশী দিন তাহলে বাইরেই থাকত ?

কৃষ্ণভামিনী। বেশী রাত কখনো থাকত না।

প্রসিকিউটার। দু' একদিন ?

কৃষ্ণভামিনী। বায়োস্কোপ দেখতে যেদিন যেত, সেদিন একটু দেরী হোতো।

প্রসিকিউটার। বায়োস্কোপে আপনি নিশ্চয় যেতেন না।

কৃষ্ণভামিনী। না।

প্রসিকিউটার। তাহলে বায়োস্কোপের নাম করে আর কোথাও যেত কিনা তা আপনি বলতে পারেন না ?

কৃষ্ণভামিনী। আমি ওর কোন কথা অবিশ্বাস করি না।

প্রসিকিউটার। আচ্ছা, প্রবীণা হয়েও আপনি ওর এই সব উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থন করতেন কেন ?

কৃষ্ণভামিনী। সমর্থন করতুম না!

প্রসিকিউটার। শাসন করতেন?

কৃষ্ণভামিনী। কখনো কখনো।

প্রসিকিউটার। কেন শাসন করতেন?

কৃষ্ণভামিনী। ওর জন্যে আমার ভয় হোতো বলে।

প্রসিকিউটার। সেই ভয়ের জন্যেই কি পড়াশুনো বন্ধ করে দিলেন?

কৃষ্ণভামিনী। না। ও নিজে ছেড়েচে।

প্রসিকিউটার। কেন ছাড়লো তা বলেচে কিছু?

কৃষ্ণভামিনী। অনেকবার বোঝাতে চেয়েচে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি।

প্রসিকিউটার। কি বোঝাতে চেয়েচে বলুন ত শুনি?

কৃষ্ণভামিনী। ও যেদিন শুনলে ওর বাপ ফেরারী, সেইদিনই ও বল্লে ও আর পড়াশুনো করবে না।

প্রসিকিউটার। কেন করবে না?

কৃষ্ণভামিনী। ও বল্লে, ওর যেন মনে হয় উচ্ছৃঙ্খলতা ওকে টানে, অনাচার ওকে লোভ দেখায়, পাপ ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

প্রসিকিউটার। ব্যস! ব্যস! আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

কৃষ্ণভামিনী। কিন্তু আমার মেয়ে!

প্রসিকিউটার। মেয়ের অপরাধের বিচার হবে।

কৃষ্ণভামিনী। আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না ও এ-কাজ করেচে।

তটিনী। বিশ্বাস কর মা, বিশ্বাস কর, এ-কাজ আমি করিনি। তোমার স্নেহের, তোমার শিক্ষার কোন অমর্য্যাদা আমি করিনি।

একজন লোক তাহাকে নামিতে ইঙ্গিত করিল।

কৃষ্ণভামিনী। আমি কখনো ভাবিনি, কখনো ভাবতে পারিনি যে, এমন যায়গায় এমন অবস্থায় তোতে আমাতে কখনো দেখা হবে।

বলিতে বলিতে নামিয়া গেল।

প্রসিকিউটার। এবার আমরা Post mortem পরীক্ষায় কি প্রকাশ পেয়েচে তাই বলব।

একজন বৃদ্ধ লোক ডকে উঠিল।

মৃতা ললিতা দেবীর দেহ আপনি Post mortem তদন্ত করেছিলেন?

ডাক্তার। আজ্ঞে হাঁ।

প্রসিকিউটার। কোন জানা অসুখে কি এই মৃত্যু ঘটেচে?

ডাক্তার। না কোন রোগের পরিচয় আমরা পাইনি।

প্রসিকিউটার। আপনার কি মনে হয় স্বাভাবিক কোন কারণে এই মৃত্যু হয়েচে?

ডাক্তার। না। তাও হয়েচে বলে মনে হয়না।

প্রসিকিউটার। কোনরূপ বলপ্রয়োগের চিহ্ন কিছু পেয়েচেন?

ডাক্তার। না।

প্রসিকিউটার। তবে মৃত্যু কিরূপে হোলো?

ডাক্তার। মৃতার পাকস্থলীতে একপ্রকার দ্রব পদার্থ পাওয়া গেছে

যা কোন মানুষের পাকস্থলীতে থাকে না। মৃত্যু তাই থেকেই হয়েচে বলে আমাদে: বিশ্বাস।

জজ। Was that a poison?

ডাক্তার। আমাদের বিজ্ঞানে জানা যত বিষ আছে তার একটাও এ নয়। আমাদের বিজ্ঞানে বিষ পরীক্ষার যত বিধি আছে তার কোন বিধি দিয়েই এ বিষ নিরূপণ করা যায়নি।

জজ। Then how did you ascertain that it had a poisonous effect?

ডাক্তার। মৃতার পাকস্থলীতে যে দ্রব পদার্থ পাওয়া গেছে তার পরিমাণ এক ড্রামেরও কিছু বেশী হবে। তাই থেকে দশ ফোঁটা একটা গিনিপিগকে খাইয়ে দেখা গেছে যে দশমিনিটের মাঝে মারা গেছে। বিশ ফোঁটা একটা ঘোড়াকে খাইয়ে দেখা গেছে যে ঘোড়াটা চার ঘণ্টায় মারা গেছে।

প্রসিকিউটর। মানুষ আর পশুর ওপর ওই বিষ কি একই রকম কাজ করেচে?

ডাক্তার। মৃত.গিনিপিগ আর ঘোড়ার stomach আর heartএ, kidney এবং লিভারে যে প্যাথলজিকাল change দেখা গেছে, ঠিক সেই বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়েচে মৃতা ললিতার stomach, heart, kidney আর liverএ। কাজেই এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয় যে, মৃতার পাকস্থলীতে যে দ্রব পদার্থ পাওয়া গেছে, তা বিষাক্ত আর তাই তার মৃত্যুর কারণ।

প্রসিকিউটর। Thank you Doctor, we dont want to detain you any longer.

ডাক্তার নামিয়া দাঁড়াইল

প্রসিকিউটার। My Lord and Gentlemen of the Jury! আমাদের জীবনে এমন একটা দিন যে আসবে, তা আমরা কখনো ভাবিনি। কখনো ভাবিনি যে ভদ্রপরিবারের একটী শিক্ষিতা তরুণীর বিরুদ্ধে এই ধরণের একটী জঘন্য, এইরূপ নির্ম্মম একটা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আমাদের উপস্থিত করতে হবে। অভিযুক্তা তটিনী মিত্র সম্মানের সঙ্গে বি-এ পাশ করে এম-এ পড়ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সে অনার্স পেয়েছিল, কিন্তু অনারেবল জীবন যাপন করতে সে অভ্যস্থ হয়নি। পরের অন্নে প্রতিপালিত হয়েও, পরের আশ্রয়ে বাস করেও সংযম, শিষ্টাচার, শালীনতা সব বিসর্জ্জন দিয়ে ছাত্রীর অনুচিত জীবন যাপন করতে সে লজ্জাবোধ করেনি।

তটিনী। আমার বিরুদ্ধে যদি বিষপ্রয়োগের অভিযোগ আনা হয়ে থাকে, তাহলে সেই সম্বন্ধে আমার যতটুকু অপরাধ তাই বলুন। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন কি ভাবে যাপন করিচি, তা আপনি জানেন না, সুতরাং আপনার ইচ্ছামত আপনার প্রয়োজন মত আপনি তাতে রং ফলিয়ে বিচারকে বিকৃত করবার চেষ্টা করবেন না। তা করবার কোন অধিকার আপনার নেই।

প্রসিকিউটার। বিশ বছরের একটি যুবতীর ব্যক্তিগত জীবন যাপনের যে বর্ণনা আমরা পেয়েচি, তা শুনে আমাদের সকলকেই লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকতে হয়। ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে হোটেলে হানা দেওয়া, রাত বারোটা পর্য্যন্ত, কখনো কখনো তারও বেশী রাত একাকিক তরুণ বান্ধবের সঙ্গে নির্জ্জন বাগানে আমোদ-প্রমোদ, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে ঝিলে নৌ-বিহার, শহরের বাইরে জনমানববিহীন প্রান্তরে মদ্যপায়ী

বান্ধবদের সঙ্গে সমারোহের পিকনিক যদি শিক্ষিত ভদ্রবংশজাত কোন কুমারীর পক্ষে লজ্জার, নিন্দার, দুঃখের কারণ বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার শিক্ষিত সমাজে ব্যভিচারের বন্যা বয়ে যাবে। সেই দুর্দ্দিন যাতে না আসে, তারই ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে।

একা তটিনী মিত্র বা তার স্বল্প-সংখ্যক সহচরীর এই জীবন যাপন বিধি an exception, বিশেষ ব্যতিক্রম মনে করে যদি আপনারা এই ব্যাপারের গুরুত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, তাহলে সমাজের প্রতি দেশের প্রতি আপনাদের যে কর্ত্তব্য আছে তা পালন না করবার অপরাধে আপনারাও অপরাধী হবেন।

আপনারা আপনাদের কন্যাদের, আপনাদের ভগ্নীদের শিক্ষিত করতে চান, করুন। আপনারা চান তাঁরা স্বাধীনা হোন, নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে তারা অভ্যস্থ হোন, ভালো কথা। তাতেও আমরা কেউ আপত্তি করব না। এমন কি আপনাদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন মেয়েরা শিল্পানুরাগিনী অর্থাৎ নৃত্যগীত-পটিয়সী হলেই প্রতি সংসারে আনন্দের মেলা মিলবে, তাদের সঙ্গেও আমাদের বিরোধ নেই। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করবো, আমরা বিরুদ্ধাচরণ করবো, আইনের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমরা রুখে দাঁড়াব, তখন, যখন দেখব আপনাদের লাইসেন্স নিয়ে, আপনাদের চোখে ধূলো দিয়ে, আপনাদের অভিভাবকত্ব অগ্রাহ্য করে, জাতির ভবিষ্যজননীরা তটিনী মিত্রের মত হীন কাজে লিপ্ত হয়েচে, উচ্ছৃঙ্খলতার অপরিহার্য্য পরিণতি ক্রিমিন্যাল মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে উঠেচে।

ওই তটিনী মিত্র, ওই সুশিক্ষিতা সুরূপা এবং আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি সুদক্ষা অভিনেত্রী তটিনী মিত্র প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ললিতা চ্যাটার্জ্জীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করবার দুর্ব্বুদ্ধি কোথা থেকে পেল ? তার শিক্ষা থেকে নয়, তার সমাজ থেকে নয়, তার পারিবারিক পরিবেষ্টনী থেকেও নয় —সে তা পেল তার সংযমবিহীন, ভাবনাবিহীন, নীতিধর্ম্ম বিহীন জীবন যাপনের ফলে।

ডিফেন্স। আমার পরম পণ্ডিত বন্ধুবর এই মামলা উপলক্ষ্য করে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিলেন, তা উপাদেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একেবারে অবান্তর। শ্রীমতী তটিনী মিত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েচে, সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য শুনতেই আমরা এখানে এসেচি। আমরা জান্তে চাই, আমরা বুঝতে চাই শ্রীমতী মিত্র সত্যই অপরাধী কিনা।

প্রসিকিউটর। My Lord, I am comming to that point presently. তটিনী মিত্র যে অসংযত জীবন যাপন করেচে তা সাক্ষী সমর সেন, শৈলেশ সেন, বসন্ত চ্যাটার্জ্জী এমন কি তটিনী মিত্রের মাতৃষ্বসা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী দেবীর সওয়াল জবাবে তা প্রকাশ পেয়েচে।

তটিনী। না, তা পায়নি। তারা শুধু বলেচেন, আমি ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতুম, বায়োস্কোপে যেতুম, পিকনিক করতুম কিন্তু…কিন্তু…

প্রসিকিউটর। My Lord ! I cant proceed if I am always interrupted in this way.

জজ। তোমার জবানবন্দী আমরা পরে শুনবো। Dont interrupt the proceedings !

প্রসিকিউটার। জীবনে যে সংযম অভ্যাস করেনি, লালসাকে সে বশ করতে পারে না। লালসার দাবী সংযমের অভাবে সর্ব্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। নারীর স্বাভাবিক লজ্জা, প্রকৃতিগত কুণ্ঠা, সংস্কৃতিজাত হিতাহিত বিবেচনা, পাপ-পুণ্যের, ধর্ম্ম-অধর্ম্মের সীমারেখা বিচারের শক্তি সকলই লোপ পায় তখন, নারী যখন লালসার লেলিহান শিখারূপে জ্বলে ওঠে। বসন্ত চ্যাটার্জ্জি যখন তটিনী মিত্রকে প্রত্যাখ্যান করে ললিতাকে বিবাহ করে, তটিনী মিত্র তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠে। প্রতি-পালিকা মাতৃষ্বসার আশ্রয় সে ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারের অধিকতর সুযোগ পাবার আশায়। সেই সুযোগ সে কাজেও লাগায়। গোপনে সে বিষ সংগ্রহ করে। তারপর সরলা ললিতা যখন পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে, তাকে নিমন্ত্রণ করে, আদর-আপ্যায়ন দিয়ে তাকে প্রীত করতে চায়, তখন বন্ধুত্বের অবমাননাকারিণী বিশ্বাসঘাতিনী ওই তটিনী মিত্র পূর্ব্ব প্রণয়ীকে আপন আয়ত্তে আনবার অভিপ্রায়ে সংগৃহীত সেই বিষ সুকৌশলে প্রয়োগ করে।

তটিনী। না, না, আমি তা করিনি, আমি তা করিনি। কোন কথা সত্য নয়,·· সত্য নয়···সত্য নয়।

প্রসিকিউটার। একবার আপনারা ভেবে দেখুন কতবড় কৃতঘ্নতা, কতখানি নিষ্ঠুরতার পরিচয় ও দিয়েচে। অভাগী ললিতা, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ললিতা, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নারীকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে এক গ্লাস জল চেয়েছিল, আর দয়া-মায়া বিহীনা ওই দানবী সেই স্বচ্ছ শীতল জলে মিশিয়ে দিল তীব্র বিষ! সেই বিষ অভাগীর শিরায় শিরায় যেন তরল আগুনের স্রোত বইয়ে দিল, স্বামীর কাছে শেষ

বিদায় নেবার অবসরও সে পেলনা। শুধু বলে গেল জলের বদলে বিষ তাকে কে দিয়েছিল।

তটিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

তটিনী। মা গো!

ডিফেন্স। My Lord! My learned friend has almost killed her by his cruel words!

জজ। Somebody run for a Doctor at once!

ভোস। My Lord! I am a man of medicine. May I be permitted to attend her?

জজ। Do it.

ডাক্তার ভোস তটিনীকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণভামিনী। আমাকে একবার দেখতে দাও, ওগো, আমাকে একবার দেখতে দাও!

কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া চলিয়া গেল।

ভোস। জল! জল! একগ্লাস জল!

জুরী এবং জজ ব্যতীত আদালতের সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জজ। We adjourn the hearing till to-morrow.

জজ উঠিলেন। তারপর জুরীরা। তাহারা মঞ্চ ত্যাগ করিতে লাগিলেন. সেই সময় মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

ভোসের ল্যাবরেটরী

অন্ধকার প্রায় ঘরে সমর বসিয়া আছে। তাহার মুখে চোখে দারুণ ভয়ের ভাব। ধীরে ধীরে ডাঃ ভোস প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভোস। Get up! Get up you murderer!

সমর চমকাইয়া উঠিল।

সমর। আমি নই, আমি নই ডক্টর ভোস, আমি নই।

ভোস। তুমি নও! তুমি নও! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সাঁড়াশীর মত দুই বাহু বাড়াইয়া তাহার গলা ধরিল।

সমর। আপনি কি বলচেন?

ভোস। British pharmacopiaয় যে বিষ নেই, সেই বিষ তটিনীর কাছে কি করে এল?

সমর। আমি তা কি করে বলব? আমি ত ডাক্তার নই!

ভোস। ডক্টর ভোস জানে কেমন করে তোমাকে দিয়ে তা বলাতে হবে। চল।

সমর। কোথায়?

ভোস। আপাততঃ পুলিসে। তারপর দাঁড়াবে আসামীর কাঠগড়ায়। তারপর...তারপর ফাঁসী কাঠে ঝুলবে...হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সমর। আমার বড্ড লাগচে। বড্ড লাগচে আমার।

ভোস। লাগচে?

সমর। হাঁ, আমি ভাল করে নিশ্বাস নিতে পারচি নে। আমার লাগচে।

ভোস। আর আমার ইচ্ছে করচে তোমার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলতে। কিন্তু আমি তা পারচি না।...কেন পারচি না জান?...পারচিনা তুমি তাহলে পুলিসে, আদালতে, তোমার অপরাধ স্বীকার করতে পারবে না বলে। আর তুমি তা স্বীকার না করলে যে সর্ব্বনাশ আমার হয়ে যাবে, সর্ব্বহারা আমিও তা সইতে পারব না।

সমর। আমি কিছু স্বীকার করব না। আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই, আমাকে কেউ সন্দেহ করে না, আমি স্বীকার করব না, আমি স্বীকার করব না।

ভোস। তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করবে না আর নিরপরাধিনী তটিনী তোমার অপরাধে ফাঁসীকাঠে ঝুলবে?

সমর। হোক তার ফাঁসী। আমার কি? তটিনী আমার কে?

ভোস। তটিনী তোমার কেউ নয় আমি জানি। কিন্তু তুমি জান তটিনী আমার কে?

সমর। কে!

ভোস। এমন কিছু যাকে বাঁচাতে তোমার মত দশটা শয়তানকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি। করব তাই?

সমর। না, না।

ভোস। স্পষ্ট কথা শোন। সাজা তোমাকে নিতেই হবে। হয় আমার কাছে না হয় আদালতে। আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও হতে পারে। কিন্তু আমারি বিচারে

তোমার একমাত্র দণ্ড মৃত্যু। গলা টিপে তোমাকে আমি মেরে ফেলব।

সমর। কি কুক্ষণেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল!

ভোস। তার চেয়ে বল, কি কুক্ষণেই লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে বিষ তৈরী করতে দেখেছিলে।

সমর। আমি বিষ দিইনি, বিষ আমি দেখিনি, সবই আপনার কল্পনা, নিছক কল্পনা।

ভোস। কল্পনা! তবে তুমি কাঁপচ কেন? হাতে করে যখন বিষ নিয়েছিলে তখন হাত কেঁপেছিল। যখন বিষ জলে ঢেলেছিলে, তখনো হাত কেঁপেছিল। বিষাক্ত জল যখন সে পান করল, তখনো তুমি কেঁপে উঠেছিলে। তারপর থেকে দিনরাত তুমি ভয়ে ভয়ে কাঁপচ। যতক্ষণ তুমি বেঁচে থাকবে ততক্ষণ তোমার দেহ তোমার মন এমনি করে কাঁপবে। মুহূর্ত্তকাল তুমি স্থির হয়ে থাকতে পারবে না।

সমর। আচ্ছা তটিনীর কি সত্যিই ফাঁসী হবে?

ভোস। তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত না হলে, তাই হবে।

সমর। ফাঁসী হবে! ফাঁসী হবে! তটিনীর ফাঁসী হবে!

ভোস। হাঁ, হাঁ তটিনীর ফাঁসী হবে। যদি তুমি অপরাধ স্বীকার না কর।

সমর। কিন্তু সে যে নির্দ্দোষ।

ভোস। আদালতে তুমিই বলে এসেচ তটিনী দোষী।

সমর। কিন্তু আমি জানি কে দোষী!

ভোস। আমিও জানি।

. সমর। ফাঁসী হবে! তটিনীর ফাঁসী হবে! আমি যদি তাকে বাঁচাতে চাই···

নিজের গলায় হাত দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া পিছাইয়া গেল। ভোস তাহার কাছে গিয়া কহিল

ভোস। অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

সমর। তাকে বাঁচাবার জন্যে আমি যদি আমার অপরাধ স্বীকার করি তাহলে আমারও যে ফাঁসী হবে!

ভোস। কৃতকর্ম্মের সাজা কেন তুমি নেবে না?

সমর। সাজা! ফাঁসী! না, না, না, আপনি যান, আপনি যান আমার সামনে থেকে। আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি কিছু জানি না, আমি কিছু বলব না। চলে যান এখান থেকে।

ভোস। যাব। কিন্তু একা নয়—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে।

সমর। কোথায়? কোথায় নিয়ে যেতে চান আমাকে?

ভোস। আগে থানায়, তারপর আদালতে, তারপর ফাঁসীমঞ্চে··· তারপর কোথায় জান?···তারপর···তারপর নরকে···দুজনা একসঙ্গে··· হাত ধরাধরি করে···হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া যাইবে। পরে যখন আলো জ্বলিবে তখন দেখা যাইবে কোর্ট রুমে আসামী পক্ষের কাউনসেল বক্তৃতা করিতেছেন

ডিফেন্স। শ্রীমতী তটিনী মিত্র যে অতি দুশ্চরিত্রা তরুণী, তাই বোঝাবার জন্যে আমার বিজ্ঞ বন্ধু প্রোসিকিউসন কাউনসেল কাল দীর্ঘ

এক বক্তৃতা করেচেন। আমি কালই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছিলুম যে, সে বক্তৃতা যেমন অবান্তর তেমনি হাস্যকর। শ্রীমতী তটিনীর অপরাধ যেন কোন প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখে না এমনই একটা ভাব দেখিয়ে বলা হয়েচে যে, যারা ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে, তারা লালসার তাড়নাতেই তা করে। আর তারাই শেষে খুনোখুনি ব্যাপারে লিপ্ত হয়! এই উক্তির মাঝে যুক্তি যে আদৌ নেই, তা দু'বার বলবার অপেক্ষা রাখে না। বসন্ত চ্যাটার্জ্জি শ্রীমতীকে পাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল, সব বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করেও সে শ্রীমতীকে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা সবাই জানি শ্রীমতী তটিনী তাকে বিবাহ করতে রাজী হলো না। বসন্তর কাকুতি, মিনতি, কান্না কিছুই তটিনীকে সঙ্কল্পহারা করতে পারল না। এখন, আপনারাই বলুন লালসায় ক্ষিপ্তা কোন নারী কি এমন অবিচলিত শক্তি নিয়ে, এমন দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে, নিজের সঙ্কল্প অটুট রাখতে পারে?

শ্রীমতী তটিনী বসন্তকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তবুও কেন তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন? রাগে নয়, ক্ষোভে নয়, অভিমানভরেও নয়। প্রত্যাখ্যান করলেন দুটি কারণে। প্রথমতঃ তিনি শুনলেন যে তাঁকে বিয়ে করলে বসন্ত তার পিতৃ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। দ্বিতীয়তঃ নিজের বাপের পরিচয় পেয়ে তিনি মনে করলেন একটা হীন প্রকৃতির ক্রিমিনালের কন্যা হয়ে তিনি সম্ভ্রান্তবংশের একটি যুবককে বিয়ে করে তাকে লোকচক্ষে হেয় করতে পারেন না। আপনারাই ভেবে দেখুন লালসায় ক্ষিপ্তা কোন নারী এইরূপে প্রিয়তমের মঙ্গল কামনায় নিজে দুঃখকে বরণ করে নিতে পারে কিনা? আমি জানি তা পারে না। আপনারাও তাই-ই জানেন।

অথচ প্রোশিকিউসনের পরম পণ্ডিত কাউনসেল এই লালসার অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যে অকারণে হোটেল, পিকনিক, বোট excustion প্রভৃতি কথা এনে শ্রীমতী তটিনীর প্রতি আপনাদের বিরূপ করে তুলতে চেয়েছেন। আপনারা সাক্ষী শৈলেশ সেনের মুখে শুনেচেন তটিনী তাকে বলেচেন রোমিওজুলিয়েটের নকল-নবিশী তিনি করতে চান না, তিনি চান নারীর অসহায় অবস্থার প্রতিকার করতে। মডার্ণ ইজ্‌মের নামে সমাজে আজ যা চলেচে তার মাঝে উত্তেজনা থাকলেও, মোহ থাকলেও, নারীর মুক্তিপথের হদিস যে তাতে পাওয়া যাবে না একথা শ্রীমতী তটিনীই বুঝেচেন—বুঝেচেন, তথাকথিত ওই মডার্ণ ইজ্‌মে কিছুকাল মত্ত থেকে। যদি ওই মডার্ণ ইজ্‌মে কোন দোষ থাকে, সে দোষে তটিনী বা তার সমশ্রেণীর তরুণীরা দোষী নয়—দোষী সেই সব তরুণীর অভিভাবকরা যাঁরা বিয়ের বাজারে মেকী চালাবার লোভে আধুনিকতার প্রকৃত রূপের সন্ধান না রেখে মেয়েদের নাচিয়ে, গাইয়ে, বায়োস্কোপে বয় ফ্রেণ্ডসদের সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে মনকে চোখ ঠেরে নিশ্চিন্ত রয়েচেন। তাঁরা ভাবনা-বিহীন বলেই তাঁদের মেয়েরাও হাওয়া-শাড়ী পরে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। তটিনী মিত্র সে শ্রেণীর মেয়ে নয়। তটিনী মিত্র নিজের পথ নিজে বেছে নেয়, নিজের সাধনা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত দায়িত্ব মেয়েরা যাতে বহন করতে পারে, তার জন্য সমগ্র নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। তটিনী মিত্রর আবির্ভাবে আমাদের লজ্জিত হবার কারণ নেই, উৎফুল্ল হবার, আশান্বিত হবার, উদ্বুদ্ধ হবার কারণ আছে।

প্রোসিকিউটার। যে-হেতু আমরা দেখলুম সে মানুষও খুন করতে পারে।

ডিফেন্স। যে তটিনী মিত্রের পরিচয় আমরা পেলুম, আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, সেই তটিনী মিত্র মানুষের অমঙ্গলজনক কোন কাজ করতে পারে কিনা। ক্রিমিনাল বলে নিজের বাপকে পর্য্যন্ত যে মনে মনে মার্জ্জনা করতে পারেনি, মাসির অপরিসীম স্নেহ যাকে নিজের সাধনা পথ থেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়নি, সেই তটিনী মিত্র প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়ে কাউকে খুন করবে, এ কথা কে বিশ্বাস করবে?

প্রোসিকিউটার। বিশ্বাস তারাই করবে, যারা তার অপরাধের প্রমাণ পেয়েচে।

ডিফেন্স। হাঁ, সেই প্রমাণই আমরা চাই। ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় যে বিষের সন্ধান পাওয়া যায় না, শহরের সেরা এক Toxicologist যে বিষের নাম পর্য্যন্ত স্থির করতে পারেন নি, তটিনী মিত্রের মত একটি অনভিজ্ঞা তরুণী সে বিষ কেমন করে কোথা থেকে সংগ্রহ করল, এ তথ্য প্রোসিকিউশন আমাদের দিতে পারেন নি। তারপর Toxicologistএর অজানা এই বিষ ঘোড়া আর গিনিপিগের মৃত্যু ঘটিয়েচে বলে যে মানুষেরও মৃত্যু ঘটাবে তা কে বলতে পারে? আর সব চেয়ে বড় কথা, তটিনী মিত্র যে ললিতা দেবীর হাতে কোন সময় জলের গ্লাস তুলে দিয়েছিল—তাতে বিষ মেশানো ত পরের কথা—তাও কেউ দেখেচে বলে শোনা যায়নি। একমাত্র ললিতা দেবী মৃত্যুর পূর্ব্বে তটিনীর নাম করে গেছেন। কিন্তু তা করবার কারণ যে আছে, তা বসন্ত চ্যাটার্জ্জীর, কলিকা দেবীর এবং শৈলেশ সেনের সওয়াল জবাবে প্রকাশ পেয়েচে। সুতরাং তটিনী মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করবার কোন সঙ্গত কারণ যেমন আমরা খুঁজে পাইনি, তেমন আপনারাও খুঁজে পাবেন না। আর অকারণে কাউকে

দণ্ড দেবার জন্যেও আপনারা ও—আসনে বসেন নি। আমার মক্কেল শ্রীমতী তটিনী মিত্রের জীবন-মরণ মান-সম্ভ্রম সবই নির্ভর করচে আপনাদের ন্যায় বিচার এবং সুবিবেচনার ওপর। যোগ্য বিচারকদের হাতে সমর্পণ করে আমি আসন গ্রহণ করলুম।

কোর্ট কিছুকাল স্তব্ধ রহিল।

জজ। Gentlemen of the Jury। আপনারা ও-আসনে বসেচেন অভিযুক্তা তটিনী মিত্র অপরাধী কিনা তাই স্থির করবার জন্যে। অপরাধী কোন নর বা নারী যদি নিরপরাধ সাব্যস্ত হ'য়ে অব্যাহতি লাভ করে সমাজে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করবার সুযোগ পায়, তাহলে সমাজের অমঙ্গল সাধিত হয়। আবার নিরপরাধ কোন নর বা নারী যদি অভিযুক্ত হয়ে আপনাদের সম্মুখে উপনীত হয়, তাহলে তার নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করাও আপনাদেরই কাজ। না করলে আইনের মর্য্যাদাহানি হয়। শ্রীমতী তটিনী মিত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনীত হয়েচে, তার গুরুত্ব আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করেচেন। আপনাদের বিচার করে দেখতে হবে সে সত্যই অপরাধী কিনা। তার চরিত্র, তার দৈনন্দিন জীবনযাপন বিধি আপনারা অবগত হয়েচেন। আপনারা আপনাদের ঘরে গিয়ে বেশ ভাল করে আলোচনা করে দেখুন, আপনারা এ সম্বন্ধে একমত হতে পারেন কি না।

জুরীরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক এক করিয়া বাহির হইয়া গেল। জজও উঠিয়া চলিয়া গেল।

কোর্ট স্তব্ধ। ডাক্তার ভোস সমরের ঘাড় ধরিয়া লইয়া কোর্ট রুমে প্রবেশ করিল।

ভোস। যদি মানুষ হও, এইখানে দাঁড়িয়ে সব কথা স্পষ্ট বল। যদি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে নিজের অপরাধ স্বীকার কর।

সমর। আমায় ছেড়ে দিন, আমার বড্ড লাগচে।

কর্ম্মচারী। কে আপনারা? কি করচেন এখানে?

সমর। শৈলেশদা। আমাকে বাঁচান, বাঁচান আমাকে এই ঘাতকের হাত থেকে।

শৈলেশ আগাইয়া আসিয়া কহিল

শৈলেশ। ছেড়ে দিন ওকে!

কর্ম্মচারী। কি করচেন, ওর মুখ যে শাদা হয়ে উঠেচে।

ভোস। কিন্তু লজ্জায় আপনাদের মুখ এখনো রাঙ্গা হয়ে ওঠে নি। নিরপরাধিনী একটি বালিকাকে এনে আপনারা আজ বিচারের প্রহসন করচেন আর প্রকৃত অপরাধী গা ঢাকা দিয়ে সেই প্রহসন দেখচে। তবুও লজ্জায় আপনাদের মুখ লাল হয়ে উঠচে না।

কর্ম্মচারী। এটা আদালত। স্থির হয়ে যদি বসতে পারেন তাহলে এখানে থাকুন, নইলে আপনাদের এখানে থাকতে দোব না।

ভোস। স্থির হয়ে কেমন করে থাকব? আমি যে জানি বিচারের নামে কত বড় অবিচার এখানে হতে চলেচে। আমি দেখতে পাচ্ছি নিরপরাধিনীর দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়চে, আমি যে হত্যাকারীর সন্ধান পেয়েচি।

বসন্ত। হত্যাকারীর সন্ধান পেয়েচেন? কোথায় সে? বলুন কোথায় সে?

ভোস। তাই বলতেই এখানে এসেচি। কোথায় জজ, কোথায় জুরী, কোথায় দণ্ডধারী সব মহাপুরুষ?

বসন্ত। আপনি জানেন, তটিনী অপরাধী নয়? তটিনী, তটিনী···

শৈলেশ। বসন্ত। স্থির হও ভাই।

বসন্ত। দিন রাত যে এই প্রার্থনাই আমি করচি, তটিনীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হোক।

শৈলেশ। তটিনী যে অপরাধী এ কথা ত কেউ বলে নি। একটু স্থির হও ভাই।

বসন্ত। কিন্তু ওই জুরী। এখুনি ওরা এসে পড়বে। ওরা এসে যদি বলে তটিনী অপরাধী, তাহলে কোন প্রমাণই ত কাজে লাগবে না। ওই তারা আসচে, শৈলেশ, ওই তারা আসচে।

জুরীরা প্রবেশ করিল। তাহারা আসন গ্রহণ করিল।

ওদের মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই, ওদের মনে কি আছে। ওরা মানুষ না পাথরের মূর্ত্তি!

জজ প্রবেশ করিল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। জজ আসন গ্রহণ করিল। সকলে বসিল।

জজ। Foreman of the jury! আপনাদের অভিমত শুনতে আমরা প্রস্তুত। Are you unanimous in your verdict?

ফোরম্যান উঠিয়া দাঁড়াইল

ফোরম্যান। Yes my Lord!

জজ। What is it?

ভোস। For God's sake dont pronounce your verdict yet. হুজুর, ধর্ম্মাবতার অপরাধীর সন্ধান আমি পেয়েচি।

জজ। কে আপনি?

ভোস। আমার পরিচয় অবশ্যই পাবেন। কিন্তু তার আগে প্রকৃত অপরাধীর দিকে আপনারা চেয়ে দেখুন। আইনকে ফাঁকী দিয়ে অপরাধী পালিয়ে যাচ্ছিল, আমি আমার বজ্রমুষ্টি দিয়ে তাকে ধরে এনেচি। ওর অপরাধ ও স্বীকার করবে। ওকে সেই সুযোগ দিন।

প্রোসিকিউটার। ধর্ম্মাবতার! এ সময়ে বিচারে এরূপ বিঘ্ন উপস্থিত আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

ডিফেন্স। আমরা সুবিচার চাই, সত্যের প্রতিষ্ঠা চাই, সময় সংক্ষেপ করতে চাই না। We would pray for a re-trial.

জজ। আমরা এদের বক্তব্য শুনতে চাই।

ভোস। এইবার এইখানে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বল। বাঁচতে চাও ত সত্য কথা বল।

কাঠগড়ায় তুলিয়া দিল।

জজ। বল, কি জান তুমি।

ভোস। বল, তটিনী বিষ দিয়েছিল?

সমর। না।

ভোস। কে বিষ দিয়েছিল? তুমি?

সমর। হ্যাঁ।

জজ। তুমি বিষ দিয়েছিলে ?

সমর। জলে আমি বিষ মিশিয়েছিলুম Elixir of life জেনে। আমি শুনেছিলুম ওই ওষুধ রুগ্নকে সুস্থ করে, কুরূপাকে সুন্দরী করে, তাই ললিতা দেবীকে আমি ওই ওষুধ দিয়েছিলুম। কিন্তু আজ যখন শুনলুম বিনা অপরাধে তটিনী দেবীর ফাঁসী হতে চলেচে তখন আমি আর নিজের পাপ লুকিয়ে রাখতে পারলুম না। তটিনী দেবীকে আমি অনেক দিন থেকে জানি, ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, ওঁকে আমি মনে মনে ভালোবাসি, তাই আমার অপরাধের জন্য ওঁকে আমি মরতে দিতে পারি না। আমার জীবন দিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। শাস্তি আমারই প্রাপ্য, ওঁর নয়। দণ্ড আমারই প্রাপ্য, ওঁর নয়। হুজুর! ধর্ম্মাবতার! আমার অপরাধের শাস্তি আমাকে দিন।

ডকের রেলিংয়ে মাথা রাখিল।

প্রোসিকিউটার। My Lord! এই ব্যক্তির উক্তি যে সত্য তার কোন প্রমাণ নেই।

ভোস। প্রমাণ আমি দোব।

জজের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল।

এই Capsule ধর্ম্মাবতার! এই Capsuleএ যে বিষ আছে ললিতার stomachএ সেই বিষ পাওয়া গেছে। যে কোন Toxicologist পরীক্ষা করে দেখলে এই Capsuleএ সেই বিষই পাবে।

প্রোসিকিউটার। কোথাও যে বিষ পাওয়া যায় না, British Pharmacopiaয় যে বিষের উল্লেখ নেই, সে বিষ আপনি কোন যাদুবলে

সংগ্রহ করলেন, জানতে পারি? আপনার মুখের কথায় আমরা তা বিশ্বাস করতে পারি না, প্রমাণ চাই।

ভোস। প্রমাণ! প্রমাণ! আচ্ছা, আচ্ছা সে প্রমাণ আমি দোব। এই বিষ নিয়ে আমি একটা বড় experiment করছিলুম। Red Indianদের ধারণা ছিল যে, এই বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করা যায়। দেশে ফিরে আমি রাতের পর রাত experiment করে দেখছিলুম বিষকে অমৃতে পরিণত করা যায় কিনা। সমর একদিন লুকিয়ে আমার experiment দেখে। পাছে বিষের কথা তার মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে, সেই ভয়েই আমি তাকে বোঝাই যে ওটা আসলে Elixir of life. সমর তাই-ই বিশ্বাস করে, আর ললিতার প্রতি সহানুভূতিবশতঃ তাকে সুরূপা করবার অভিপ্রায়ে এর ক্রিয়া না জেনে এই বিষ তাকে খাওয়ায়। ফল আপনারা অবগত আছেন।

তটিনীর কাছে গিয়া

মাগো! ক্রিমিনাল বাপের সন্তান বলে তোমার মনে যে ঘৃণা হয়েছে, তা দূর করে দেবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু তুমি যে নিরপরাধ, সেই প্রমাণ আমি দিয়ে যাচ্ছি। জানি, জীবনে তুমি তোমার ক্রিমিনাল বাপকে মার্জ্জনা করতে পারবে না! কিন্তু তার জন্য যদি দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেল, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, অথচ তার অভিশপ্ত আত্মা শান্তি পাবে।

তটিনী। আপনি কে?

তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল তারপর কহিল

ভোস। A criminal.

জুরীদের দিকে চাহিয়া

Now gentlemen of the jury! তটিনী বিষ দেবে! ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ায় যে বিষের পরিচয় নেই, সেই বিষ তটিনী কোথায় পাবে? সে বিষ রয়েচে আমার Iron safeএ, সে বিষ রয়েচে ললিতার stomachএ, সে বিষ রয়েচে ওই হুজুরের টেবিলে স্থাপিত ছোট্ট ওই Capsuleএ। সেই বিষ সমর আমার কাছ থেকে চুরি করেছিল, তটিনী নয়! সে বিষ সমর জলে মিশিয়েছিল, তটিনী নয়। আর সে বিষের ফলে কত আকস্মিক মানুষের মৃত্যু হয়, তার প্রমাণ দোব বলে সেই বিষ আরও একটি Capsuleএ ভরে এনেচি। এই সেই বিষ,—এই আমি মুখে ফেলে দিলুম।

capsule মুখে ফেলিয়া দিল। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল; উঠিয়া দাঁড়াইল।

সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন, এই বিষের কাজ কত দ্রুত। Gentlemen of the jury, মাত্র দু'মিনিট সময় আছে।

জজ। Get a doctor, a doctor!

ভোস। No doctor can save me, my Lord. আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়েচি, কিন্তু মৃত্যুকে আর আমি ফাঁকি দিতে চাই না। আর সময় নেই। Now gentlemen of the jury, pronounce you verdict. দয়া করে বলুন তটিনী নিরপরাধ। এখনও শোনবার শক্তি আছে। বলুন, মরবার আগে শুনে যাই—তটিনী, আমার তটিনী, নিরপরাধ, বলুন, বলুন আপনারা is she guilty or not guilty; বলুন, বলুন, guilty or not guilty?

তটিনীর বিচার

ফোরম্যান তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

ফোরম্যান। Not guilty !

ভোস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, Not guilty ! Not guilty ! আমার তটিনী, আমার মাতৃহারা কন্যা তটিনী নিরপরাধিনী ! নিরপরাধিনী ! মা ! মাগো !

তটিনী। বাবা ! বাবা !

ডক্টর ভোস তটিনীর দিকে অগ্রসর হইল কিন্তু তাহার শরীর বাঁকিয়া নুইয়া পড়িল। কেহ ধরিবার আগেই তাহার প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়িল।

যবনিকা পড়িল।

—রঙমহল—

প্রথম অভিনয়—শনিবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

নাট্যাধ্যক্ষতা—	শ্রীযোগেশ চৌধুরী
প্রযোজনা—	শ্রীরঘুনাথ মল্লিক
ব্যবস্থাপনা—	শ্রীবিদ্যাধর মল্লিক
মঞ্চাধ্যক্ষতা—	শ্রীপূর্ণ দে
সঙ্গীত-রচনা—	শ্রীশৈলেন রায়
সুর-সংযোজনা—	শ্রীতুলসী লাহিড়ী
সঙ্গীত পরিচালনা—	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
নৃত্য-পরিকল্পনা—	শ্রীললিত গোস্বামী
নাট্য-নিয়ন্ত্রণ—	শ্রীসন্তোষ সিংহ
	শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক—	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১নং)
	শ্রীজ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
বাদ্য-শিল্পীগণ—	শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২নং)
	শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীসুধীর দাস
	শ্রীবসন্তকুমার গুপ্ত
	শ্রীহরিপদ দাস
	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র